দাদা ভগবান কথিত

পয়সার ব্যবহার

(সংক্ষিপ্ত)

পয়সা কামানো বুদ্ধির খেলা নয়, না ই মেহনতের ফল।
এ তো আপনাকে, নিজের পূর্ব (জন্ম) তে যে পুণ্যাই করেছেন,
তার ফল স্বরূপে মেলে।

Bengali

দাদা ভগবান কথিত

পয়সার ব্যবহার

(সংক্ষিপ্ত)

মূল গুজরাটী পুস্তক 'পৈসা নো ব্যবহার' (সংক্ষিপ্ত) এর বাংলা অনুবাদ

মূল গুজরাটী সংকলন : ডাঃ নীরুবেন অমীন

বাংলা অনুবাদ : মহাত্মাগণ

Publisher : Shri Ajit C. Patel
Dada Bhagawan Vignan Foundation
1, Varun Apartment , 37, Shrimali Society,
Opp. Navrangpura Police Station,
Navrangpura, Ahmedabad: 380009.
Gujarat , India.
Tel.:` +91 79 3500 2100

© Dada Bhagwan Foundation,
5, Mamta Park Society, B\h. Navgujrat College,
Usmanpura, Ahmedabad - 380014, Gujarat, India.
Email : info@dadabhagwan.org
Tel. : +91 79 3500 2100

All Rights Reserved. No part of this publication may be shared, copied, translated or reproduced in any form (including electronic storage or audio recording) without written permission from the holder of the copyright. This publication is licensed for your personal use only.

প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০২১

ভাব মূল্য : 'পরম বিনয়' আর
'আমি কিছুই জানি না' এই ভাব !

দ্রব্য মূল্য : ৪০ টাকা

মুদ্রক : অম্বা মাল্টীপ্রিন্ট
বি-৯৯, ইলেক্ট্রনিক্স্ জি.আই.ডি.সি.
ক-৬ রোড, সেক্টর-২৫
গান্ধীনগর -৩৮২০৪৪
Gujarat, India.

ফোন : +৯১ ৭৯ ৩৫০০ ২১৪২

ISBN : 978-93-91375-12-6

সমর্পণ

শান্তি কোথাও না মেলে এই কলিকালে,
আগমন লক্ষ্মীর, অস্বস্তি দিন-রাতের ।
পেট্রোল নেই অথচ আর.ডি.এক্স এর জ্বালায়,
জল নয়, ফুটছে লহু সংসারে ।
ধর্মে লক্ষ্মীর হয়ে গেছে ব্যবসায়,
সর্ব দিকে চলছে কালো বাজার।
উত্তপ্ত চতুর্দিক, কাল এ বিকরাল,
বাচাও, বাচাও, সর্বত্র এই চিৎকার,
জ্ঞানীপুরুষের সম্যক বোধ ই তারণ,
নির্লিপ্ত রাখে সবাই কে, পয়সার ব্যবহারে ।
সংক্ষিপ্ত বোধ অত্র হয়েছে শব্দস্থ,
আদর্শ ধন ব্যবহারের সৌরভ বহে সংসারে ।
অদ্ভূত বোধকলা ‘দাদা’র ব্যবহারে,
সমর্পিত জগ তব চরণ-কমলে ।

-ডা.নীরুবহন অমীন

ত্রি-মন্ত্র

নমো অরিহন্তানম্
নমো সিদ্ধানম্
নমো আয়রিয়ানম্
নমো উবজ্ঝায়ানম্
নমো লোয়ে সব্বসাহুনম্
এ্যায়সো পঞ্চ নমুক্কারো ,
সব্ব পাবপ্পনাশনো
মঙ্গলানম চ সব্বেসিং ;
পঢ়মং হবই মঙ্গলম্ ১
ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ২
ওঁ নমঃ শিবায় ৩
জয় সচ্চিদানন্দ

দাদা ভগবান কে ?

জুন ১৯৫৮ এর এক সন্ধ্যায় আনুমানিক ৬ টার সময়, ভিড়ে ভর্তি সুরত শহরের রেলস্টেশনের প্লেটফর্ম নম্বর ৩ এর এক বেঞ্চে বসা শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেলরূপী দেহ মন্দিরে প্রাকৃতিকভাবে, অক্রমরূপে, অনেক জন্ম ধরে ব্যক্ত হবার জন্য আতুর 'দাদা ভগবান' পূর্ণ রূপে প্রকট হলেন। আর প্রকৃতি সৃজন করলেন অধ্যাত্মের এক অদ্‌ভুত আশ্চর্য্য ! এক ঘন্টাতে ওনার বিশ্বদর্শন হল ! 'আমি কে ? ভগবান কে ? জগত কে চালায় ? কর্ম কি ? মুক্তি কি ?' ইত্যাদি জগতের সমস্ত আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সম্পূর্ণ রহস্য প্রকট হয়। এইভাবে প্রকৃতি বিশ্বের সন্মুখে এক অদ্বিতীয় পূর্ণ দর্শন প্রস্তুত করলেন আর তার মাধ্যম হলেন শ্রী অম্বালাল মূলজীভাই প্যাটেল, গুজরাটের চরোতর ক্ষেত্রের ভাদরণ গ্রামের পাটিদার, যিনি কনট্রাকটরি ব্যবসা করেও সম্পূর্ণ বীতরাগী পুরুষ !

ওনার যা প্রাপ্ত হয়েছিল, সেভাবে কেবল দুই ঘন্টাতেই অন্য মুমুক্ষু জনকেও আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন, ওনার অদ্‌ভুত সিদ্ধজ্ঞান প্রয়োগ দ্বারা। একে অক্রমমার্গ বলা হয়। অক্রম অর্থাৎ বিনা ক্রমের, ক্রম অর্থাৎ সিঁড়ির পর সিঁড়ি, ক্রমানুসারে উপরে ওঠা। অক্রম অর্থাৎ লিফ্ট মার্গ, শর্ট কাট !

উনি স্বয়ংই সবাইকে 'দাদা ভগবান কে ?' এই রহস্য জানিয়ে বলতেন "যাকে আপনারা দেখছেন সে দাদা ভগবান নয়, সে তো 'এ. এম. প্যাটেল'। আমি জ্ঞানী পুরুষ আর ভিতরে যিনি প্রকট হয়েছেন তিনিই 'দাদা ভগবান'। দাদা ভগবান তো চৌদ্দ লোকের নাথ। উনি আপনার মধ্যেও আছেন, সবার মধ্যে আছেন। আপনার মধ্যে অব্যক্ত রূপে আছেন আর 'এখানে' আমার ভিতরে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয়ে গেছেন। দাদা ভগবানকে আমিও নমস্কার করি।"

'ব্যবসাতে ধর্ম থাকা প্রয়োজন, কিন্তু ধর্মতে ব্যবসা নয়', এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই তিনি সম্পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করেন। জীবনে কখনও উনি কারো কাছ থেকে কোন অর্থ নেন নি উপরন্তু নিজের উপার্জনের অর্থ থেকে ভক্তদেরকে তীর্থযাত্রায় নিয়ে যেতেন।

আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির প্রত্যক্ষ লিংক

"আমি তো কিছু লোককে নিজের হাতে সিদ্ধি প্রদান করে যাব। তার পরে অনুগামীর প্রয়োজন আছে না নেই ? পরের লোকেদের রাস্তার প্রয়োজন আছে কি না ?"

- দাদাশ্রী

পরমপূজ্য দাদাশ্রী গ্রামে-গ্রামে দেশ-বিদেশে পরিভ্রমণ করে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি করাতেন। দাদাশ্রী তাঁর জীবদ্দশাতেই পূজ্য ডাঃ নীরুবহেন অমীন (নীরুমা)-কে আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করানোর জ্ঞানসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। দাদাশ্রীর দেহবিলয়ের পর নীরুমা একই ভাবে মুমুক্ষুজনেদের সৎসঙ্গ আর আত্মজ্ঞান প্রাপ্তি নিমিত্তভাবে করাতেন। দাদাশ্রী পূজ্য দীপকভাই দেসাইকে সৎসঙ্গ করার সিদ্ধি প্রদান করেছিলেন। নীরুমার উপস্থিতিতেই তাঁর আশীর্বাদে পূজ্য দীপকভাই দেশ-বিদেশে অনেক জায়গায় গিয়ে মুমুক্ষুদের আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত করাতেন যা নীরুমার দেহবিলয়ের পর আজও চলছে। এই আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পর হাজার হাজার মুমুক্ষু সংসারে থেকে, সমস্ত দায়িত্ব পালন করেও আত্মরমণতার অনুভব করে থাকেন।

পুস্তকে মুদ্রিত বাণী মোক্ষলাভার্থীর পথপ্রদর্শক হিসাবে অত্যন্ত উপযোগী সিদ্ধ হবে, কিন্তু মোক্ষলাভ-এর জন্য আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া অপরিহার্য্য। অক্রম মার্গের দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্তির পথ আজও উন্মুক্ত আছে। যেমন প্রজ্বলিত প্রদীপই শুধু পারে অন্য প্রদীপকে প্রজ্বলিত করতে, তেমনই প্রত্যক্ষ আত্মজ্ঞানীর কাছে আত্মজ্ঞান লাভ করলে তবেই নিজের আত্মা জাগৃত হতে পারে।

নিবেদন

জ্ঞানী পুরুষ পরমপূজ্য দাদা ভগবানের শ্রীমুখ থেকে অধ্যাত্ম তথা ব্যবহার জ্ঞানের সম্বন্ধীয় যে বাণী নির্গত হয়েছিল, তা রেকর্ড করে সংকলন তথা সম্পাদনা করে পুস্তক রূপে প্রকাশিত করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ের উপরে নির্গত সরস্বতীর অদ্‌ভুত সংকলন এই পুস্তকে হয়েছে, যা নব পাঠকদের জন্য বরদান রূপে সিদ্ধ হবে।

প্রস্তুত অনুবাদে এ বিশেষ ধ্যান রাখা হয়েছে যে পাঠকদের দাদাজীরই বাণী শুনছেন, এমন অনুভব হয়, যার জন্য হয়তো কোন জায়গায় অনুবাদের বাক্য রচনা বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে ত্রুটিপূর্ণ মনে হতে পারে, কিন্তু সেই স্থলে অন্তর্নিহিত ভাবকে উপলব্ধি করে পড়লে অধিক লাভ-দায়ক হবে।

প্রস্তুত পুস্তকে অনেক জায়গায় কোষ্টকে দেওয়া শব্দ বা বাক্য পরম পূজ্য দাদাশ্রী দ্বারা বলা বাক্যকে অধিক স্পষ্টতাপূর্বক বোঝানোর জন্য লেখা হয়েছে। যখন কি কোন জায়গায় ইংরেজি শব্দকে বাংলা অর্থ রূপে রাখা হয়েছে। দাদাশ্রীর শ্রীমুখ থেকে নির্গত কিছু গুজরাটি শব্দ যেমন তেমনই *ইটালিক্সে* রাখা হয়েছ, কারণ এই সব শব্দের জন্য বাংলায় এমন কোন শব্দ নেই, যে এর পূর্ণ অর্থ দিতে পারে। তবুও এইসব শব্দের সমানার্থী শব্দ অর্থ রূপে কোষ্ঠকে দেওয়া হয়েছে।

জ্ঞানীর বাণীকে বাংলা ভাষায় যথার্থ রূপে অনুবাদিত করার প্রযত্ন করা হয়েছে কিন্তু দাদাশ্রীর আত্মজ্ঞানের সঠিক আশয়, যেমনকার তেমন, আপনাদের গুজরাটি ভাষাতেই অবগত হতে পারে। যিনি জ্ঞানের গভীরে যেতে চান, জ্ঞানের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে চান, সে এর জন্য গুজরাটি ভাষা শিখে নেবেন, এটাই আমাদের বিনম্র অনুরোধ।

অনুবাদ সম্পর্কিত অসম্পূর্ণতার জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থী।

*****

সম্পাদকীয়

"আনহকের বিষয় নরকে নিয়ে যাবে।"

"আনহকের লক্ষ্মী তীর্যচে (পশুযোনিতে) নিয়ে যাবে।" - দাদাশ্রী

সংস্কারী পরিবারে আনহকের বিষয় সম্বন্ধী জাগৃতি অনেক জায়গায় প্রবর্তমান আছে কিন্তু আনহকের লক্ষ্মী সম্বন্ধী জাগৃতি পাওয়া খুব মুস্কিল। হক আর আনহকের লক্ষ্মীর সীমা ই প্রাপ্ত হয় এমন নয়, তাতে ও এই ভয়ঙ্কর কলিকালে!

পরম জ্ঞানী দাদাশ্রী নিজের স্বাদবাদ দেশনা তে আত্মধর্মের সর্বোত্তম শিখরের সব স্পষ্টীকরণ দিয়েছেন, এটাই, নয়, পরন্তু ব্যবহার ধর্মের ও ততটাই উচ্চ স্পষ্টীকরণ দিয়েছেন। যা থেকে নিশ্চয় আর ব্যবহার, এই দুই পাখনা দ্বারা সমানান্তর মোক্ষমার্গে উড়া যায়! এই কালে ব্যবহারে যদি সব থেকে বিশেষ প্রাধান্য মিলেছে তো ও কেবল পয়সাকে! আর সেই পয়সার ব্যবহারে যে পর্যন্ত আদর্শতার প্রাপ্তি না হয়, সে পর্যন্ত ব্যবহার শুদ্ধ মানা হয় না। আর যার ব্যবহার দূষিত হয়েছে, তার নিশ্চয় দূষিত না হয়ে থাকবেই না! সেইজন্য পয়সার সম্পূর্ণ দোষ রহিত ব্যবহারের, এই কাল কে লক্ষ্যে রেখে দাদাশ্রী সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন। আর এমন সম্পূর্ণ দোষ রহিত আর আদর্শ লক্ষ্মী-র ব্যবহার দাদাশ্রীর জীবনে দেখতে পেয়েছেন, মহা মহা পুণ্যবন্তরা!

ধর্মে, ব্যবসাতে, গৃহস্ত জীবনে, লক্ষ্মীর বিষয়ে স্বয়ং শুদ্ধ থেকে দাদাশ্রী সংসার কে এক অভূতপূর্ব আদর্শের দর্শন করিয়েছেন। দাদাশ্রীর সূত্র, 'ব্যবসাতে ধর্ম রাখবে কিন্তু ধর্ম-তে ব্যবসা রাখবে না' এখানে দুটোর ই আদর্শতা খুলে দেখিয়েছেন! দাদাশ্রী নিজের জীবনে নিজের এক্সপেন্স (খরচ) এর জন্য কখনো কারো এক পয়সা ও স্বীকার করেন নি। নিজের পয়সা খরচ করে গ্রামে-গ্রামে সৎসঙ্গ করতে যেতেন, সে হয় ট্রেনে হোক বা প্লেনে হয়! কোটি-কোটি টাকা, সোনার অলংকার, দাদাশ্রীর সামনে ভক্তরা দিয়ে যেতেন কিন্তু দাদাশ্রী সেসব স্পর্শ ও করেন নি। দান করার যাদের খুব

উৎকট ইচ্ছা হত সেই লোকদের লক্ষ্মী সঠিক রাস্তায়, মন্দিরে বা লোকের ভোজন করানোয় ব্যয় করতে সূচিত করতেন । আর সে ও সেই ব্যক্তির নিজের আমদানীর খবর তার থেকে আর তার আত্মীয়দের কাছ থেকে সঠিক ভাবে প্রাপ্ত করার পর, সবার স্বেচ্ছা জেনে, পরে 'হ্যাঁ' বলতেন !

সংসার ব্যবহারে আদর্শ থাকা, সম্পূর্ণ বীতরাগ পুরুষ আজ পর্যন্ত জগত দেখে নি, এমন পুরুষ এই কালে দেখতে পাওয়া গেছে । তাঁহার বীতরাগ বাণী সহজ প্রাপ্ত হয়েছে । ব্যবহারিক জীবনে নির্বাহের জন্য লক্ষ্মী প্রাপ্তি অনিবার্য, তা সে চাকরি করে বা ব্যবসা করে নয়তো অন্য ভাবে হয়, কিন্তু কলিযুগে ব্যবসা করতে থেকেও বীতরাগের পথে কিভাবে চলা যায়, তার নির্ভুল মার্গ দাদাশ্রী নিজের অনুভবের নিষ্কর্ষ দ্বারা প্রকট করেছেন । জগত কখনো দেখা তো দূর শোনেও নি এমন অপ্রতিম অংশীদারির 'রোল' উনি জগত কে দেখিয়েছেন । আদর্শ শব্দ ও এখানে খর্বকায় প্রতীত হয়, কারণ আদর্শ ও তো সামান্য মনুষ্য দ্বারা অনুভবের আধারে স্থির করা প্রমাণ, যখন কি না দাদাশ্রীর জীবন তো অপবাদ রূপে আশ্চর্য !

ব্যবসাতে অংশীদারি ছোট বয়স থেকে, ২২ বছর বয়েস থেকে যাদের সাথে সে অন্ত পর্যন্ত, তাদের সন্তান দের সাথেও আদর্শ ভাবে উনি অংশীদারি করেছেন । কন্ট্রেক্ট-এর ব্যবসায় লাখ-লাখ আমদানী করেন, কিন্তু নিয়ম ওনার এই ছিল যে স্বয়ং নন-মেট্রিক হয়ে চাকরি করে তো কত বেতন পাবে? পাঁচশো অথবা ছয়শো । সেইজন্য সেটকুই পয়সা ঘরে আসতে দিতে হবে বাকী টা ব্যবসাতে রাখতে হবে যাতে লোকসানের সময় কাজে লাগে ! আর সারা জীবন এই নিয়মে সমর্পিত থাকেন ! অংশীদারের ওখানে ছেলে-মেয়ের বিয়ে হয় তার খরচ ও ফিফটী-ফিফিটী পার্টনারশীপে করতেন ! এমন আদর্শ অংশীদারি ওয়ার্ল্ডের কোথায় দেখতে পাওয়া যাবে ?

দাদাশ্রী ব্যবসা আদর্শ রূপে অনুপম ভাবে করেন, তবুও চিত্ত তো আত্মা প্রাপ্তি করাতেই ছিল । ১৯৫৮ এ জ্ঞান প্রাপ্তির পশ্চাতে ও অনেক বছর ব্যবসা চলতে থাকে । কিন্তু স্বয়ং আত্মাতে আর মন-বচন-কায়া, জগত কে আত্মা প্রাপ্তি করানোর হেতু গ্রামে-গ্রামে, সংসারের কোনায়-কোনায় পরিভ্রমণ করতে ব্যতিত করেন । সে কেমন অলৌকিক দৃষ্টি সম্পন্ন যে

জীবনে, ব্যবসা-ব্যবহার আর অধ্যাত্ম দুই-ই 'এট-এ-টাইম' (এক ই সময়) সিদ্ধির শিখরে থেকে সম্ভব হয়েছে ?

লোক সংজ্ঞার প্রাধান্য ই লক্ষ্মী, পয়সা ই একাদশ প্রাণ মানা হয়। সেই প্রাণ সমান পয়সার ব্যবহার জীবনে যা হয়ে যাচ্ছে তার সম্বন্ধে, আসা-যাওয়ার, লাভ-লোকসানের, টিকে থাকা আর পরের অবতারে সাথে নিয়ে যাওয়ার যে মার্মিক সিদ্ধান্ত আছে আর লক্ষ্মী স্পর্শের যে নিয়ম আছে, সেই সব কে, জ্ঞান দ্বারা দেখে আর ব্যবহারে অনুভব করে বাণী দ্বারা যে খুঁটিনাটি প্রাপ্ত হয়েছে ও, 'পয়সার ব্যবহার' এই গ্রন্থ স্বরূপে বিজ্ঞ পাঠকদের জীবনভর সম্যক নির্বাহ করতে সহায়ক হবে, এটাই অভ্যর্থনা।

ডা.নীরুবহন অমীন-এর

জয় সচ্চিদানন্দ।

পয়সার ব্যবহার

(সংক্ষিপ্ত)

[১]

লক্ষ্মীর আসা-যাওয়া !

সারা সংসারে লক্ষ্মী(ধন)-কে ই প্রধানতা দিয়েছে না ! প্রত্যেক কার্যে লক্ষ্মী ই প্রধান, সেইজন্য লক্ষ্মীর প্রতি বেশী প্রীতি আছে। লক্ষ্মীর প্রতি বেশী প্রীতি হওয়াতে ভগবানের প্রতি প্রীতি হবে না। ভগবানের প্রতি প্রীতি হলে লক্ষ্মীর প্রীতি উড়ে যাবে। দুই-এর মধ্যে একের প্রতি প্রীতি থাকবে, হয় তো লক্ষ্মীর প্রতি নয় তো ভগবানের প্রতি। আপনার যা ঠিক মনে হয় সেখানে থাকবেন। লক্ষ্মীর সাথে বিয়ে করলে বিধুর অবশ্য হবেন। আর নারায়ণের সাথে, বিয়ে ও নয় আর বিধুর ও নয়, নিরন্তর আনন্দে রাখে, মুক্তভাবে রাখে।

কথাটা তো বুঝতে হবে কি না ? এই ভাবে শূন্যতা কোথা পর্যন্ত চলবে? আর বাধা ও পছন্দ নয়। এই মনুষ্য দেহ বাঁধা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, শুধু পয়সা কামানোর জন্য নয়। পয়সা কি ভাবে কামাতে হবে ? পরিশ্রম দ্বারা কামাতে হবে কি বুদ্ধি দ্বারা ?

প্রশ্নকর্তা : উভয়।

দাদাশ্রী : যদি পরিশ্রম দ্বারা কামাতে হত তো শ্রমিক দের কাছে অনেক বেশী পয়সা হত। কারণ এই শ্রমিকরাই বেশী পরিশ্রম করে না ! আর পয়সা বুদ্ধি দ্বারা কামাতে হত তো এই সব পন্ডিত আছে ই না ! কিন্তু ওদের তো পিছন দিকের আধা চপ্পল ঘষে যাওয়া হয় ! পয়সা কামানো এ বুদ্ধির খেলা নয় আর না ই পরিশ্রমের পরিণাম। ও তো আপনি পূর্ব জন্মে পুণ্য করেছেন, তার ফল স্বরূপে আপনার প্রাপ্ত হয়। আর লোকসান, যে পাপ করেছিলেন, তার ফল স্বরূপে হয়। লক্ষ্মী, পুণ্য আর পাপের অধীন। সেইজন্য যদি লক্ষ্মী চাই তো আমাদের পুণ্য-পাপের ধ্যান রাখতে হবে।

লক্ষ্মী তো পুণ্যবানের পিছনে ঘুরতে থাকে আর পরিশ্রমী লোক লক্ষ্মীর পিছনে ঘুরতে থাকে। সেইজন্য আমাদের বুঝে নিতে হবে যে পুণ্য হবে তো লক্ষ্মী পিছনে আসবে অন্যথা পরিশ্রমে তো রুটি মেলে, খাওয়া-দাওয়া মেলে, এক-আধ মেয়ে হবে তো বিয়ে হবে। বাকী বিনা পুণ্যে লক্ষ্মী মেলে না।

সেইজন্য বাস্তবিকতা কি বলে যে যদি তুই পুণ্যবান তো কেন ছটপট করছিস ? আর তুই পুণ্যবান না তবেও কেন ছটপট করছিস ?

পুণ্যশালী ও কেমন ? এই অফিসার কে ও অফিস থেকে হন্ত-দন্ত হয়ে বারি ফিরে এলেও তার স্ত্রী কি বলবে, 'দেড় ঘন্টা লেট হয়েছ, কোথায় গিয়েছিলে ?' এ দ্যাখ পুণ্যশালী ! পুণ্যশালীর সাথে কি এমন হয় ? পুণ্যশালীকে একটা ও উল্টা ঢেউ স্পর্শ করে না। বাল্যাবস্থা থেকেই সেই ক্যোয়ালিটী (গুণ) আলাদা হবে। তার অপমানের সংযোগ প্রাপ্ত হয় না। যেখানে যায় সেখানে, 'আসুন, আসুন দাদা' এই ভাবে পালন-পোষন হয়েছে (মান মেলে)। আর এ তো এখানে ধাক্কা খাবে, ওখানে ধাক্কা খাবে (সব জায়গাতে অপমান হয়)। এর কি অর্থ ? ফের পুণ্যের সমাপ্তি হয়ে গেলে যেমন ছিল তেমন ই হয়ে যায়। তুই পুণ্যশালী না তো সারা রাত পট্টি বেঁধে ঘুরবি (বেশী পরিশ্রম করা) তখন ও কি সকালে পঞ্চাশ টাকা পেয়ে যাবি ? সেইজন্য ছটপটাবি না। আর যা কিছু পেয়েছিস তাতেই খেয়ে-দেয়ে পড়ে থাক চুপচাপ।

লক্ষ্মী (ধন) অর্থাৎ পুণ্যশালী লোকদের কাজ। পুণ্যের হিসাব এমন হয় যে, কঠিন পরিশ্রম করে আর কম সে কম মেলে ও খুব ই কম, নাম মাত্রের পুণ্য বলা হয়। শারীরিক পরিশ্রম বেশী করতে হয় না আর বাণীর পরিশ্রম করতে হয়, উকিলদের মত, ও প্রথমের তুলনায় একটু বেশী পুণ্য বলা হয়। আর তার থেকে আগে কি ? বাণীর ঝঞ্ঝাটের বিনা, শরীরে ঝঞ্ঝাটের বিনা, কেবল মানসিক ঝঞ্ঝাটে উপার্জন করে সে অধিক পুণ্যশালী বলা হয়। আর তার থেকেও আগে কি ? সঙ্কল্প করলেই তৈয়ার হয়ে যায়। সঙ্কল্প করে সেটা পরিশ্রম। সঙ্কল্প করে যে দুটো বাংলো, একটা গোদাম, এমন সংকল্প করতেই তৈয়ার হয়ে যায়। সে মহা পুণ্যশালী। সঙ্কল্প করে, এইটুকু পরিশ্রম, ব্যাস। সঙ্কল্প করতে হবে, বিনা সংকল্পে হবে না। এইটুকু পরিশ্রম শুধু লাগে।

সংসার, এ বিনা পরিশ্রমের ফল। সেইজন্য ভোগ, কিন্তু ভোগতেও জানতে হবে। ভগবান বলেছেন যে এই সংসারে যত আবশ্যক জিনিস আছে তাতে যদি তোমার কমতি হয় তখন স্বাভাবিক রূপে দুঃখ হবে। এই সময় বাতাস বন্ধ হয়ে যায় আর দম বন্ধ হয় তো আমরা বলবো যে দুঃখ হয়েছে এদের। দম বন্ধ হওয়ার মত বাতাবরণ হয় তখন দুঃখ বলা হবে। দুপুর হলে দুটো-তিনটে বাজা সময় পর্যন্ত খাবার মেলে না তো আমরা জানবো যে এর দুঃখ আছে কোন। যার ব্যতিরেকে শরীর বাঁচতে পারে না এমন আবশ্যক জিনিস, ও না মেলে তখন সেটা দুঃখ বলা হবে। এই সব তো আছে, বিপুল মাত্রায় আছে, কিন্তু সেসব ভোগে ও না আর অন্য কথায় আটকে আছে। সে ভোগবেই না। কারণ এক মিল মালিক খেতে বসে তখন বত্রিশ রকমের ব্যঞ্জন থাকে কিন্তু ও বেটা, মিলে থাকে। বৌ জিজ্ঞাসা করে, 'ফুলুরি কেমন হয়েছে ?' তখন বলে, 'আমি জানি না। তুই বার-বার জিজ্ঞাসা করবি না।' এমন সব হয় এখানে।

এই জগত তো এমন। তাতে ভোগার লোক ও হয় আর পরিশ্রম করা লোক ও হয়, সব মিলে-মিশে হয়। পরিশ্রম করা জন ভাবে যে এ 'আমি করছি।' ওদের এই অহংকার হয়। যখন কি ভোগা জনের এই অহংকার হয় না। কিন্তু তখন এদের ভোক্তাপনের রস মেলে। পরিশ্রম করা জনকে অহংকারের গর্বরস মেলে।

এক মহাজন আমাকে বলে, 'আমার ছেলেকে কিছু বলুন না, পরিশ্রম করে না। আনন্দে মস্তি করে।' আমি বলি, 'কিছু বলার মত নয়। ও নিজের ভাগের পুণ্য ভুগে যাচ্ছে তাতে আমি কেন দখল দেব ?' তাতে সেই মহাজন আমাকে বলে যে, 'ওকে চালাক বানাবো না ?' আমি বলি, 'সংসারে যে (ভোগ) ভুগে যাচ্ছে তাকে চালাক বলে। বাইরে ফেলে দেয়, তাকে পাগল বলে আর পরিশ্রম করতে থাকে তাকে তো মজদূর বলা হয়।' কিন্তু পরিশ্রম করে তাকে অহংকারের রস মেলে তো ! অচকন (লম্বা কোট) পরে গেলে লোকে, মালিক এসেছে, মালিক এসেছে করে, শুধু এইটুকু ব্যাস। আর ভোগাদের এমন কোন মালিক-আলিক এর চিন্তা হয় না। আমি তো আমার ভুগছি সেইটুকু ঠিক।

জগতের নিয়ম এমন যে, হিন্দুস্থানে যেমন বিনা বাড়তিতে মনুষ্য জন্ম

হবে তেমন লক্ষ্মী বাড়তে থাকবে আর যে বাড়তিওয়ালা হবে তার কাছে টাকা আসতে দেবে না। অর্থাৎ এ তো বিনা-বাড়তির লোকদের লক্ষ্মী প্রাপ্ত হয়েছে, আর টেবিলে খাবার মেলে। কেবল, কিভাবে খেতে হবে, সেটা জানে না।

এই কালের জীবকে ভোলা বলা হয়। কেউ নিয়ে গেলে তখন ও কিছু না। উচ্চ জাত, নীচু জাত কোন পরোয়া নেই। এমন ভোলা সেইজন্য লক্ষ্মী অনেক আসে। লক্ষ্মী তো, যে বেশী জাগৃত হবে তার ই আসবে না। বেশী জাগৃত হয় সে বেশী কষায় করবে। সারা দিন কষায় করতে থাকে। আর এই (ভোলা) তো জাগৃত নয়, কষায় ই নেই না, কোন ঝঞ্ঝাট নেই না! লক্ষ্মী আসে ওখানে, কিন্তু খরচ করতে জানে না। অচেতাবস্থা তে যেতে থাকে সব।

এই ধন যা আছে না বর্তমানে, এই সমস্ত ধন ই অশুদ্ধ। অনেক কম মাত্রায় আসল ধন আছে। দুই ধরনের পুণ্য হয়, এক পাপানুবন্ধী পুণ্য যে অধোগতিতে নিয়ে যায় এমন পুণ্য আর যে উর্ধগতিতে নিয়ে যায় সে পুণ্যনুবন্ধী পুণ্য। এখন এমন ধন খুব কম অবশিষ্ট আছে। বর্তমানে এই টাকা যা বাইরে সব জায়গায় দেখা যায় যে, ও পাপানুবন্ধী পুণ্যের টাকা আর সে নিপট কর্ম বাঁধে আর ভয়ঙ্কর অধোগতিতে নিয়ে যাচ্ছে। পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য কেমন হয়? নিরন্তর অন্তরশান্তির সাথে মান-মর্যাদা হয়, সেখানে ধর্ম থাকে।

আজকের লক্ষ্মী পাপানুবন্ধী পুণ্যের, সেইজন্য সে ক্লেশ করায় এমন হয়, তার থেকে কম আসে তো ঠিক আছে। ঘরে ক্লেশ তো হবে না। আজ যেখানে-যেখানে লক্ষ্মীর প্রবেশ হয় সেখানে ক্লেশের বাতাবরণ ছেয়ে যায়। এক রুটি আর তরকারি হলেও ভাল কিন্তু বত্রিশ প্রকারের ব্যঞ্জন কাজের নয়। এই কালে যদি বিশুদ্ধ লক্ষ্মী আসে তখন এক টাকা ই, অহোহো.. কত সুখ দিয়ে যায়! পুণ্যনুবন্ধী পুণ্য তো ঘরে সবাইকে সুখ-শান্তি দিয়ে যায়, ঘরে সবার ধর্মের ভাবনা ই থাকে।

মুম্বাইতে এক উচ্চ সংস্কারী পরিবারের বোন কে আমি জিজ্ঞাসা করি, 'ঘরে ক্লেশ তো হয়না না? তখন সেই বোন বলে, 'রোজ সকালে ক্লেশের

জল-খাবার হয় !' আমি বলি, 'তাহলে তো তোমার জল-খাবারের পয়সা বেঁচে যায়, না ?' বোন বলে, 'না, তবু ও বের করতে হয়, পাওতে মাখন লাগাতে থাকবে ! তখন ক্লেশ ও হতে থাকে আর জল-খাবার ও চলতে থাকে। আরে, কি ধরনের মানুষ ?!

সর্বদা, যদি লক্ষ্মী নির্মল হয় তো সব ঠিক থাকে, মনে ফুর্তি থাকে । এই লক্ষ্মী অনিষ্ট এসেছে তার থেকে ক্লেশ হয় । আমি ছেলে বেলায় নির্ণয় করেছিলাম যে সম্ভব হয় সেই পর্যন্ত অশুদ্ধ লক্ষ্মী বসতেই দেব না । সেইজন্য আজ ছেষট্টি বছর হওয়াতে ও অশুদ্ধ লক্ষ্মী বসতেই দিই নি, এই কারণে তো ঘরে কোন দিন ক্লেশ উৎপন্ন হয় ই নি । ঘরে ঠিক করেছিলাম যে এতটা পয়সায় ঘর চালাবো । ব্যবসায় লাখের উপার্জন হয়, কিন্তু এই 'প্যাটেল' সার্বিস করতে যায় তো বেতন কি পেত ? খুব বেশী ছয়শো-সাতশো টাকা মিলবে । ব্যবসা, ও তো পুণ্যের খেলা । সেইজন্য চাকরিতে মিলবে ততটুকু পয়সায় ঘরে খরচ করতে পারি, বাকী তো ব্যবসাতেই থাকতে দেওয়া উচিৎ । ইন্‌কম্‌টেক্স ওয়ালাদের কাগজ আসলে আমি বলব যে, এই রকম (টাকা) ছিল ও ভরে দাও । কখন কোন এট্যাক আসবে (মুস্কিল) তার কোন ঠিকানা নেই । আর যদি সেই পয়সা খরচ করে ফেলি আর ইন্‌কম্‌টেক্সওয়ালার এট্যাক আসলে আমাদের এখানে অন্য (হার্ট) 'এট্যাক এসে যাবে । সব জায়গাতে এট্যাক ঢুকে গেছে না ? একে জীবন কিভাবে বলা যায় ? আপনার কি মনে হয় । ভুল মনে হয় কি না ? সেইজন্য আমাদের ভুল শুধরাতে হবে ।

লক্ষ্মী সহজ ভাবে প্রাপ্ত হয় তো হতে দেবে । কিন্তু তার উপরে আধার রাখবে না । আধার রেখে 'শান্তি' তে বসে থাকলে কখন আধার সরে যাবে, ও বলা যায় না । সেইজন্য সামলিয়ে চলবে যে যাতে অশাতা বেদনীয় তে চলায়মান না হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : সুগন্ধীযুক্ত লক্ষ্মী, এ কেমন লক্ষ্মী হয় ?

দাদাশ্রী : ও লক্ষ্মী আমাদের একটুও চিন্তা করায় না । ঘরে শুধু একশো টাকা থাকলেও আমাদের একটুও চিন্তা করায় না । কেউ বলে যে কাল থেকে চিনির কন্ট্রোল (অংঙ্কুশ) হয়ে যাচ্ছে, তবুও মনে চিন্তা হবে না ।

চিন্তা নয়, হায়-হায় নয়। ব্যবহার কেমন সুগন্ধী, বাণী কেমন সুগন্ধী, আর তার পয়সা উপার্জন করার বিচার ই আসে না এমন পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য হবে। পুণ্যানুবন্ধী পুণ্যের লক্ষ্মী হবে তার পয়সা বানানোর ভাবনা ই আসবে না। এ তো সব পাপানুবন্ধী পুণ্যের লক্ষ্মী। একে তো লক্ষ্মী ই বলা যায় না! শুধু পাপের ই ভাবনা আসতে থাকে, 'কিভাবে একত্র করা যায়' এটাই পাপ। বলা হয় যে আগের সময়ে মহাজনদের ওখানে এমন পুণ্যানুবন্ধী পুণ্যের লক্ষ্মী হত। সেই লক্ষ্মী জমা হত, জমা করতে হত না। যখন কি এই লোকদের তো জমা করতে হয়। ও লক্ষ্মী তো সহজ ভাবে এসে যায়। স্বয়ং এমন প্রার্থনা করে যে, 'হে প্রভু! এই রাজলক্ষ্মী আমার স্বপ্নেও চাই না' তবুও সে আসতেই থাকে। সে কি বলে যে আত্মলক্ষ্মী হোক কিন্তু এই রাজলক্ষ্মী আমার স্বপ্নেও না হয়। তবুও সে আসতে থাকে, ও পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য।

আমার ও সংসারে ভাল লাগত না। আমার বৃত্তান্ত ই বলছি না! আমার স্বয়ং কোন জিনিসে রুচি ই আসতো না। পয়সা দেয় তখন ও বোঝা মনে হত। আমার নিজের টাকা দেয় তখন ও ভিতরে বোঝা অনুভব হত। নিয়ে গেলে ও বোঝা লাগে, আনলে ও বোঝা লাগে। সব কথাতেই বোঝা মনে হত, এই জ্ঞান হওয়ার আগে।

প্রশ্নকর্তা : আমার ভাবনা এমন আর ব্যবসাতেও এত মশ্‌গুল থাকি যে লক্ষ্মীর মোহ যায় ই না, তাতেই ডুবে আছি।

দাদাশ্রী : এর পরেও পূর্ণ সন্তোষ হয় তো না! ধর পঁচিশ লাখ জমা করি, পঞ্চাশ লাখ জমা করি, এমন থাকে কি না?!

এমন, পঁচিশ লাখ জমা করতে তো আমি ও পড়তাম কিন্তু হিসাব করে দেখেছি এখানে আয়ুষ্যের এক্সটেনশন মেলে না। শ' এর জায়গায় হাজার বছর বাঁচার হত তো মান ঠিক ছিল যে পরিশ্রম করেছি ও কাজে লাগবে। এ তো আয়ুষ্যের কোন ঠিকানা নেই।

এক স্বসত্তা, অন্যটা পরসত্তা। স্বসত্তা যে যেখানে স্বয়ং পরমাত্মা হতে পারে। যখন কি না পয়সা উপার্জন করার সত্তা আপনার হাতে নেই, ও পরসত্তা, তাহলে পয়সা উপার্জন করা ভাল কি পরমাত্মা হওয়া ভাল? পয়সা কে দেয় ও আমি জানি। পয়সা উপার্জন করার সত্তা নিজের হা তে হলে

ঝগড়া করেও যে কোন জায়গা থেকে নিয়ে আসবে, কিন্তু ও পরসত্তা । সেইজন্য যা কিছুই কর তখন ও কিছু হবার নয় । একজন লোক জিজ্ঞাসা করে যে লক্ষ্মী কার মত হয় ? তখন আমি বলি যে নিদ্রার মত । কারো শুলেই তখনই ঘুম এসে যায় আর কারো সারা রাত এপাশ-ওপাশ করতে থাকলেও ঘুম আসে না, আর কারো তো ঘুম আনার জন্য ঔষধ খেতে হয় । অর্থাৎ এই লক্ষ্মী আপনার সত্তার বিষয় নয়, ও পরসত্তা । আর আমাদের পরসত্তার চিন্তা করার কি প্রয়োজন ?

সেইজন্য আমি আপনাকে বলি যে যতই মাথা-খারাপ (ঝঞ্ঝাট) করবে তাহলেও পয়সা পাবে এমন নয় । ও 'ইট হেপেন্স' (হয়ে যাচ্ছে) । হ্যাঁ, আর আপনি তাতে নিমিত্ত । কোর্টে আসা-যাওয়া সে নিমিত্ত । আপনার মুখ থেকে বাণী বের হয় সেই সব নিমিত্ত । সেইজন্য আপনি এতে বেশী ধ্যান দেবেন না, নিজে নিজেই ধ্যান দেওয়া ই হয়ে যাবে আর তাতে আপনার অসুবিধা হবে, এমন নয় ।

এ তো মনে এমন ভেবে বসেছে যে, আমি না হলে চলবেই না । এই কোর্ট বন্ধ হয়ে যাবে এমন ভেবে বসেছে । কিন্তু এমন কিছু হয় না ।

এই লক্ষ্মী প্রাপ্ত হবার জন্য ও কত সব কারণ একত্র হয় তবে এই লক্ষ্মী প্রাপ্ত হয় এমন । কোন ডাক্তারের বাবার এখানে গলায় কাঁটা আটকে যায় তো ডাক্তার কে বলে যে এত বড় বড় অপারেশন করেছ তো এই কাঁটা বের করে দাও না ! তখন বলবে, 'না, । বের করবো তার আগেই মরে যাবেন ।' অর্থাৎ এতে এতটুকু ও চলবে না । 'এভিডেন্স' জমা হয়েছে, সব ! আমি জ্ঞানী হয়েছি এ তো 'সাইন্টিফিক্ সারকাম্স্টেনশিয়েল এভিডেন্স'-এর আধারে। এই লোকেরা কোটিপতি ও স্বয়ং হন নি । কিন্তু মনে ভাবে যে 'আমি হয়েছি', এতটুকুই ভ্রান্তি, আর জ্ঞানী পুরুষের ভ্রান্তি হয় না । যেমন হয় তেমন বলে দেন যে, 'ভাই এমন হয়েছিল । আমি সুরত-এর স্টেশনে বসে ছিলাম আর এমন হয়ে গেছে ।' আর ওরা ভাবে যে আমি দুই কোটি উপার্জন করেছি আর তিনটে বৌ এনেছি ! কিন্তু এই সব তুমি নিয়ে এসেছ । এ তো তোমার মনে ভেবে বসেছ যে, 'না, আমি করেছি' এতটুকুই । এ ইগোইজম্ (অহংকার) আর সেই ইগোইজম্ কি করে ? সামনের অবতারের জন্য

তোমার কার্যসূচী বানাচ্ছে। এমন অবতারের পরে অবতারের পরিকল্পনা বানাতেই থাকে জীব, সেইজন্য তার অবতারের উপর কখনো বিরাম হয় না। পরিকল্পনা বন্ধ হয়ে যায় তখন তার মোক্ষে যাওয়ার তৈয়ারী হবে।

একটা জীব ও এমন হবে না যে সে সুখ খোঁজে না ! আর তা ও স্থায়ী সুখ খোঁজে। সে এমন ভাবে যে লক্ষ্মীতে সুখ আছে, কিন্তু তাতেও ফের ভিতরে জ্বলন উৎপন্ন হয়। জ্বলন হওয়া আর স্থায়ী সুখ প্রাপ্ত হওয়া সে কোন দিন হতেই পারে না। দুটোই বিরোধাভাসী, এতে মা লক্ষ্মীর দোষ নেই। তার নিজের ই দোষ।

জগতের সমস্ত জিনিস এক দিন অপ্রিয় হয়ে যায়, কিন্তু আত্মা তো নিজের স্বরূপ ই, সেখানে দুঃখ ই হয় না। সংসার তো পয়সা আসতে থাকে তো ও অপ্রিয় হয়ে যায়। কোথায় রাখবে আবার চিন্তা হতে থাকে।

অর্থাৎ পয়সা হলেও দুঃখ, না হলেও দুঃখ, বড় মন্ত্রী ও হয় তখনো দুঃখ, গরীব হয় তখনো দুঃখ। ভিখারী হলেও দুঃখ, বিধবার দুঃখ, সধভার দুঃখ আর সাত পুরুষওয়ালীর দুঃখ। দুঃখ, দুঃখ আর দুঃখ। আহমদাবাদের মহাজনদের ও দুঃখ, কি কারণ হবে এর ?

প্রশ্নকর্তা : ওদের শান্তি নেই।

দাদাশ্রী : এতে সুখ ছিল ই কোথায় ? সুখ ছিলই না এতে। এ তো ভ্রান্তিতে প্রতীত হয়। যেমন কোন মদ্যপ এক হাত নর্দমায় পড়ে আছে তখনো বলে, হ্যাঁ ভিতরে ঠান্ডা অনুভব হচ্ছে। খুব ভাল। ও মদের জন্য মনে হয়। বাকী এতে সুখ হবেই বা কোথায় ? এ তো নিখাদ নোংরা সব !

এই সংসারে সুখ হয় ই না। সুখ হবেই না আর সুখ হত তাহলে তো মুম্বাই এমন হত না। সুখ হই ই না। এ তো ভ্রান্তির সুখ আর সে ও টেম্পোরেরী এড্‌জাস্টমেন্ট শুধু।

ধনের বোঝা রাখার মত নয়। ব্যাঙ্কে জমা হলে শান্তির নিঃশ্বাস পরে, আর চলে গেলে দুঃখ হয়। এই সংসারে কিছুই সন্তোষ নেবার মত নয়, কারণ সব টেম্পোরারী।

মানুষের কেমন দুঃখ হয় ? এক জন লোক আমাকে বলে, যে আমার ব্যাঙ্কে কিছু নেই। একদম খালি হয়ে গেছে। ফতুর হয়ে গেছি। আমি জিজ্ঞাসা করি, 'ঋণ কত ছিল ?' সে বলে, 'ঋণ ছিল না।' তাহলে ফতুর বলে না। ব্যাঙ্কে হাজার-দুই হাজার জমা আছে। আবার আমি বলি, 'ওয়াইফ তো আছে না ?' সে বলে যে ওয়াইফকে থোরাই বেচা যাবে ? আমি বলি, না, কিন্তু তোর তো দুটো চোখ আছে, ও তুই দুই লাখে বেচতে চাস ?' এই চোখ, এই হাত, পা, মাথা এই সব সম্পত্তির তুই দাম তো লাগা। ব্যাঙ্কে পয়সা না হলেও তুই কোটিপতি। তোর কত সব সম্পত্তি আছে, ওসব বেচে দে, চল। এই দুই হাত ও তুই বিক্রি করবি না। অঢেল সম্পত্তি আছে তোর। এই সব কে সম্পত্তি মেনে তোর খুশী হওয়া উচিৎ। পয়সা আসে বা না আসে কিন্তু সময়ে খাবার তো মিলে যাওয়া দরকার।

প্রশ্নকর্তা : জীবনে আর্থিক পরিস্থিতি দুর্বল হয় তো কি করতে হবে ?

দাদাশ্রী : এক বছর বৃষ্টি না হলে কিষান কি বলে যে আমাদের আর্থিক স্থিতি শেষ হয়ে গেছে। এমন বলে কি বলে না ? আবার পরের বছর বৃষ্টি হলে তার শুধরে যায়। অর্থাৎ, আর্থিক স্থিতি দুর্বল হয় তখন ধৈর্য রাখতে হবে। খরচ কম করে দিতে হবে আর যে কোন রাস্তা পরিশ্রম, প্রযত্ন অধিক করতে হবে। অর্থাৎ দুর্বল পরিস্থিতি হলেই এই সব করবে, বাকী পরিস্থিতি ভাল হলে তো গাড়ি নিজে নিজেই চলতে থাকবে।

এই দেহের আবশ্যকতা অনুসারে আহার ই দেওয়ার দরকার হয়, ওর আর কিছু আবশ্যকতা নেই, আর নয় তো ফের এই ত্রিমন্ত্র প্রত্যেক দিন এক ঘন্টা করে বলুন না ! এ বললে আর্থিক পরিস্থিতি শুধরে যাবে। তার উপায় করতে হবে। উপায় কর তাতে শুধরে যাবে। আপনার এই উপায় পছন্দ হবে ?

এই দাদা ভগবানের এক ঘন্টা করে নাম করলে পয়সার বৃষ্টি হবে। কিন্তু এমন করে না তো, বাকী হাজার-হাজার লোকের পয়সা এসেছে। হাজার-হাজার লোকের বাধা চলে গেছে ! 'দাদা ভগবান' এর নাম নেয় আর পয়সা না আসে তখন তো সে 'দাদা' ই নয় ! কিন্তু এই লোকেরা এইভাবে

নাম নেয় না তো, বাড়ি ফিরে !!

লক্ষ্মী তো কেমন ? কামানোতে দুঃখ, সামলাতে দুঃখ, রক্ষণ করতে দুঃখ আর খরচ করতে ও দুঃখ । ঘরে লাখ টাকা আসলে তাকে সামলাতে ঝামেলা হতে থাকে । কোন ব্যাঙ্কে এর সেফসাইড (নিরাপদ) এ খুঁজতে হবে আর আত্মীয়-স্বজনেরা জানতে পারলে তক্ষুনি দৌড়ে আসবে । বন্ধুরা দৌড়ে আসবে, বলতে থাকবে, 'আরে ইয়ার আমার উপরে এতটুকু ও বিশ্বাস নেই ? মাত্র দশ হাজারের দরকার', তখন ফের জবরদস্তী দিতে হয় । এ তো, পয়সার সচ্ছলতা হয় তখনো দুঃখ আর ঘাটতি হয় তখনো দুঃখ । এ তো নর্মাল হয় সেটাই ভাল অন্যথা ফের লক্ষ্মী খরচ করতেও দুঃখ হয় ।

আমাদের লোকেদের তো লক্ষ্মীকে সামলানো আসে না আর ভোগতে ও জানে না । ভোগার সময় বলবে যে এত বেশী দামী ? এত দামী কি করে নেবো ? আরে চুপচাপ ভোগে নে না ! কিন্তু ভোগার সময় ও দুঃখ, কামানোর সময় ও দুঃখ । লোকে অতিষ্ট করে তাতে কামানো, অনেকে তো ধারের পয়সা দেয় না । সেইজন্য কামাতে ও দুঃখ আর সামলাতে ও দুঃখ । সামাল-সামাল করেও ব্যাঙ্কে থাকেই না তো ! ব্যাঙ্ক খাতার নাম ই ক্রেডিট আর ডেবিট, পুরণ (জমা) আর গলন ! লক্ষ্মী যায় তখনো অনেক দুঃখ দেয় !

কত লোকেরা তো ইন্‌কমটেক্স হজম করে বসে থাকে । পঁচিশ-পঁচিশ লাখ দাবিয়ে বসে যায় । কিন্তু তারা জানে না যে সব টাকা যেতে থাকবে । ফের ইন্‌কম্‌টেক্সওয়ালারা নোটিস দেবে তখন টাকা কোথা থেকে বের করবে? এ তো নিখাদ ফাঁদ । এই ভাবে উপরে উঠে যাওয়াদের ও বড় ঝুকিপূর্ণ কিন্তু ওরা জানেই না না ! উল্টে সারা দিন কি ভাবে ইন্‌কম্‌টেক্স বাঁচাবে, এই ধ্যান । সেইজন্যই আমি বলি কি না এরা তো তির্যচ (জানোয়ার গতি)-এর রিটার্ন টিকিট নিয়ে এসেছে !

সারা জগতের পরিশ্রম (ঘানির বলদের মত) তেল বের করে করে ব্যর্থ যায়, ওখানে বলদকে খলি দেয়, যখন কি না এখানে বৌ হান্ডবের (এক ধরনের গুজরাটি খাবার) ঢেলা দেয়, যেন চলে, সারা দিন বলদের মত তেল বের করতে থাকে ।

আহমদাবাদের মহাজন-দের দুটো-দুটো মিল আছে তবুও তার উমস (পীড়ন)-এর এখানে বর্ণনা করা যাবে না এমন। দুটো-দুটো মিল থেকেও সে কখন ফেল হয়ে যাবে এ বলা যায় না। স্কুলে উত্তম শ্রেনীতে পাস হয়েছিল তবু ও এখানে ফেল হয়ে যায়। কারণ সে বেস্ট- ফুলিসনেস শুরু করেছে। 'ডিজঅনেস্টী ইজ দ্যা বেস্ট ফুলিসনেস' ! (অপ্রমাণিকতা সর্বোপরি মূর্খতা) এই ফুলিসনেসের (মূর্খতা)-এর কোন তো সীমা হবে কি না ? অথবা ফের সমস্ত সীমা পার করে বেস্ট পর্যন্ত পৌঁছাবে ? সেইজন্যই আজ বেস্ট ফুলিসনেস পর্যন্ত পৌঁছেছে !

আমি পয়সার হিসাব করেছিলাম। যদি আমরা পয়সা বাড়াতে থাকি তো কোথায় পর্যন্ত পৌঁছাবো ? এই জগতে কারো চিরকাল প্রথম স্থান আসে নি। লোকে বলে 'ফোর্ড-এর নম্বর প্রথম।' কিন্তু চার বছর পরে কোন অন্যের নাম শোনা যায়। অর্থাৎ কারো নম্বর টেকে না। বিনা কারণে এখানে দৌড়াদৌড়ি করে, তার কি অর্থ ? রেসে প্রথম ঘোড়া পুরস্কার পায়, দ্বিতীয়-তৃতীয় কিছু পায় আর চতুর্থ তো দৌড়ে-দৌড়েই মরে যায়, মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে যায়। আমি বলি, 'এই রেসকোর্সে আমি কেন নামবো ?' তখন তো এই লোকেরা তো আমাকে চতুর্থ, পঞ্চম, দ্বাদশ বা একশোতম নম্বর দেবে ! তাহলে ফের, আমি কিসের জন্য দৌড়ে-দৌড়ে মরি ? ফেনা বেরোবে না ? প্রথম আসার জন্য দৌড়াব আর আসব দ্বাদশ, ফের কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করবে না। তোমার কেমন লাগছে ?

লক্ষ্মী লিমিটেড আর লোকের চাহিদা 'আনলিমিটেড !'

কারো বিষয়ের অটকন (মুর্ছা রূপী বাঁধা) থাকে, কারো মানের অটকন পড়ে থাকে, এমন না-না ধরনের অটকন পড়ে থাকে। অর্থাৎ এইভাবে পয়সার অটকন পড়ে থাকে, সেইজন্য সকালে ওঠে তখন থেকেই পয়সার ধ্যান থাকে ! এটাও বড় অটকন বলা হয়।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু পয়সা ছাড়া চলেই তো না !

দাদাশ্রী : চলে না, কিন্তু পয়সা কিভাবে আসে এ লোকে জানে না আর পিছনে দৌড়াদৌড়ি করে। পয়সা তো ঘামের মত আসে। যেমন কারো

ঘাম বেশী হয় আর কারো কম হয় কিন্তু ঘাম না হয়ে থাকেই না, এই ভাবে এই পয়সা লোকের আসতেই থাকে !

আমার তো মূলতঃ পয়সার অটকন ই ছিল না। বাইশ বছরের ছিলাম তখন থেকেই আমি ব্যবসা করে আসছি তবুও আমার ঘরে আসা লোকেরা আমার ব্যবসার কিছু জানতোই না। উল্টে আমি ওদের জিজ্ঞাসা করতাম 'আপনার কি বাঁধা আছে ?'

পয়সা তো মনে পরে তাতেও অনেক ঝুঁকি, তখন পয়সার ভজনা করা তার থেকে কত বড় ঝুঁকি হবে ?

মনুষ্য এক জায়গায় ভজনা (পূজা) করতে পারে, হয় তো পয়সার ভজনা করতে পারে নয় তো আত্মার। দুই জায়গায় এক জন মানুষের উপযোগ থাকে না। দুই জায়গায় উপযোগ কিভাবে থাকবে ? এক জায়গাতেই উপযোগ থাকবে। এর এখন কি করবে ?

একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। এমনি লাখপতি ছিল, আমার থেকে পনেরো বছরের বড়, কিন্তু আমার সঙ্গে ওঠা-বসা করতো। সেই ব্যবসায়ীকে কে আমি এক দিন জিজ্ঞাসা করি যে, 'দাদা, এই ছেলেরা সবাই কোট-পেন্ট পড়ে ঘোরে আর আপনি এক এতটুকু ধুতি, সে ও দুই হাটু খোলা দেখায় এমন কেন পরেন ?' সেই ব্যবসায়ী মন্দির দর্শন করতে যায় তখন এমন ল্যাংটো দেখায়। এতটুকু ধুতি সে ল্যাংগোট পরছে এমন লাগে। এতটুকু বন্ডি আর সাদা টুপী, আর দর্শন করতে দৌড়াদৌড়ি করে যায়। আমি বলি যে, 'আমার মনে হচ্ছে যে এই সব সঙ্গে নিয়ে যাবেন ?' তখন আমাকে বলে যে, নিয়ে যেতে পারবো না অম্বালালভাই, সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবো না !' আমি বলি, 'আপনি তো বুদ্ধিমান, আমরা পার্টিদারদের বুদ্ধি কোথায় আর আপনারা তো বুদ্ধিমান জাত , কিছু খুঁজে বের করেছেন হয়তো !' তো বলতে থাকে যে, 'কেউ নিয়ে যেতে পারে না।' আবার ওর ছেলেকে জিজ্ঞাসা করি যে, 'বাবা তো এমন বলছেন', তখন সে বলে যে, 'এ তো ভাল হয়েছে যে সাথে নিয়ে যেতে পারবে না। যদি সাথে নিয়ে যেতে পারতো তো বাবা তিন লাখের ঋণ আমার মাথায় রেখে যাবে এমন ! আমার

বাবা তো খুব পাকা। সেই জন্য নিয়ে যেতে পারবে না, এটাই ভাল, নাহলে বাবা তো তিন লাখের ঋণ রেখে আমাদের পথে বসিয়ে রাখতো। আমার তো কোট-পেন্ট ও পরার জন্য থাকতো না। যদি সাথে নিয়ে যেতে পারতো না তো আমার কাজ তামাম করে দেবে, এমন পাকা!'

প্রশ্নকর্তা : মুম্বাই-এর ব্যবসায়ী দুই নম্বরের পয়সা জমা করে তার কি ইফেক্ট হবে ?

দাদাশ্রী : তাতে কর্মের বন্ধন পড়ে। ও তো দুই নম্বরী বা এক নম্বরী হয়, ভাল-খারাপ পয়সা সব কর্মের বন্ধন ফেলে। কর্মবন্ধন তো এমনি ও পড়ে। যখন পর্যন্ত আত্মজ্ঞান হয় না সে পর্যন্ত কর্মবন্ধন পড়ে। আরো কিছু জিজ্ঞাসা করবে ? দুই নম্বরী পয়সা থেকে খারাপ বন্ধন পড়ে। এতে জানোয়ার গতিতে যেতে হয়, পশুযোনিতে যেতে হয়।

প্রশ্নকর্তা : এই লোকেরা পয়সার পিছনে পড়ে আছে তো সন্তোষ কেন রাখে না ?

দাদাশ্রী : আমাকে কেউ বলে যে সন্তোষ রাখবে তখন আমি বলি যে ভাই, আপনি কেন রাখেন না আর আমাকে বলছেন ? বস্তুস্থিতিতে সন্তোষ রাখতে পারা যায় এমন নয়। তাতেও কেউ বলার পরে থাকবে এমন নয়। যত জ্ঞান হবে সেই মাত্রায় নিজে নিজেই স্বাভাবিক রূপে সন্তোষ থাকবেই। সন্তোষ এ করার মত জিনিস নয়, ও তো পরিণাম। যেমন আপনি পরীক্ষা দিয়েছেন তেমন পরিণাম আসবে। সেই ভাবে যত জ্ঞান হবে তার পরিণাম রূপে ততটা সন্তোষ থাকবে। সন্তোষ থাকে সেইজন্য তো এই লোকেরা এত সব পরিশ্রম করে! দ্যাখ না, পায়খানায় বসেও দুটো কাজ করে, সেখানে বসে দাড়ি ও কামায়! এত সব লোভ হয়! এ তো সব ইন্ডিয়ান পাঁজল বলা হয়!

কত উকিল তো পায়খানায় বসে দাড়ি কামায় আর এক জনের স্ত্রী আমাকে বলে যে আমাদের সাথে কথা বলার ও সময় নেই। তবে এ কেমন একান্তিক হয়ে গেছে ? এক ই দিকে, এক ই কোনা আর ফের ও দৌড়-ভাগ

হয় এমন ! এখানে পয়সা কামায় আর ওখানে গিয়ে ফেলে আসে । নিন ! এখানে গাই দুইয়ে ওখানে গাধাকে খাইয়ে দেয় ।

এই কলিযুগে পয়সার লোভ করে নিজের অবতার (জন্ম) খারাপ করে আর মনুষ্যপনে রৌদ্রধ্যান-আর্তধ্যান হতেই থাকে, এতে মনুষ্যপন চলে যায়। বড়-বড় রাজ্য ভোগ করে এসেছে । এ কোন ভিক্ষুক ছিল না, কিন্তু এখন মন ভিক্ষুক যেমন হয়ে গেছে । সেইজন্য এই চাই আর ওই চাই হতে থাকে। অন্যথা যার মন সন্তুষ্ট হয়ে গেছে তাকে কিছু না দিলেও রাজশ্রী হয় । পয়সা এমন জিনিস যে মানুষ কে লোভের প্রতি দৃষ্টি করায় । লক্ষ্মী তো বৈর বাড়ানোর জিনিস । তার থেকে যত দূরে থাকতে পার ততই উত্তম আর (লক্ষ্মী) খরচ হওয়াতে ভাল কাজে খরচ হয়ে যায় তো ভাল কথা ।

পয়সা তো যত আসার আছে ততই আসবে । ধর্মে পড় তখন ও ততই আসবে আর অধর্মে পড় তখনো ততই আসবে । কিন্তু অধর্মে পড়লে দুরুপযোগ হবে আর দুঃখী হবে, আর এই র্ধমে সদুপযোগ হবে আর সুখী হবে আর মোক্ষে যেতে পারবে, সেটা মুনাফাতে । বাকী পয়সা তো ততটাই আসবে ।

পয়সার জন্য চিন্তা করা এ এক খারাপ অভ্যাস, ও কিভাবে খারাপ অভ্যাস ? যে একজন লোকের খুব জ্বর হওয়াতে আমরা তাকে ভাপ দিয়ে জ্বর নামাই । ভাপ দিলে ঘাম বেশী হয়ে যায় এমন ফের প্রত্যেক দিন ভাপ দিয়ে ঘাম বের করতে থাকলে স্থিতি কি হবে ? সে জানে যে এই ভাবে এক দিন আমার খুব বেশী ফায়দা হয়েছিল, আমার শরীর হালকা হয়ে গিয়েছিল, সেইজন্য এখন প্রত্যেক দিনের অভ্যাস করতে হবে । প্রত্যেক দিন ভাপ নেয় আর ঘাম বের করে তো কি হবে ?

লক্ষ্মী তো বাই-প্রোডাক্ট । যেমন, আমাদের হাত ভাল থাকবে কি পা ভাল থাকবে কি তার রাত-দিন চিন্তা করতে হয় ? না, কেন ? কি আমাদের হাত-পায়ের দরকার নেই ? আছে, কিন্তু তার চিন্তা করতে হয় না । সেইভাবে লক্ষ্মীর চিন্তা করবে না । যেমন কি আমাদের হাতে ব্যথা হচ্ছে তখন তার মেরামত (চিকিৎসা) সেইটুকু চিন্তা করতে হয়, এমন ই কখনো চিন্তা করতে

হয় তো সেই সময়ের জন্যই, পরে চিন্তা করবে না, অন্য ঝামেলায় পড়বে না। লক্ষ্মীর স্বতন্ত্র ধ্যান করতে হয় কি ? লক্ষ্মীর ধ্যান একদিকে হয় তো অন্যদিকে অন্য ধ্যান হারিয়ে যায়। স্বতন্ত্র ধ্যানে তো, লক্ষ্মী ই নয় পরন্তু স্ত্রীর ধ্যানে ও নামতে হয় না। স্ত্রীর ধ্যানে নামলে পরে স্ত্রীর সমান হয়ে যায় ! লক্ষ্মীর ধ্যানে নামলে চঞ্চল হয়ে যায়। লক্ষ্মী ঘুরে-বেড়ায় আর ধ্যান করা জন ও ঘুরে-বেড়ায় ! লক্ষ্মী তো সব জায়গায় ঘুরে-বেড়াতে থাকে নিরন্তর, এভাবে সে ও নিজে সব জায়গায় ঘুরে-বেড়াতে থাকে। লক্ষ্মীর ধ্যান ই করতে হয় না। ও তো বড় থেকে বড় রৌদ্রধ্যান, ও আর্তধ্যান নয়, রৌদ্রধ্যান ! কারণ নিজের ঘরে খাবার-দাবার আছে, সবকিছু আছে, তবুও লক্ষ্মীর বেশী আশা রাখে, অর্থাৎ ততটা অন্য জায়গায় কম হবে। অন্যের ওখানে কম হয়, এমন বিশ্বাস ভঙ্গ করবে না। অন্যথা আপনি দোষী ! নিজে নিজেই সহজে আসে তার দোষী আপনি নন ! সহজ তো পাঁচ লাখ আসে বা পঞ্চাশ লাখ আসে। কিন্তু আবার আসার পরে লক্ষ্মী কে ধরে রাখতে নেই। লক্ষ্মী তো কি বলে ? আমকে ধরে রাখবে না, যত এসেছে তত দিয়ে দাও।

ধনের অন্তরায় কখন পর্যন্ত ? যখন পর্যন্ত উপার্জন করার ইচ্ছা হয় সে পর্যন্ত। ধনের প্রতি অলক্ষ্য হয় তো অনেক আসে।

কি খাবার দরকার হয় না ? পায়খানায় যাওয়ার দরকার নেই ? তেমন ই লক্ষ্মীর ও দরকার আছে। পায়খানা, যেমন মনে করে বিনা হয়, তেমন লক্ষ্মী ও মনে না করলে ও আসে।

এক জমিদার আমার কাছে আসে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে 'জীবন যাপন করার জন্য কত চাই ? আমার বাড়িতে হাজার বিঘা জমি আছে, বাংলো আছে, দুটো কার আছে আর ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স ও যথেষ্ঠ আছে। তো আমি কত রাখবো ?'

আমি বলি, 'দ্যাখ ভাই, প্রত্যেকের আবশ্যকতা কত হওয়া উচিৎ তার আন্দাজ, তার (নিজের) জন্মের সময় কি মান-মর্যাদা ছিল, সেই আন্দাজে সারা জীবনের জন্য তুই পরিমাণ নিশ্চিত কর। সেটাই আসল নিয়ম। এ তো সব এক্সেসে (মাত্রাধিক্য) হয়ে যায় আর এক্সেস তো বিষ, মরে যাবে !'

প্রত্যেক মানুষের নিজের ঘরে আনন্দ হয়। কুঁড়ে ঘরের লোকের বাংলোতে আনন্দ হয় না আর বাংলোর লোকের কুঁড়ে ঘরে আনন্দ হয় না। তার কারণ আছে, তার বুদ্ধির আশয়। যে বুদ্ধির আশয়ে যেমন ভরে এনেছে তেমন ই তাকে মেলে। বুদ্ধির আশয়ে যা ভরা আছে তার দুটো ছবি বের হয় : (১) পাপফল আর (২) প্যুণ্যফল। বুদ্ধির আশয় কে প্রত্যেকে বিভাজন করেছে তখন ১০০ প্রতিশত এর মধ্যে অধিকাংশ প্রতিশত মোটর, বাংলো, ছেলে-মেয়ে আর বৌ, এই সবের জন্য ভরেছে। তখন এই সব প্রাপ্ত করতে পুণ্য খরচ হয়ে গেছে আর ধর্মের জন্য মুস্কিলে এক বা দুই প্রতিশত ই বুদ্ধির আশয় ভরেছে।

বুদ্ধির আশয়ে লক্ষ্মী প্রাপ্ত করতে হবে, এমন ভরে এনেছে। তখন তার পুণ্য খরচ হয় তো লক্ষ্মীর ঢেরের উপর ঢের জমে। দ্বিতীয় (ব্যক্তি) বুদ্ধির আশয়ে লক্ষ্মী প্রাপ্ত করতে হবে এমন নিয়ে তো এসেছে কিন্তু তাতে পুণ্য কাজে আসার বদলে পাপফল সামনে আসে। সেইজন্য লক্ষ্মী মুখ ই দেখায় না। এ তো এত স্পষ্ট হিসাব যে কারো এতটুকু ও চলে এমন নয়। তখন এই অভাগা মেনে নেয় যে আমি দশ লাখ টাকা কামিয়েছি। আরে, এ তো পুণ্য খরচ হয়েছে আর সে ও উল্টো রাস্তায়। তার বদলে তোর বুদ্ধির আশয় বদল কর। ধর্মের জন্যই বুদ্ধির আশয় বাঁধার যোগ্য। এই জড় বস্তু সব মোটর, বাংলো, রেডিও এই সবের ভজনা করে তার জন্যই বুদ্ধির আশয়, বাঁধার যোগ্য নয়। ধর্মের জন্য ই, আত্মধর্মের জন্য ই বুদ্ধি আশয় রাখবে। বর্তমানে আপনার যা প্রাপ্ত হয়েছে সে যদিও হয়, কিন্তু এখন তো আশয় বদল করে কেবল সম্পূর্ণ শত-প্রতিশত ধর্ম্মের জন্যই রাখবে।

আমি নিজের বুদ্ধির আশয়ে শত-প্রতিশত ধর্ম আর জগত কল্যাণের ভাবনা এনেছি। অন্য কোন জায়গায় আমার পুণ্য খরচ ই হয় নি। পয়সা, মোটর, বাংলা, ছেলে, মেয়ে, কিছুতেই নেই।

আমাকে যে যে সাক্ষাৎ করেছে আর জ্ঞান নিয়ে গেছে, ওরা দুই-পাঁচ প্রতিশত ধর্মের জন্য-মুক্তির জন্য ঢেলেছিল, তাই আমি (দাদাজী) মিলেছি। আমি শত প্রতিশত ধর্মে ঢেলেছি, সেইজন্য সব জায়গা থেকেই আমাকে ধর্মের জন্য 'নো অব্জেক্শন সার্টিফিকেট' প্রাপ্ত হয়েছে।

কোন বাইরের লোক আমার কাছে ব্যবহারে উপদেশ নিতে আসে যে 'আমি এত মাথাখারাপ (ঝঞ্ঝাট) করি কিন্তু কোন পরিণাম বের হয় না ।" তখন আমি বলি, 'এখন তোর পাপের উদয় আছে । সেইজন্য কারো থেকে ধারে টাকা আনবি তো রাস্তায় তোর পকেট কেটে যাবে । এখন তুই ঘরে বসে আরামে যা কিছু শাস্ত্র পড়ার ও সব পড় আর ভগবানে নাম কর ।'

পাপের পূরণ করে (বীজ রোপন করে), ও যখন গলন হবে (ফল আসবে) তখন জানতে পারবি ! তখন তোর হুস উড়ে যাবে ! অগ্নির উপরে বসে আছিস এমন লাগবে !! পুণ্যের পূরণ করবি তখন জানতে পারবি যে কোন অনাবিল আনন্দ আসে । সেইজন্য যার ই পূরণ করবে ও বুঝে-শুনে করবে, যে গলন হওয়ার সময় পরিণাম কি আসে । পূরণ করার সময় নিরন্তর সতর্ক থাকবে, পাপ করার সময়, কাউকে ঠকিয়ে পয়সা জমা করার সময়, সর্বদা ধ্যান রাখবে যে সে ও গলন হবার । সেই পয়সা ব্যাঙ্কে রাখবে তাতেও সে চলে যাবার তো হয় ই । তার ও গলন তো হবেই । আর সেই পয়সা জমা করার সময় যে পাপ করেছ, যে রৌদ্রধ্যান করেছ, সে তার ধারার সাথে আসবে ও অতিরিক্ত, যখন তার গলন হবে তখন তোর কি অবস্থা হবে ?

প্রকৃতি কি বলে ? সে কত পয়সা খরচ করেছে ও আমার এখানে দেখা হয় না । এখানে তো, বেদনীয় কর্ম কি ভুগেছে ? শাতা না অশাতা, ততটাই আমার এখানে দেখা হয় । টাকা না হলেও শাতা ভুগবে আর টাকা হলেও অশাতা ভুগবে । অর্থাৎ ও যে শাতা বা অশাতা বেদনীয় কর্ম ভোগে, তার টাকার উপর আধার থাকে না ।

এখন আপনার কম আমদানী হয়, একদম শান্তি আছে, কোন ঝঞ্ঝাট না হয়, তখন বলবে যে, 'চল, ভগবানের দর্শন করে আসি !' আর এই সব, যে পয়সা কামাতে থাকে, সে এগারো লাখ কামাই করে তাতে অসুবিধা নেই, কিন্তু এখন পঞ্চাশ হাজার লোকসান হলে অশাতা বেদনীয় দাঁড়িয়ে যাবে । 'আরে, এগারো লাখ থেকে পঞ্চাশ হাজার কম করে দে না !' তখন বলবে যে 'না, সে তো তাতে *রকম* (টাকা) কম হয়ে যাবে না !' তখন, রকম তুই কাকে কাকে বলিস ? কোথা থেকে এসেছে এই রকম ? ও তো দায়িত্বের

রকম ছিল, সেইজন্য কম হলে চেঁচাবে না। রকম বাড়লে তুই খুশী হবি আর কম হলে ? আরে, আসল পুঁজি 'ভিতরে' পড়ে আছে, তাকে কেন হার্ট 'ফেইল' করে সমস্ত পুঁজি বরবাদ করাতে লেগে আছিস ! হার্ট 'ফেইল' হলে তো সমস্ত পুঁজি শেষ হয়ে যাবে কি না ?

দশ লাখ টাকা বাবা ছেলেকে দেয় আর বাবা বলে যে 'এখন আমি আধ্যাত্মিক জীবন কাটাবো !' তখন সেই ছেলে রোজ মদে, মাংসাহারে, শেয়ার বাজারে, এই সবে সে পয়সা উড়িয়ে দেয়। কারণ যে টাকা খারাপ রাস্তায় জমা হয়েছে, ও নিজের কাছে থাকবে না। আজকাল তো খাটি টাকাও, কষ্ট করে উপার্জন করা টাকাও থাকে না, তো অশুদ্ধ টাকা কি করে থাকবে ? অর্থাৎ পুণ্যের ধন হতে হবে, যাতে অপ্রমানিকতা না হয়, নিয়ত পরিস্কার হয়, এমন ধন হয় তবেই সে সুখ দেবে। অন্যথা এখন দুষম কালের ধন, সে ও পুণ্যের বলা হয়, কিন্তু পাপানুবন্ধী পুণ্য, যে নিখাদ পাপ ই বাঁধবে!

এক মিনিট ও যেখানে থাকা যায় না, এমন এই সংসার ! জবরদস্ত পুণ্য থাকা সত্তেও ভিতরে অন্তরদাহ শান্ত হয় না, অন্তরদাহ নিরন্তর জ্বলতেই থাকে ! চতুর্দিক থেকে সব ফার্স্ট ক্লাস সংযোগ হওয়ার পরেও অন্তরদাহ চলে, সে সব কিভাবে ঘুচবে ? পুণ্য ও শেষে সমাপ্ত হয়ে যায়। জগতের নিয়ম আছে যে পুণ্যের সমাপ্ত হলে পাপের উদয় হবে। এ তো অন্তর দাহ। পাপের উদয়ের সময়ে যখন বাইরের দাহ জন্ম হবে সেই সময় তোর কি দশা হবে ? সেইজন্য সামলে যাও, এমন ভগবান বলেন।

এ তো পূরণ-গলন স্বভাবের। যত পূরণ হয়েছে ততটা আবার গলন হবেই। আর গলন না হলে তখন ও মুস্কিল হয়ে যায়। কিন্তু গলন হয় ততটা আবার খাওয়া হয়। এই শ্বাস নাও ও পূরণ করলে আর নিঃশ্বাস ছাড়লে সে গলন। সব পূরন-গলন স্বভাবের, সেই জন্য আমি অনুসন্ধান করেছি যে 'অভাব নয় আর প্রাচুর্য ও নয় ! আমার সব সময় লক্ষ্মীর অভাব ও নেই আর প্রাচুর্য ও নেই !' অভাবের-রা, শুকিয়ে যায় আর প্রাচুর্যের-রা ফুলে যায়। প্রাচুর্য মানে কি ? যে লক্ষ্মী দুই-তিন বছর পর্যন্ত নড়েই না। মা লক্ষ্মী তো সচল ভাল, অন্যথা দুঃখদায়ী হয়ে যায়।

আমার কখনো অভাব হয় নি আর না ই প্রাচুর্য হয়েছে। লাখ আসার আগে তো কোথাও না কোথাও থেকে বোম আসে আর সেখানে খরচ হয়ে যায় সেইজন্য প্রাচুর্য তো হয় ই না কখনো, আর অভাব ও হয় নি।

প্রশ্নকর্তা : লক্ষ্মী কেন কম হয়ে যায় ?

দাদাশ্রী : চুরি থেকে। যেখানে মন-বচন-কায়া থেকে চুরি হয় না সেখানে লক্ষ্মী কৃপা করেন। লক্ষ্মীর অন্তরায় চুরিতে হয়। ট্রিক (চালাকি) আর লক্ষ্মীর শত্রুতা আছে। স্থূল চুরি বন্ধ হলে তো উঁচু জাতে জন্ম হবে, কিন্তু সূক্ষ্ম চুরি অর্থাৎ ট্রিক করে ও তো হার্ড (ভারী) রৌদ্রধ্যান আর তার পরিণাম নরক গতি। এই কাপড় টেনে দেয় ও হার্ড রৌদ্রধ্যান। ট্রিক তো হওয়া ই উচিৎ নয়। ট্রিক করা কাকে বলে ? 'খুব উৎকৃষ্ট জিনিস' বলে ভেজাল জিনিস দিয়ে খুশী হয়। আর যদি আমরা বলি যে, কি কেউ এমন করে কখনো ? তখন সে বলবে যে, 'ও তো এমন ই করতে হয়।' কিন্তু প্রমানিকতার ইচ্ছুক-রা কি বলা উচিৎ যে 'আমার ইচ্ছা তো ভাল জিনিস দেওয়ার, কিন্তু জিনিস এমন আছে, চাই তো নিয়ে যাও।' এইটুকু বললে দায়িত্ব আমাদের থাকে না !

অর্থাৎ এই সব কোথা পর্যন্ত প্রামাণিক ? যে যেখান পর্যন্ত কালো বাজারের অধিকার তার প্রাপ্ত হয় নি।

প্রশ্নকর্তা : লক্ষ্মী কত মাত্রায় কামানো উচিৎ ?

দাদাশ্রী : এমন কিছু নেই। সকালে প্রত্যেক দিন স্নান করতে হয় না? তখন কি কেউ ভাবে যে এক ঘটি (জল) ই পাবো তো কি করব ? এই ভাবে লক্ষ্মীর চিন্তা আসা উচিৎ না। দেড় বাল্টি পাবে ততটা নিশ্চিত ই হয় আর দুই ঘটি এ ও নিশ্চিত। তাতে কেউ কম-বেশী করতে পারে না সেইজন্য মন-বচন-কায়া দ্বারা তুই প্রযত্ন করবি, ইচ্ছা করবি না, এই লক্ষ্মী তো ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স, সেইজন্য ব্যাঙ্কে জমা থাকলে তবে পাবেই তো ? কেউ লক্ষ্মীর ইচ্ছা করে তখন মা লক্ষ্মী বলবে যে 'তোর এই জুলাইতে পয়সা আসার ছিল, কিন্তু এখন এ সামনের জুলাই তে পাবে।' আর যদি বলে যে, 'আমার পয়সা চাই

না' তখন সে ও বড় পাপ। মা ক্ষমীর তিরস্কার ও নয় আর ইচ্ছা ও করতে হয় না। তাঁকে তো নমস্কার করতে হয়। তাঁর তো বিনয় রাখতে হয়, কারণ সে তো হেড অফিসে আছে। মা লক্ষ্মী তো তার (ব্যক্তির) টাইম, কাল পূর্ণ হলে আসবেই। এ তো ইচ্ছা থেকে অন্তরায় পড়ে। মা লক্ষ্মী তো বলেন যে, 'যে সময় যে গলিতে থাকতে হয় সেই সময় ই থাকতে হবে, আর আমি সময়-সময়ে পাঠিয়ে দিই। তোর প্রত্যেক ড্রাফট ইত্যাদি সব সময়ে এসে যাবে, কিন্তু আমার ইচ্ছা করবি না। কারণ নিয়ম মত হলে, তাকে সুদ সমেত পাঠিয়ে দিই। যে ইচ্ছা করে না তাকে সময়ে পাঠিয়ে দিই।' দ্বিতীয়, মা লক্ষ্মী কি বলে ? তোর মোক্ষে যেতে হলে হকের লক্ষ্মী পাবি সেটাই নিবি, কাউকে ঠকিয়ে, ছল করে, নিবি না।

মা লক্ষ্মী যখন আমাকে মেলে, তখন আমি ওকে বলে দিই যে বড়োদায় 'মামা কি পোল' (পাড়া) আর ষষ্ঠ ঘর, যখন সুবিধা হয় আসবে আর যখন যেতে হয় চলে যাবে। আপনার ই ঘর, আসবে। আমি বিনয় ত্যাগ করি না।

দ্বিতীয় কথা, মা লক্ষ্মী কে অবহেলনা করতে হয় না। কেউ এমন বলে যে, 'আমার চাই না, লক্ষ্মী কে তো আমি টচ্ (স্পর্শ) ও করি না', সে লক্ষ্মী কে না ছোঁয় তাতে অসুবিধা নেই। কিন্তু এমন যে বাণী না, এমন যে ভাব করে ও বিপদজনক। আগামী অনেক জন্ম পর্যন্ত লক্ষ্মী বিনা ঘুরে বেড়াতে হয়। মা লক্ষ্মী তো 'বীতরাগ', 'অচেতন জিনিস'। নিজে তাকে অবহেলনা করতে হয় না। কাউকে অবহেলনা করে, যদি ও সে চেতন হয় কি অচেতন হয়, ফের তার সংযোগ প্রাপ্ত হবে না। আমি 'অপরিগ্রহী' এমন বলে কিন্তু 'লক্ষ্মী কে কখনো ছোঁব না' এমন বলে না। মা লক্ষ্মী কে তো সমস্ত ব্যবহার জগতের 'নাক' বলা হয়। 'ব্যবস্থিত'-এর নিয়মের আধারে সব দেব-দেবী প্রস্থাপিত, সেইজন্য কখনো অবহেলনা করতে নেই।

লক্ষ্মী কে ত্যাগ করতে হয় না, কিন্তু অজ্ঞানতার ত্যাগ করতে হবে। কিছু লোক লক্ষ্মীর তিরস্কার করে। যদি কোন জিনিসের তিরস্কার করে তো

সেই জিনিস আবার কখনো পাবেই না, কেবল নিঃস্পৃহ হওয়া ও তো অনেক বড় পাগলামি।

সংসারী ভাবে আমি ও নিঃস্পৃহ আর আত্মার ভাবে সস্পৃহ। সস্পৃহ-নিঃস্পৃহ হবে তবেই মোক্ষে যেতে পারবে। সেইজন্য প্রত্যেক প্রসঙ্গ কে স্বাগত করবে।

কালো টাকা কেমন বলা হয় এটা বোঝাচ্ছি। বন্যার জল আমাদের ঘরে ঢুকে যায় তো কি আমাদের খুশী হবে যে ঘরে বসেই জল আসছে। পরে যখন বন্যা নামবে আর জল চলে যাবে, তখন কাঁদা থেকে যাবে সেসব ধুয়ে পরিস্কার করতে করতে দম বেরিয়ে যাবে। এই কালো টাকা বন্যার জলের সমান। সে আমূল কেটে নিয়ে যাবে। সেইজন্য আমাকে মহাজনদের বলতে হয়েছে সামলিয়ে চলবে।

যখন পর্যন্ত উল্টা ধান্দা শুরু না হয় সে পর্যন্ত লক্ষ্মী যাবে না। উল্টা ধান্দা লক্ষ্মীর যাওয়ার নিমিত্ত হয়!

এ কাল কেমন? এখন এই কালের লোকের তো কোথা থেকে মাল মিলে যায়, অন্যের থেকে কিভাবে কেড়ে নেব, কিভাবে ভেজাল মাল অন্যকে দেব, বিনা হকের বিষয় ভোগা, এ সব থেকে ফুরসত মেলে তো অন্য জিনিসের খোঁজ করবে না? এতে সুখের কোন বৃদ্ধি হয় নি। সুখ তো কখন বলা হয়? 'মেইন প্রোডাক্সন' করে তখন। এই সংসার তো 'বাই প্রোডাক্ট', পূর্বে কিছু করেছিলে হয়তো তাতে দেহ পেয়েছ, ভৌতিক জিনিস পেয়েছ, স্ত্রী পেয়েছ, বাংলো পেয়েছ। যদি পরিশ্রমে পায় তো মজদুররা ও পেত, কিন্তু এমন নয়। আজকালের লোকদের বোধে ফারাক হয়েছে। সেইজন্য এই বাই-প্রোডাক্সনের কারখানা খুলেছে। কিন্তু বাই-প্রোডাক্সনের বের করতে হয় না। মেইন প্রোডাক্সন, মানে মোক্ষের সাধন, 'জ্ঞানী পুরুষ' এর থেকে প্রাপ্ত করে নেবে, ফের সংসারের বাই-প্রোডাক্সন তো নিজে নিজেই বিনা মূল্যেই পাবে! বাই-প্রোডাক্সনের জন্য অনন্ত অবতার নষ্ট করেছ, দুর্ধ্যান করে! এক বার মোক্ষ প্রাপ্ত করে নাও তো সমস্ত ফেসাদ সমাপ্ত হয়ে যাবে!

এই ভৌতিক সুখের বদলে অলৌকিক সুখ হতে হবে যে সুখে আমাদের তৃপ্তি হয় । এই লৌকিক সুখ তো উল্টে অধর্য্য বাড়ায় ! যেদিন পঞ্চাশ হাজারের বিক্রি হয় সেদিন গুণে-গুণেই মাথা খারাপ হয়ে যায় । মাথা তো এত ব্যাকুল হয়ে যায় যে খাওয়া-দাওয়া ও ভাল লাগে না । কারণ আমার ও বিক্রি হত, এ আমি দেখেছি, তখন মাথা কেমন হয়ে যেত ! এই কিছুই আমার অনুভবের বাইরে নয় না ? আমি তো এই সমুদ্র সাঁতরে পার করে এসেছি, সেইজন্য আমার সব জানা আছে যে আপনার কেমন হয় হয়তো ? বেশী টাকা আসলে বেশী ব্যাকুলতা হবে । মাথা ডাল (মন্দ) হয়ে যায় কিছুই মনে থাকে না । অস্থিরতা, অস্থিরতা আর অস্থিরতা ই থাকবে । নোট ই গুণতে থাকে, কিন্তু এই নোট এখানকার এখানেই থেকে গেছে আর গোণা জন চলে গেছে ! পয়সা তো বলে যে, 'তুই বুঝতে পারিস তো বুঝে নে, আমি থাকবো আর তুই চলে যাবি !' সেইজন্য আমরা ওর সঙ্গে কোন শত্রুতা করবো না । পয়সা কে বলবো আমরা যে, 'আসুন, 'কারণ তার দরকার আছে! সবার ই দরকার আছে না ? কিন্তু যদি তার পিছনে তন্ময়াকার থাকি, তো গোনাজন চলে যাবে আর পয়সা থাকবে । তবুও গুণতে তো হবে, তার থেকে তো কোন নিস্তার নেই না ! কোন মহাজন ই এমন হবে যে মুনীম কে বলবে যে, 'ভাই, আমাকে খাবার সময় বিরক্ত করবে না, পয়সা আসে তো শান্তিতে গুণে সিন্দুকে রাখবে আর বের করবে ।' এমন দখল না করে এমন কদাচিৎ এক-আধ মহাজন হবে ! হিন্দুস্থানে এমন দুই-চার মহাজন, নির্লেপ থাকা হবে ! আমার মত ! আমি কখনো পয়সা গুণি না !! এ একটা ঝামেলা! আজ কুড়ি-কুড়ি বছর থেকে আমি লক্ষ্মীকে হাত দিয়ে স্পর্শ করি নি সেইজন্যই এত আনন্দ আছে না !

ব্যবহার আছে সে পর্যন্ত লক্ষ্মীর আবশ্যকতা থাকবে । কিন্তু তাতে তন্ময়াকার হবে না, তন্ময়াকার নারায়ণে হবে । শুধু লক্ষ্মীর পিছনে পরবে তো নারায়ণ ক্রোধ করবে । লক্ষ্মী-নারায়ণের তো মন্দিরে আছে না ! লক্ষ্মী কোন এমন-তেমন জিনিস নয় ।

টাকা কামানোর সময় যে আনন্দ হয় তেমন ই আনন্দ খরচ করার

সময় ও হতে হবে। কিন্তু তখন তো চিৎকার করে ওঠে, 'এত সব খরচ হয়ে গেছে !!'

পয়সা খরচ হয়ে যাবে এমন জাগৃতি রাখতে হয় না। সে সময় যা ঘটে তা ঠিক সেইজন্য খরচ করতে বলি, যাতে লোভ চলে যায় আর বার-বার দিতে পারে (শুভ কাজে)।

ভগবান বলেছেন যে হিসাব করবে না। ভবিষ্যত কালের জ্ঞান আছে তো হিসাব করবে। আরে, হিসাব করতে হয় তো কালকে মরে যাবো, এমন হিসাব কর না ?!

টাকার নিয়ম এমন যে কিছু দিন টেকে আর আবার চলে যায়, ও অবশ্যই যায়। এই টাকা ফিরে আসে নিশ্চয়, আবার সে মুনাফা নিয়ে আসে, লোকসান নিয়ে আসে বা সুদ নিয়ে আসে, কিন্তু আসবে নিশ্চয়। ও বসে থাকে না, ও স্বভাবে চঞ্চল হয়। সেইজন্য যখন কেউ উপরে উঠেছে (ধনবান হয়েছে) তখন তার সমস্যা লাগে। তখন সে সহজে সেই সমস্যা থেকে বাইরে বের হতে পারে না। তার অবস্থা সেই বিড়ালের মত হয়, যে জোর দিয়ে কলসীর ভিতরে মাথা তো ঢোকায় কিন্তু আবার বের করতে পারে না। উপরে ওঠার সময় খুব উৎসাহ থাকে কিন্তু নামার সময় কি অবস্থা হয় ? সে রকম।

শস্য তিন-পাঁচ বছরে নির্জীব হয়ে যায়, আর অঙ্কুরিত হয় না।

আগে লক্ষ্মী পাঁচ প্রজন্ম টিকত, তিন প্রজন্ম তো টিকতোই। এ তো এখন এক প্রজন্ম ও টেকে না। এই লক্ষ্মী তো এমন যে এক প্রজন্ম ও টেকে না। তার সামনেই আসে আর সামনেই যেতে থাকে, এমন এই লক্ষ্মী। এ তো পাপানুবন্ধী পুণ্যের লক্ষ্মী। তাতে একটু পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য হয় তো সে আপনাকে এখানে (দাদাজীর কাছে) আসার প্রেরণা দেয়, এখানে মেলা-মেশা করাবে আর আপনার এখানে খরচ করাবে। শুভ মার্গে লক্ষ্মী খরচ হবে। অন্যথা তো এ তো ধুলিসাৎ হয়ে যাবে (মাটিতে মিশে যাবে)। সব নর্দমায় চলে যাবে। এ আমাদের সন্তানেরাই লক্ষ্মী ভোগে তো, যখন আমরা ওদের বলি তুই আমার লক্ষ্মী খরচ করেছিস। তখন ওরা বলবে, 'আপনার কোথায়?

আমরা আমাদেরটাই ভোগী।' এমন বলবে। অর্থাৎ নর্দমায় চলে গেল না সব!

এই জগত কে যথার্থ অর্থাৎ যেমন আছে তেমন, বোঝ তো জীবন বাঁচার মত, যথার্থ বুঝবে তো সংসারী উপাধি-চিন্তা হবে না, সেইজন্য বাঁচার ইচ্ছা হবে আবার!

* * *

[২]

লক্ষ্মীর সঙ্গে সংযত ব্যবহার

কি করলে সমৃদ্ধি আসবে? লোকের অনেক ধরণের হেল্প (সাহায্য) করেছ হয়তো তবেই লক্ষ্মী আমাদের এখানে আসবে! অন্যথা আসে না। লক্ষ্মী তো দেবার ইচ্ছা আছে তার কাছেই আসে। যে লোকসান করে, (জেনে-শুনে) ঠকে, নোবেলিটি রাখে, সেখানে লক্ষ্মী হবে। কখনো চলে গেছে এমন লাগে, কিন্তু আবার সেখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে।

পয়সা কামানোর জন্য পুণ্যের আবশ্যকতা হয়। বুদ্ধি দ্বারা তো উল্টা, পাপ বাঁধে। বুদ্ধি দ্বারা পয়সা উপার্জন করতে যাবে তো পাপ বাঁধবে। আমার কাছে বুদ্ধি নেই সেইজন্য পাপ বাঁধে না। আমার মধ্যে (দাদাজীর কাছে) এক পারসেন্ট ও বুদ্ধিই নেই।

আমার স্বভাব দয়ালু, ভাব প্রধান! আদায় করতে যাই তখনো দিয়ে আসি!!! এমনি আদায় করতে তো যাই ই না কখনো। আদায় করতে যেতে হয় কখনো আর ওকে কোন অভাবে দেখি তো উল্টা দিয়ে আসি! আমার পকেটে কালকের খরচের জন্য যা থাকে, সে ও দিয়ে আসি! ফের পরের দিন নিজের খরচের সমস্যা হয়! এমন আমার জীবন ব্যতীত হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা : অধিক পয়সা হলে মোহ হয়ে যায় এমন ? অধিক পয়সা হয় তো মদের সমান ই হয় না ?

দাদাশ্রী : প্রত্যেকের নেশা আছে। যদি নেশা না হয়, তো পয়সা অধিক হলে বাঁধা নেই। কিন্তু নেশা আছে সেইজন্য মদ্যপ হয়েছে, ফের তার নেশাতেই ঘুরতে থাকে লোকে ! লোকের তিরস্কার করে, এ গরীব, এমন। এসেছে বড় ধন্নাসেঠ (সমৃদ্ধশালী মহাজন), লোককে গরিব বলার ! নিজে ধন্নাসেঠ ! দরিদ্রতা কখন আসবে মানুষের এ বলা যায় না। আপনি বলছেন তেমন ই, সমস্ত (বেশী) নেশা চড়ে যায়।

সারা জীবন সংসারের লোক পয়সার পিছনে লেগে থাকে। আর পয়সাতে তৃপ্ত হয়েছে এমন মানুষ আমি কোথাও দেখি নি। তো গেল কোথায় এ সব ?

অর্থাৎ এই সব এমন গপ্প ই চলে। ধর্মের নামে এক অক্ষর ও বোঝে না আর সব চলছে। সেইজন্য সমস্যা হলে কি করতে হবে তার বোধ নেই। ডলার (পয়সা) আসতে থাকে তখন লাফা-লাফি করতে থাকে। কিন্তু ফের সমস্যা হলে সমাধান কিভাবে করবে এ যানে না সেইজন্য নিখাদ পাপ ই বাঁধে। সেই সময় পাপ না বাঁধে আর সময় কেটে যায়, তার ই নাম ধর্ম।

অর্থাৎ সর্বদা সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত হবে, এমন সংসারের নিয়ম। এতে কর্মের উদয়ে পয়সা বাড়তেই থাকে, নিজে নিজেই। সব দিক থেকে, গাড়ি-বাড়ি, ঘর বাড়তে থাকে। সব বাড়তে থাকে। কিন্তু যখন চেঞ্জ (পরিবর্তন) আসে, ফের কম হতে থাকে। প্রথমে জমা হতে থাকে ফের খালি হয়ে যায়, সেই সময় শান্তি রাখবে, এটাই সব থেকে বড় পুরুষার্থ !

আপন ভাই পঞ্চাশ হাজার ডলার না ফেরায়, ফের সেখানে জীবন কিভাবে কাটাবে, এটাই পুরুষার্থ। নিজের ভাই পঞ্চাশ হাজার ডলার ফেরায় না আর উপর থেকে গালা-গালি দেয়, সেখানে জীবন কিভাবে কাটাবে, এটাই পুরুষার্থ।

আর কোন চাকর চুরি করে, অফিস থেকে দশ হাজারের মাল, সেখানে

কেমন ব্যবহার করবে সেটাই পুরুষার্থ । অন্যথা এমন সময়ে না বুঝে দুর্ব্যবহার করে আর সমস্ত অবতার নষ্ট করে ফেলে ।

প্রশ্নকর্তা : এ তো আত্মবাণীতে বলা হয়েছে যে, তুই যদি কাউকে হাজার-দুই হাজার দিস ও কেন দিস অর্থাৎ তুই নিজের অহংকার আর মানের জন্য দিস ।

দাদাশ্রী : মান বেচেছে সে । 'অহংকার' বেচে তো আমরা নিয়ে নেওয়া উচিৎ । কিনে নেওয়া উচিৎ । আমি তো সারা জীবন কিনেই আসছি। অর্থাৎ 'অহংকার' কিনবে ।

প্রশ্নকর্তা : অর্থাৎ কি দাদা ?

দাদাশ্রী : আপনার কাছে পাঁচ হাজার নিতে আসে, তার চোখে কি লজ্জা হবে না ?!

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ ।

দাদাশ্রী : সে চায় তখন লজ্জা ছেড়ে, 'অহংকার বেচে আমাদের । তো আমাদের কাছে পুঁজি থাকে তো আমরা কিনে নেবো ।

পয়সা চাইতে যাওয়া কার পোষায় ? নিকট কাকা-র কাছে নিতে যাওয়া পোষায় ? কেন পোষায় না ? আরে, আত্মীয়ের কাছে থেকে নেওয়া কারো ভাল লাগে না । বাপের কাছ থেকে নেওয়া ও ভাল লাগে না । হাত পাতা ভাল লাগে না ।

প্রশ্নকর্তা : তার অহংকার কিনে নিই, কিন্তু আমাদের তার অহংকার কি কাজে আসবে ?

দাদাশ্রী : অহহ ! তার অহংকার কিনে নিয়েছি মানে ওর যে শক্তি আছে ও আমাদের মধ্যে প্রকট হয় । ও অহংকার বেচতে এসেছে বেচারা !

প্রশ্নকর্তা : হাত-পা ঠিক আছে তবুও ভিক্ষে চায় তো ওকে দান দিতে মানা করা কি পাপ ?

দাদাশ্রী : দান না করলে তাতে অসুবিধা নেই। কিন্তু তাকে এভাবে বলবে কি যে এই সুস্থ-সবল মোষের মত হয়েও এমন কেন করিস ? এভাবে আমরা বলতে পারি না। আপনি বলবেন যে ভাই, আমি দিতে পারি এমন নই।

সামনের জনের দুঃখ হয় এমন বলা উচিৎ নয়। বাণী এমন মিষ্টি রাখবে যে সামনের জনের সুখ হয়। বাণী তো সব থেকে বড় ধন আছে আপনার কাছে। সেই অন্য ধন তো টিকে বা না ও টিকে, কিন্তু বাণী-ধন তো সর্বদার জন্য টেকসই। আপনি ভাল কথা বলেন তো সামনের জনের আনন্দ হবে। আপনি ওকে পয়সা না ও দেন কিন্তু মিষ্টী কথা বলুন না !

এখানে আপনি বড় বাংলা বানান তো জগতের ভিখারি হবেন। ছোট ঘর তো জগতের রাজা আপনি ! কারণ এই পুদ্গল , পুদ্গল বাড়ে তো আত্মা (প্রতিষ্ঠিত আত্মা) হাল্কা হয়ে যায়। আর পুদ্গল কম হয় তো আত্মা (প্রতিষ্ঠিত আত্মা) ভারী হয়ে যায়। অর্থাৎ সংসারের দুঃখ, আত্মার ভিটামিন। এই যে দুঃখ ও আত্মভিটামিন আর সুখ যে হয় ও দেহের ভিটামিন।

টাকার স্বভাব সর্বদা কেমন হয় ? চঞ্চল, সেইজন্য দুরোপযোগ না হয় সেই ভাবে তুমি তার সদুপযোগ করবে। তাকে স্থির রাখবে না। কারণ কি নিয়ম অনুযায়ী এই সম্পত্তি কত প্রকারের হয় ? তখন বলে, স্থাবর (অচল) আর জংগম (চল)। জংগম মানে ডলার ইত্যাদি সব, আর স্থাবর মানে এই ঘর ইত্যাদি সব ! ওদের মধ্যে এই স্থাবর অধিক টিকবে। আর জংগম মানে নগদ ডলার ইত্যাদি যা হয় এ তো গেল ই জানবে ! অর্থাৎ নগদের স্বভাব কেমন ? দশ বছর থেকে বেশী অর্থাৎ এগারো বছর টিকে না। ফের সোনার স্বভাব চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর টেকার, আর স্থাবর সম্পত্তির স্বভাব একশো বছর টেকার। অর্থাৎ সময় সব আলাদা আলাদা হবে কিন্তু শেষে তো সব চলে যাবেই। সেইজন্য আমাদের এই সব বুঝে চলতে হবে। এই বণিকরা আগে কি করতেন, নগদ টাকা পঁচিশ প্রতিশত ব্যাপারের জন্য রাখতেন, পঁচিশ প্রতিশত সুদের জন্য। পঁচিশ প্রতিশত সোনাতে আর পঁচিশ প্রতিশত ঘরে লাগাতেন, এই ভাবে পুঁজির ব্যবস্থা করতেন। খুব পাকা লোক ! এখন তো

ছেলেদের এমন কিছু শেখানো ও হয় না ! কারণ এখন পুঁজি ই থাকে না এত, তো কি শেখাবে ?

এই পয়সার কাজ কেমন যে সর্বদা একাদশ বছরে তার নাশ হয় । দশ বছর পর্যন্ত চলে । এই কথা আসল পয়সার হয়, বুঝতে পারছেন ? অশুদ্ধ পয়সার তো ব্যাপার ই আলাদা । আসল পয়সা একাদশ বছরে সমাপ্ত হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা : শেয়ার বাজারে সাট্টা-বাজী করা বা সোনা কেনা, কোনটা ভাল ?

দাদাশ্রী : শেয়ার বাজারে তো যাওয়া ই উচিৎ নয় । শেয়ার বাজারে তো খেলোয়ার দের কাজ । তাতে মাঝের লোক তো পাখির মত মরে যায় ! খেলোয়ার দের লাভ ওখানে । এতে পাঁচ-সাত খেলোয়ার মিলে দাম ঠিক করে এর মধ্যে এই পাখিরা মরে যায় ! কেউ তো লাভ করে অবশ্যই । এতে বড় খেলোয়ারের লাভ হয় আর ছোট লোক যারা আছে সেই বেচারারা মুস্কিলে নিজের খরচ বের করে । কারণ দিন রাত তাদের এই কাজ করতে হয় । এই মাঝখানের লোক এক দিকে কামিয়ে অন্য দিকে খরচ করে ফেলে । শেষ হয়ে যায় । আমার এক আত্মীয় আছে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে তাই আমি তাকে বলেছি যে এসব করবে না ।

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী আমাদের আমেরিকার মহাত্মা জিজ্ঞাসা করে যে আমরা যা কিছু একটু-আধটু কামিয়েছি সেসব নিয়ে ইন্ডিয়া চলে যাব ? বাচ্চাদের বিশেষ খেয়াল আসে যে আমেরিকাতে ভাল সংস্কার মেলে না ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, এই সব তো ঠিক । এখানে যদি পয়সা কামিয়ে নিয়েছ তো নিজের ঘর ইন্ডিয়া চলে যাও । বাচ্চাদের ভাল মত পড়াবে ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি বলেছেন যে কামিয়ে নিয়েছি তো চলে যাব, কিন্তু পয়সার কোন লিমিট হয় না, সেইজন্য আপনি কোন লিমিট বলুন । আপনি কোন এমন লিমিট বলুন যা নিয়ে আমরা ইন্ডিয়া চলে যাব ।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, আমাদের হিন্দুস্থানে কোন রোজগার করতে হয় তো

তার জন্য যে টাকা চাই ও সুদে নিতে না হয় এমন করবে। একটু কিছু ব্যাঙ্ক থেকে নিতে হয় তো ঠিক আছে। বাকী কেউ ধার দেবে না, ওখানে তো কেউ ধার দেবে না। এখানে (আমেরিকাতে) ও কেউ ধার দেয় না। ব্যাঙ্ক ই ধার দেবে। সেইজন্য ততটা সাথে আনবে। বিজনেস তো করতেই হবে কি না। ওখানে খরচ চালাতে হবে কি না ? কিন্তু ওখানে বাচ্চারা খুব ভাল হবে। এখানে ডলার পাবে কিন্তু বাচ্চাদের সংস্কারের সমস্যা হয় তো !

আমেরিকাতে আমাকে স্টোরে নিয়ে যায়। বলে, চলুন দাদাজী। তখন স্টোর বেচারা আমাকে নমস্কার করতে থাকে, যে ধন্য হয়েছি, একটুও দৃষ্টি খারাপ করেন নি আমার উপরে ! পুরো স্টোরে দৃষ্টি খারাপ করি ই নি কোথাও ! আমার দৃষ্টি খারাপ হয় ই না ওর উপরে। আমি নজর নিশ্চয় দেব, কিন্তু দৃষ্টি খারাপ করি না। আমার কি দরকার কোন জিনিসের! আমার কোন জিনিস কাজে লাগে না তো ! তোমার দৃষ্টি খারাপ হয়ে যায় কি না ?

প্রশ্নকর্তা : দরকার হয় সেই জিনিস কিনতে হবে।

দাদাশ্রী : হাঁ, আমার দৃষ্টি খারাপ হয় না। স্টোর আমাকে হাত জোড়ে নমস্কার করে যে এমন পুরুষ কখনো দেখি নি ! আর তিরস্কার ও নয়। ফার্স্ট ক্লাস, রাগ ও নয়, দ্বেষ ও নয়। বীতরাগ ! এসেছে বীতরাগ ভগবান !

এক মহাত্মা জিজ্ঞাসা করে যে শেয়ার বাজারের কাজ চালু রাখব কি বন্ধ করে দেব ? আমি বলি, বন্ধ করে দেবে। আজ পর্যন্ত যা করেছ সেই ধন তুলে নেবে। এখন বন্ধ করে দিতে হবে। অন্যথা আমেরিকা এসেছেন ও, না আসার সমান হয়ে যাবে। যেমন ছিলেন তেমন। খালি পকেট নিয়ে ঘরে যেতে হবে !

সুদের ব্যাপার করা মনুষ্য, মনুষ্য থেকে হারিয়ে কি হয়ে যাবে ও ভগবান ই জানেন ! আপনি ব্যাঙ্কে টাকা রাখেন তাতে অসুবিধা নেই। অন্য কাউকে ধার দেন তাতে অসুবিধা নেই। কিন্তু সুদখোরিতে পড়া মনুষ্য, দুই প্রতিশত, দেড় প্রতিশত, সওয়া প্রতিশত, আড়াই প্রতিশত, এই লালসায় পড়ে

সেই লোকদের কি হবে এ বলা যায় না। এখন মুম্বাই শহরে এরকম সব হয়ে যাচ্ছে।

সুদ নেওয়াতে বাধা নেই। কিন্তু এ তো সুদ নেওয়ার ব্যবসা লাগিয়েছে, ধান্ধা, সুদ-দালালীর। আপনাকে কি করা উচিৎ ? যাকে ধার দিয়েছ তাকে বলবে যে ব্যাঙ্কের যা সুদ হয় সে আপনি আমাকে দিতে হবে। কিন্তু ফের কোন লোকের কাছে সুদ ও নেই, মূল ধন ও নেই তো সেখানে মৌন থাকবে। ওর দুঃখ হয় এমন বর্তন (ব্যবহার) করবে না। অর্থাৎ আমাদের পয়সা ডুবে গেছে এমন মেনে চালিয়ে নেবে। সাগরে পড়ে যায় তো কি করতে ?

প্রশ্নকর্তা : যদি সরকার এবভ নর্মাল টেক্স লাগায় তো নর্মালিটি আনার জন্য, লোকে টেক্স চুরি করে, তো তাতে কি দোষ ?

দাদাশ্রী : লোভী লোকের লোভ কম করার জন্য টেক্স খুব উত্তম জিনিস। লোভী মানুষের মরা পর্যন্ত, পাঁচ কোটি কাছে থাকে তবু ও সে সন্তুষ্ট হয় না। তখন ফের এমন শাস্তি মেলে তো পরে সে পিছিয়ে যাবে, সেইজন্য এ তো ভাল জিনিস। ইন্‌কমটেক্স তো কাকে বলবে ? পনেরো হাজার থেকে অধিকের উপরে লাগে তো। পনেরো হাজার পর্যন্ত তো ছেড়ে দেয় বেচারা, তখন ফের ছোট পরিবারের খাওয়া-দাওয়াতে অসুবিধা হয় না তো ! ছোট পরিবারদের আফ্রিকাতে বেশী কর লাগে কি ?

প্রশ্নকর্তা : ভগবানের ভক্তি করা লোকেরা গরীব কেন হয় আর দুঃখী কেন হয় ?

দাদাশ্রী : ভক্তি করা লোকেরা ? এমন হয় যে, ভক্তি করা লোক দুঃখী হয় এমন কিছু নেই, কিন্তু কিছু লোক আপনার দুঃখী নজরে আসে। বাকী ভক্তি করার জন্য ই এদের কাছে বাংলো হয়। অর্থাৎ ভগবানের ভক্তি করতে-করতে মানুষ দুঃখী হয় এমন হবে না, কিন্তু এই দুঃখ তো ওর পূর্বের হিসাব। আর এখন ভক্তি করছে ও নতুন হিসাব। তার তো যখন ফল আসবে তখন। আপনি বুঝতে পারছেন ? যা পূর্বে জমা করেছিলে তার ফল আজ এসেছে। এখন আজ যা এ করছে, যা ভাল করছ, তার ফল পরে আসবে। বুঝতে

পারছেন ? এসব কথা আপনি বুঝতে পারেন ? বুঝতে না পার তো ছেড়ে দাও।

প্রশ্নকর্তা : মানসিক শান্তি প্রাপ্ত করার জন্য মানুষ, কোন গরীব-অশক্তের সেবা করবে কি ফের ভগবানের ভজনা করবে ? বা কাউকে দান করবে ? কি করবে ?

দাদাশ্রী : মানসিক শান্তি চাই তো নিজের জিনিস অন্যকে খাইয়ে দিবি। কাল আইসক্রিমের ডাব্বা ভরে নিয়ে আসবি আর এই সবাইকে খাওয়াবি। সেই সময় কত আনন্দ হয় সেটা তুই আমাকে বলবি। এই পায়রাদের তুই দানা দিবি তার আগে তো এরা লাফা-লাফি করতে থাকবে। আর তুই দিবি, তোর নিজের জিনিস অন্যকে দিলি কি ভিতরে আনন্দ শুরু হয়ে যাবে। এখন রাস্তায় কোন লোক পড়ে যায়, তার পা ভেঙ্গে যায় আর রক্ত বেরোতে থাকে সেখানে তুই নিজের ধুতি ছিঁড়ে পটি বেঁধে দিস তো সেই সময় তোর আনন্দ হবে।

এই মেয়েরা, ছেলেরা কিভাবে বিয়ে করে ? এমন হয় না, মেয়েদের জন্য পয়সার বেশী খরচ হয়। মেয়েরা নিজের টা নিয়েই আসে। তাকে ব্যাঙ্কে জমা করায়। মেয়েদের পয়সা ব্যাঙ্কে জমা থাকে আর বাবা খুশী হয় যে দেখুন আমি সত্তর হাজার খরচ করে বিয়ে দিয়েছি, সেই জমানায়। সেই জমানার কথা বলছি। আরে, তুই কি করেছিস ? ওর টাকা ব্যাঙ্কে ছিল। তুই তো যেখানকার সেখানেই আছিস, 'পাওয়ার আফ্ এটর্নী' আছে। তোর তাতে কি ? কিন্তু সে দম্ভ দেখায়। আর কোন মেয়ে (নিজের ভাগ্যে) তিন হাজার নিয়ে এসেছে, তো সেই সময় তার বাবার ব্যবসা-বাণিজ্য মন্দা পড়ে যায়। তখন তিন হাজারেই বিয়ে হবে, কারণ সে যত নিয়ে এসেছে ততটাই খরচ হবে।

এই ছেলে-মেয়েদের সবার নিজের পয়সা। সেসব আমরা জমিয়ে রাখি আর তার ব্যবসা ই আমাদের হাতে থাকে, ব্যাস ততটাই।

আমাদের লোকেরা বলে যে আমি দুধে ধুয়ে দিই। আরে, দুধ ধুয়ে দেনেওয়ালা, এ ভুল অহংকার। আমাদের পয়সা ফিরিয়ে দিতে হবে এমন

ভাবনা রাখবে, তো ফেরাতে পারবে ! নেওয়ার সময়, ফেরাতে হবে এমন যে নিশ্চিত করে, তার ব্যবহার আমি খুব সুন্দর দেখেছি । কিছু তো নিশ্চিত হওয়া উচিৎ না ! পরে বিপরীত সংযোগ এসে যায় সেটা আলাদা কথা, কিন্তু ডিসিসন (নিশ্চয়) তো হওয়া উচিৎ না ? এটাই তো সমস্ত 'পাঁজল' (সমস্যা)।

আমরা জিজ্ঞাসা করি যে 'কি সাহেব, ঝামেলায় কেন আছেন ?' তখন বলে, 'কি করবো ? এই তিনটে দোকান, এখানে সামলানো, ওখানে সামলানো !' আর অর্থী (মানব মৃতদেহ) ওঠে তখন চারটে নারকেল ই সাথে নিয়ে যাবে। দোকান তিনটে হয়, দুটো হয় বা একটা হয় কিন্তু তবুও নারকেল তো চারটেই হবে আর সে ও বিনা জলের। আর উপর থেকে বলে যে তিনটে দোকান সামলাতে হয় আমাকে। বলবে, 'একটা ফোর্টে আছে, এখানে একটা কাপড়ের আছে, একটা ভুলেশ্বরে আছে। তবুও মহাজনের মুখের উপরে চিন্তার ছাপ। খাওয়ার সময় ও দোকান, দোকান, দোকান ! রাত্রে স্বপ্নে ও কাপড়ের থান মাপতে থাকে !! অর্থাৎ মরার সময় হিসাব-নিকাস আসবে, সেইজন্য সামলাইয়া চলবে।

ব্যবসার চিন্তা কত পর্যন্ত করা উচিৎ ? যে পর্যন্ত বোঝা না লাগে সে পর্যন্ত করবে। বোঝা মনে হলে বন্ধ করে দেবে। অন্যথা মরে যাবে জানবে। চার পা আর উপহারে লেজ মিলবে। ফের চেঁচাবে ! চার পা আর লেজ, বুঝেছেন আপনি ?

* * *

[৩]

ব্যবসা, সম্যক বোধে

হিন্দুস্থানে মনুষ্য জন্ম হয়েছে, ও মোক্ষের জন্যই । তার জন্যই আমাদের জীবন । যদি এমন হেতু রাখা হয় ফের তাতে যতটা প্রাপ্তি হয় ততটাই ঠিক, কিন্তু হেতু তো থাকতেই হবে কি না ? এই খাওয়া-দাওয়া সব তার জন্যই, বুঝেছেন আপনি ? জীবন কিসের জন্য কাটাতে হবে, শুধু

উপার্জন করার জন্য ? প্রত্যেক জীব সুখ খোঁজে। সর্ব দুঃখ থেকে মুক্তি কিভাবে এ জানার জন্যই জীবন কাটতে হবে। এতে মোক্ষ মার্গ প্রাপ্ত করে নিতে হবে। মোক্ষমার্গের জন্য ই এই সব কিছু।

দুটো অর্থ(হেতু)-এর জন্য লোকেরা বাঁচে। অত্মার্থে বাঁচার তো কোন বিরল ই হবে। অন্য সব লক্ষ্মীর অর্থে বেঁচে যাচ্ছে। সারা দিন লক্ষ্মী, লক্ষ্মী আর লক্ষ্মী ! লক্ষ্মীর পিছনে তো সারা সংসার পাগল হয়ে আছে কিন্তু ওতে সুখ তো হয় ই না ! ঘর বাংলো এমনি খালি পড়ে আছে আর দুপুরে সে (মালিক) কারখানায় থাকে। তখন বাংলোর আনন্দ কোথায় নিতে পারে ! সেইজন্য আত্মজ্ঞান জানুন। এমন অন্ধ হয়ে কত দিন ঘুরে-বেড়াতে থাকবে?

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে আমি কোন ধর্মের পালন করব ? তখন আমি বলি যে ভাই, এই তিনটে জিনিসের পালন কর : (১) প্রথমে নীতিমত্তা! তোমার কাছে পয়সা কম-বেশী হয় তাতে অসুবিধা নেই, কিন্তু 'নীতিমত্তা পালা' এটা অবশ্য করবে, ভাই।

(২) দ্বিতীয় 'অব্লাইজিং নেচার' রাখবে ! কাউকে সাহায্য করার জন্য তোমার পয়সা না থাকে তাতে অসুবিধা নেই, কিন্তু বাজারে যাবার সময় বলবে, 'আপনার বাজারের কোন কাজ থাকলে বলবেন, আমি বাজারে যাচ্ছি।' এই ভাবে কারো সাহায্য করবে। এটা অব্লাইজিং নেচার।

(৩) তৃতীয়, যে কোন সাহায্যের বিনিময়ে কিছু পাওয়ার অপেক্ষা রাখবে না। সমস্ত সংসার বদলের অপেক্ষা রাখে। তুমি ইচ্ছা কর তো বদল পাবে আর ইচ্ছা না করলেও বদল পাবে। এমন এক্সন, রিএক্সন আসে। ইচ্ছা আপনার ক্ষিদে, যা ব্যর্থ যায়।

প্রশ্নকর্তা : আত্মার প্রগতির জন্য কি করতে হবে ?

দাদাশ্রী : তাকে প্রামাণিকতার নিষ্ঠায় চলতে হবে। সেই নিষ্ঠা এমন যে বেশী অভাবে এসে যায় তখন আত্মশক্তির আবির্ভাব হয়। যদি অভাব না হয় আর অনেক পয়সা সব হয়, তখন সেখানে আত্মা প্রকট হয় না।

প্রামাণিকতা এক এমন রাস্তা। কেবল ভক্তি দ্বারা এমন কিছু হতে পারে না, প্রামাণিকতা না হয় আর ভক্তি করে তার অর্থ নেই। প্রামাণিকতা সাথে থাকতে হবে। প্রামাণিকতা দ্বারা মানুষ আবার মনুষ্য জন্ম পেতে পারে আর যে লোকেরা ভেজাল করে, যে আনহকের টেনে নেয়, আনহকের ভোগে, এই সবাই এখান থেকে দুই পা থেকে পাঁচ পা হয়ে যাবে আর লেজ বাড়তি পাবে। তাতে কেউ কিছু ফের বদল করতে পারে না। কারণ স্বভাব ই এমন হয়েছে তার আনহকের ভোগার। সেইজন্য ওখানে যাবে আর আরামে ভোগতে পারবে। ওখানে তো কেউ কারো বৌ হয় না ! সব স্ত্রী নিজের ই ! এখানে মনুষ্যতে তো সব বিবাহিত লোক, সেই জন্য কারো স্ত্রীর উপরে দৃষ্টি খারাপ করা উচিৎ নয় কিন্তু যার অভ্যাস হয়ে গেছে, তার ফের ওখানে জানোয়ারে গেলেই পরে সমাধান হবে। এক অবতার, দুই অবতার ওখানে ভোগে আসে তবেই সোজা হবে। তাদের সোজা করে এই সব অবতার। সোজা হয়ে আবার এখানে আসে, আবার টেড়া হলে তখন আবার ওখানে পাঠিয়ে সোজা করে। এই ভাবে সোজা হতে-হতে ফের মোক্ষের লায়েক হয়ে যায়। টেড়া হলে সে পর্যন্ত মোক্ষ হয় না।

নীতিময় পয়সা আনো তাতে অসুবিধা নেই। কিন্তু অনীতির পয়সা আনো তো জানবে নিজের পায়েই কুড়াল মারলে আর অর্থী উঠবে তখন পয়সা এখানে পড়ে থাকবে। সব প্রকৃতির জপ্তিতে যাবে আর নিজে এখানে যে গাঁঠ বেঁধেছ সেটা ফের ভুগতে হবে।

ভগবানের উপাসনা না করে আর নীতিতে চলে তো অনেক হয়ে যাবে। ভগবানের উপাসনা করে আর নীতিতে না চলে তো তার অর্থ নেই। ও মিনিংলেস। তবুও আমাদের এমন বলতে হয় না। অন্যথা, সে ফের ভগবান কে ছেড়ে দেবে আর অনীতি বাড়াতে থাকবে। অর্থাৎ নীতি রাখবে। তার ফল ভাল আসে।

সংসারে সুখ এক জায়গাতেই আছে। যেখানে সম্পূর্ণ নীতি হয়। প্রত্যেক ব্যবহারে সম্পূর্ণ নীতি হয় সেখানে সুখ আছে। আর অন্য, যে সমাজ সেবক আর সে নিজের জন্য নয় অন্যের জন্য জী বন ব্যতীত করে

তো তার অনেক সুখ হবে, কিন্তু সেই সুখ ভৌতিক সুখ, ওসব মূর্ছার সুখ বলা হয়।

এই বাক্য লিখে আপনার দোকানে লাগাবেন :

(১) প্রাপ্ত কে ভোগবে-অপ্রাপ্তের চিন্তা করবে না।

(২) ভুগছে তার ভুল।

(৩) ডিসঅনেস্টী ইজ দ্যা বেস্ট ফুলিসনেস।

কিছুই জগতে নেই এমন নয়। সব জিনিস জগতে আছে। কিন্তু 'সকল পদার্থ হয় জগমোহি, ভাগ্যহীন নর পাবত নহী'। এমন বলে না ? অর্থাৎ যত কল্পনা সম্ভব তত জিনিস সংসারে আছে কিন্তু আপনার অন্তরায় না থাকতে হবে, তবেই এসব মেলে।

সত্যনিষ্ঠা চাই। ঈশ্বর কোন সাহায্য করার জন্য ফালতু বসে নেই। আপনার উদ্দেশ্য সত্য হয় তবেই আপনার কাজ হবে।

লোকে বলে যে, 'সাচ্চা কে ঈশ্বর সাহায্য করে !' কিন্তু না, এমন নয়। ঈশ্বর সাচ্চাকে সাহায্য করে তো নকল কি দোষ করেছে ? কি ঈশ্বর পক্ষপাতী ? ঈশ্বর কে তো সব জায়গায় নিষ্পক্ষপাতী থাকা উচিৎ না ? ঈশ্বর কাউকে এমনি সাহায্য করেন না। সে এতে হাত ই দেন না। ঈশ্বরের নাম স্মরণ করলেই আনন্দ হয় তার কারণ কি যে সে মূল বস্তু, আর নিজের ই স্বরূপ। সেইজন্য স্মরণ করতেই আনন্দ হয়। আনন্দের লাভ মেলে। বাকী ঈশ্বর কিছু করেন না। কিছু দেওয়া শেখায় নি, সে কিছু দিতেই পারে না। তাঁর কাছে কিছু থাকেই না, তো কি দেবে ?

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, ব্যবহার কি ভাবে করব ?

দাদাশ্রী : বিষমতা উৎপন্ন না হয়। সমভাবে সমাধান করতে হবে। আমাদের যেখান থেকে কাজ করাতে হবে, সেই মেনেজার বলে, 'দশ হাজার দিন তবেই আমি আপনার পাঁচ লাখের চেক বের করব।' এখন আমাদের শুদ্ধ ব্যবসায় কত লাভ হবে ? পাঁচ লাখ টাকায়, দুই লাখ আমাদের ঘরের ই

আর তিন লাখ অন্যের হয়, তখন ওরা ধাক্কা খায় কি সেটা ভাল বলা হয় ? সেইজন্য আমরা সেই মেনেজার কে বোঝাবো যে, ভাই, আমার এতে কোন মুনাফা হয় না '। পটিয়ে-পাটিয়ে পাঁচে রফা-দফা করবে আর না মানে তো শেষে দশ হাজার টাকা দিয়ে ও আমাদের চেক নিয়ে নেবে। এখন ওখানে, 'আমি এমন ঘুস কিভাবে দিতে পারি ?' এমন করি তো এই লোকদের জবাব কে দেবে ? ও পাওনাদার বড়-বড় গাল দেবে ! একটু বুঝে যাবেন, সময়ানুসার বুঝে যাবেন।

ঘুষ দেওয়া দোষ নয়। যে সময় যে ব্যবহার এসেছে তাকে এড্জাস্ট করতে না জানা ও দোষ। এখন কত লোকের লেজ ধরে রাখবে ?! আমাদের থেকে এড্জাস্ট হওয়া যায়, আমাদের কাছে ব্যাঙ্ক ব্যালন্স হয় আর লোকে আমাদের ভাল-মন্দ না বলে, সে পর্যন্ত ধরে রাখবে, কিন্তু ব্যাঙ্ক ব্যালন্স থেকে উপরে যায় আর লোকে ভাল-মন্দ বলতে শুরু করে তো কি করবে ? আপনার কি মনে হয় ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, ঠিক আছে।

দাদাশ্রী : আমি তো আমাদের ব্যবসায় বলে দিতাম যে, ভাই, দিয়ে আসবে টাকা, আমরা যদিও চুরি করি না, খাম-খেয়ালী করি না, কিন্তু টাকা দিয়ে আসবে।' অন্যথা লোককে ধাক্কা খাওয়ানো ও আমাদের মত ভদ্র লোকের কাজ নয়। অর্থাৎ ঘুষ দেওয়া, তাকে আমি দোষ মানি না। দোষ তো, সে আমাদের মাল-পত্র দিয়েছে আর আমরা ওকে সময় হলে পয়সা না দিই, তাকে দোষের বলা হয়।

পথে যদি কোন ডাকাত আপনাকে পয়সা চায় তখন আপনি দিয়ে দেবেন কি না ? বা সত্যের জন্য দেবেন না ?

প্রশ্নকর্তা : দিয়ে দিতে হবে।

দাদাশ্রী : কেন দিয়ে দেন ওখানে ? আর এখানে কেন দেন না ? এরা অন্য ধরনের ডাকাত। আপনার মনে হয় না এরা অন্য ধরনের ডাকাত ? তবে এরা অন্য ধরনের ডাকাত ! এরা সংশোধিত আর ওরা বিনা সংশোধিত

ডাকাত ! এরা সিভিলাইজড্ ডাকাত ! ওরা আনসিভিলাইজড্ ডাকাত !!!

প্রশ্নকর্তা : আপনি ভগবান প্রাপ্তির মার্গে ঘুরে গেছেন, সাথে আপনি বড় ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছেন। তো দুটো কিভাবে সম্ভব ? এ বুঝিয়ে দিন।

দাদাশ্রী : ভাল প্রশ্ন যে, 'হাঁসা আর আটা মাখা,' এই দুটো কিভাবে হতে পারে ? এক দিকে তো ব্যবসা করেন আর অন্য দিকে ভগবানের পথে আছেন, এই দুটো কিভাবে সম্ভব ? কিন্তু হতে পারে, এমন। বাইরের আলাদা চলে আর ভিতরে আলাদা চলে, এমন। দুটো আলাদা-আলাদা ই হয়।

এই 'চন্দুভাই' আছে না, ও চন্দুভাই আলাদা আর আত্মা আলাদা, ভিতরে দুটো আলাদা হতে পারে এমন। দুটোর গুণধর্ম ও আলাদা। যেমন এখানে সোনা আর তামা দুটো মিলে গেছে আর ওদের আবার আলাদা করতে চাইলে হবে কি হবে না ?

প্রশ্নকর্তা : হবে।

দাদাশ্রী : সেভাবে জ্ঞানী পুরুষ একে আলাদা করতে পারেন। জ্ঞানী পুরুষ চাইলে সেটা করতে পারেন, আপনার যদি আলাদা করতে হয় তো আসবেন এখানে, লাভ নিতে চান তো আসবেন।

ব্যবসা চলতে থাকে কিন্তু ব্যবসায় এক ক্ষণের জন্য ও আমার উপযোগ হয় না। কেবল নাম হবে ঐ দিকে। কিন্তু আমার উপযোগ ক্ষণ ভরের জন্য ও হয় না। মাসে এক-আধ দিন দুই ঘন্টার জন্য আমাকে যেতে হয় তখন যাই ও, কিন্তু আমার উপযোগ হয় না। উপযোগ না হওয়া মানে কি, এটা বুঝেছেন আপনি ? এই লোকেরা দান নিতে যায় না ? এখন কারো থেকে দান নিতে গিয়েছেন, আর আমরা বলি যে এই স্কুলের জন্য দান দিন, তো সে মন আলাদা রাখবে আমাদের থেকে। রাখে কি রাখে না ?

প্রশ্নকর্তা : রাখে।

দাদাশ্রী : তেমন ই এতে (ভিতরে) সব আলাদা থাকে। ওতে আলাদা রাখার রাস্তা হয় সব। আত্মা ও আলাদা আর এই 'চন্দুভাই' ও আলাদা।

সারা জীবন আমি ব্যবসায় চিন্ত রাখি ই নি। ব্যবসা করেছি ঠিক ই। পরিশ্রম করেছি হয়তো, কাজ করেছি হয়তো, কিন্তু চিন্ত রাখি নি।

প্রশ্নকর্তা : ব্যবসায় চিন্তা হয়, অনেক বাধা আসে।

দাদাশ্রী : চিন্তা হতে থাকে তো জানবে যে কাজ আরো খারাপ হয়ে যাবে। চিন্তা না হয় তো জানবে যে কার্য খারাপ হবে না। চিন্তা কার্যের অবরোধক। চিন্তা থেকে তো ব্যবসার মৃত্যু আসে। যেখানে ওঠা-নামা হয় তার নাম ই ব্যবসা। পূরণ-গলন এসব। পূরণ হয়েছে তার গলন না হয়ে থাকবে না। পূরণ-গলনে আমাদের কোন স্বামীত্ব নেই আর যে আমাদের সম্পত্তি তাতে কোন পুরণ-গলন হয় না! এমন শুদ্ধ ব্যবহার! এই আপনার ঘরে আপনার বৌ-বাচ্চা সবাই পার্টনার্স কি না?

প্রশ্নকর্তা : সুখ-দুঃখ ভুগতে নিশ্চয়।

দাদাশ্রী : আপনাকে নিজের বৌ-বাচ্চার অভিভাবক (সংরক্ষক) বলা হয়। শুধু অভিভাবক ই কেন চিন্তা করে? আর ঘরের লোকে তো উল্টা বলে যে আপনি আমাদের চিন্তা করবেন না।

প্রশ্নকর্তা : চিন্তার স্বরূপ কি? জন্ম হয়েছে তখন তো ছিল না ফের এ এসেছে কোথা থেকে?

দাদাশ্রী : যেমন-যেমন বুদ্ধি বাড়বে তেমন-তেমন কুড়ন (জ্বলন) বাড়বে। যখন জন্ম হয় তখন বুদ্ধি ছিল? ব্যবসার জন্য বিচার দরকার হয় কিন্তু তার থেকে আগে যাও তো বিগড়ে যাবে। ব্যবসার জন্য দশ পনেরো মিনিট ভাবতে হবে, ফের সেখান থেকে এগিয়ে যাবে আর বিচারের বট (ভ্রমর) উঠতে থাকে তো ও নর্মেলিটি থেকে বাইরে গেছে বলা হয়, তখন তাকে ছেড়ে দেবে। ব্যবসার বিচার তো আসবেই কিন্তু সেই বিচারে তন্ময়াকার হয়ে বিচার চলতে থাকে তো তার ধ্যান উৎপন্ন হবে আর সেইজন্য চিন্তা হবে। আর এই চিন্তা বড় লোকসান করে।

প্রশ্নকর্তা : মনে নিশ্চয় করি যে আর্তধ্যান, রৌদ্রধ্যান করব না কিন্তু দোকান লোকসানে চলে সেইজন্য করতে হয় তো কি করব?

দাদাশ্রী : আরে দোকান লোকসানে চলে, তুই লোকসানে চলিস কি ? লোকসানে তো দোকান চলে। দোকানের স্বভাব ই এমন যে লোকসানে ও চলে আর ফের লাভ ও করায়। অর্থাৎ সেই লোকসান আর লাভ, দুটোই দেখাতে থাকবে।

আমি ব্যবসা করার আগে কি করেছি ? স্টীমার সমুদ্রে ভাষাই তখন পুরোহিত দিয়ে সমস্ত পূজা করাই, সত্যনারায়ণের পাঠ, অন্য বিধি সব করাই। কখনো-কখনো স্টীমারের পূজা ও করা হয়, ফের সেই স্টীমারের কানে আমি বলে দিই যে, 'তোর ডুবতে হলে তখন ডুবে যাবি, আমার ইচ্ছা নেই ! এমন আমার ইচ্ছা নেই !!' এমন 'না' বলে দিই সেইজন্য ফের নিঃস্পৃহ হয়ে গেছি বলা হয়, ফের সে তো ডুবে যায়। আমার ইচ্ছা নেই, এমন বলেছি মানে সেই শক্তি কাজ করে। আর যদি বাস্তবে ডুবে যায় তো আমি জানবো যে ওকে কানে বলেই ছিলাম ! আমি বলি নি কি ? অর্থাৎ এড্‌জাস্টমেন্ট স্থাপিত কর তো পারে পৌঁছে যাবে এমন এই সংসার।

মনের স্বভাব এমন যে তার ধারণার অনুসারে না হলে নিরাশ হয়ে যাবে। এমন না হয় সেইজন্য এইভাবে রাস্তা বেড় করতে হবে। ফের ছয় মাস পরে ডোবে বা ফের দুই বছর পরে, কিন্তু তখন আমরা 'এড্‌জাস্টমেন্ট' নিয়ে নেব যে ছয় মাস তো চলেছে। ব্যবসা মানে এসপার বা ওসপার। আশার মহল নিরাশা না এনে থাকে না। সংসারে বীতরাগ থাকা অনেক মুস্কিল। ও তো আমার (দাদাজীর) জ্ঞানকলা আর বুদ্ধিকলা, দুটোই জবরদস্ত হওয়াতে আমি বীতরাগ থাকতে পারি।

প্রথমে একবার, জ্ঞান হওয়ার আগে আমাদের কোম্পানীতে লোকসান হয়েছিল। তখন আমার সারা রাত ঘুম আসে না আর চিন্তা হতে থাকে। তখন ভিতর থেকে জবাব আসে যে এই লোকসানের চিন্তা কে কে করছে ? আমার মনে হয় যে আমার অংশীদার তো হয়তো চিন্তা করছে না। আমি একলাই করছি। আর বৌ-বাচ্চারা সবাই আংশীদার তো ওরা তো কিছু জানে না। এখন ওরা ব্যবসার কিছু জানে না তবু ও ওদের সংসার চলছে,

তো আমি একলা ই নির্বোধ, যে সমস্ত চিন্তা নিয়ে বসি আছি ! ফের আমার আক্কেল এসে যায় ।

এক পক্ষে পড়ে আছেন ? যে কোনায় লোকেরা পড়ে আছে, সেই কোনায় আপনিও পড়ে আছেন ? আপনি লোকের থেকে বিরুদ্ধে চলুন । লোকে তো মুনাফা চায়, তো আমরা বলবো 'লোকসান হোক' আর লোকসান খোঁজাদের কখনো চিন্তা হবে না । মুনাফা খোঁজারা সবসময় চিন্তাতে থাকবে আর লোকসান খোঁজা দের কখনো চিন্তা-ই হবে না, তার আমি গ্যারান্টী দিচ্ছি । আমার কথা বুঝলেন ?!

ব্যবসা শুরু করেই আমাদের লোকেরা কি বলে ? এই কাজে চব্বিশ হাজার তো নিশ্চয় পাবো !! এখন যখন ফোর্কাস্ট (পূর্বানুমান) করে, তখন বদলের সংযোগ লক্ষ্যে না রেখেই এমনি ই ফোর্কাস্ট করে ।

আমি ও সারা জীবন কন্ট্রেক্টে কাটিয়েছি, সব ধরনের কন্ট্রেক্ট করেছি। আর সমুদ্রে জেটি ও বানিয়েছি । ব্যবসার শুরুতে আমি কি করতাম ? যেখানে পাঁচ লাখ লাভ হবার সেখানে ধারণা করি যে এক-আধ লাখ মেলে তো যথেষ্ট । যদি বিনা লাভ-লোকসান, ইন্‌কমটেক্স বের হয় আর আমাদের খাওয়ার খরচ বের হয় তো অনেক হয়ে যাবে । ফের মেলে তিন লাখ । তখন মনের আনন্দ দেখবে, কারণ ধারণা থেকে অনেক বেশী প্রাপ্ত হয়েছে । আর এ তো চল্লিশ হাজারের ধারণা করেছে আর বিশ মেলে তো দুঃখী হয়ে যায় !!

ব্যবসার দুই ছেলে, একজনের নাম ঘাটা (লোকসান) আর অন্যের নাম মুনাফা (লাভ) । ঘাটা নামের ছেলেকে কেউ পছন্দ করে না, কিন্তু দুজনই থাকবে ।

আমরা পরিশ্রম করার সময় চারদিকে লক্ষ্য রাখি, তবু কিছুই না মেলে তো বুঝে নেবে যে আমাদের সংযোগ ঠিক নেই । এখন সেখানে বেশী জোর লাগালে উল্টে লোকসান হবে, তার বদলে আমরা আত্মা সম্বন্ধী কিছু করে নেওয়া উচিৎ । গত অবতারে এমন করি নি, সেইজন্য তো এই ঝঞ্ঝাট হয়েছে। আমি জ্ঞান দিয়েছি তার তো কথাই আলাদা, কিন্তু আমার জ্ঞান মেলে নি তখন ও অনেকে ভগবানের ভরসাই ছেড়ে দেয় না ! ওদের কি

করতে হয় ? 'ভগবান যা করেন ঠিক ই করেন ' বলে কি না ? আর বুদ্ধি দিয়ে মাপতে যাবে তো কখনো কুল পাবে এমন হয় না।

যখন সংযোগ শুভ না হয় তখন লোকে কামাতে বের হয়। তখন তো ভক্তি করা উচিৎ। সংযোগ ভাল না হয় তো কি করতে হবে ? আত্মা সম্বন্ধী সৎসঙ্গ, ইত্যাদি করতে থাকবে। তরকারি না হয় তো ঠিক আছে, খিচুড়ি তো হবে কি না ! নিজের যোগ হয় তো কামাবে, অন্যথা মুনাফা হয় সেরকম বাজারে লোকসান করে আর যদি যোগ শুভ হয় তো লোকসানের মত বাজারে মুনাফা কামায়। সব যোগের বিষয়।

হানি বা লাভ, কিছুই নিজের হাতে নেই। সেইজন্য নেচারেল এড্‌জাস্টমেন্ট-এর আধারে চলবে। দশ লাখ কামানোর পরে একদম পাঁচ লাখের লোকসান হয় তখন ? এ তো লাখের লোকসান ই সহ্য করতে পারে না তো ! ফের সারা দিন কান্না-কাটি আর চিন্তা করতে থাকে ! আরে, পাগল ও হয়ে যায় ! এই ভাবে পাগল হওয়া আমি অনেক দেখেছি !

প্রশ্নকর্তা : দোকানে গ্রাহক আসে সেইজন্য আমি দোকান সকাল-সকাল খুলি আর রাত্রে দেরি করে বন্ধ করি, কি এটা ঠিক ?

দাদাশ্রী : আপনি গ্রাহক কে আকর্ষিত করার কে ? অন্য লোকেরা যখন খোলে তখন আপনি দোকান খুলবেন। লোকে সাতটার সময় খোলে আর আমরা সাড়ে নয়টায় খুলি তো সেটা ভুল বলে। লোকে যখন বন্ধ করে তখন আমরা ও বন্ধ করে ঘরে যাবো। ব্যবহার কি বলে যে লোকে কি করে সেটা দেখবে। লোকে শুয়ে পরে তো আপনি ও শুয়ে পরবেন। রাত দুটো পর্যন্ত ভিতরে উপদ্রপ করতে থাকে সেটা কি কাজের ? খাবার খাওয়ার পরে কি এমন চিন্তা কর যে এসব কিভাবে হজম হবে ? তার পরিণাম তো সকালে বের হয়েই যাবে না ! ব্যবসাতে ও সব এমন ই হয়।

খাওয়া-দাওয়ার সময় চিত্ত কারখানায় না যায় তো কারখানা ঠিক আছে, কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার সময় চিত্ত কারখানায় চলে যায় তো চুলোই যাক সেই কারখানা, কি করবে তাকে ? আমাদের হার্টফেল-এর ব্যবস্থা করে সেই কারখানা, এ আমাদের কাজ নয়। অর্থাৎ নর্মালেটি বুঝতে হবে। ফের উপর

থেকে, তিন শিফ্ট চালায়। কি এটা ঠিক ? নতুন পুত্রবধু বিয়ে করিয়ে আনে, সেইজন্য বৌমা-র মনের সমাধান তো রাখতে হবে কি না ? ঘরে গেলে বৌমা অভিযোগ করে যে, 'আপনি তো আমাকে মেলেন ই না, কথা ও বলেন না !' এটা উচিৎ তো বলা হয় না ! সংসারে উচিৎ লাগে তেমন হতে হবে।

ঘরে বাবার সাথে আর অন্যের ব্যবসা নিয়ে মতভেদ না হয়, সেইজন্য আপনি হ্যাঁ তে হ্যাঁ মেলাবেন, বলবে যে, 'যা চলছে চলতে দিন।' কিন্তু ঘরের সব সদস্যদের সাথে বসে, এমন কিছু স্থির করতে হবে যে এতটা অর্থ জমা করার পর আমাদের বেশী চাই না। এমন স্থির করা উচিৎ।

প্রশ্নকর্তা : এমন কেউ 'এগ্রী' (সম্মত) না হলে, দাদাজী।

দাদাশ্রী : তাহলে সেটা কাজের নয় - সবাইকে স্থির করতে হবে।

যদি দুশো বছর আয়ুর এক্সটেনশন মেলে তো তখন আমরা চার শিফ্ট চালাবো!

প্রশ্নকর্তা : এখন ব্যবসা কতটা বাড়ানো উচিৎ ?

দাদাশ্রী : ব্যবসা ততটা বাড়াবে যে শান্তিতে ঘুম আসে, যখন আমরা সরাতে চাই তো সরাতে পারি, এমন হওয়া চাই। না আসার হয় তো সমস্যাকে আমন্ত্রিত করবে না।

এ গ্রাহক আর ব্যবসায়ীর মধ্যে সম্বন্ধ তো হবে কি না ? যদি ব্যবসায়ী দোকান বন্ধ করে দেয় তো কি সেই সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে ? বিচ্ছেদ হবে না। গ্রাহক তো মনে রাখবে যে, 'এই ব্যবসায়ী আমার সঙ্গে এমন করেছিল, এমন খারাপ জিনিস দিয়েছিল।' লোকে তো শত্রুতা মনে রাখে, তাহলে ফের আপনি এই অবতারে দোকান বন্ধ করে দিলেন কিন্তু পরের অবতারে সে আপনাকে ছাড়বে না। বদলা না নিয়ে ছাড়বে না। সেইজন্য ভগবান বলেছিলেন যে 'যে কোন পথে শত্রুতা ছাড়বে।' আমার এক পরিচিত আমার থেকে টাকা ধার নিয়ে গিয়েছিল, আর ফেরাতে আসে না। তখন আমি বুঝে যাই যে এর কারণ, (পূর্বের) শত্রুতা। সেইজন্য যদিও নিয়ে গেছে,

উপর থেকে ওকে বলি যে, 'তুই এখন আমাকে টাকে ফেরাবি না, তোকে মাফ করেছি।' এভাবে নিজের হক ছেড়েও যদি শত্রুতা ছেড়ে যায় তো ছাড়াবেন। যে কোন পথে শত্রুতা ছাড়াবেন, অন্যথা কোন এক জনের সাথে বাঁধা শত্রুতা, আমাদের ঘোরাবে।

লাখ-লাখ টাকা যায় তবু ও আমি যেতে দেব, কারণ টাকা যাবার আর আমরা থাকার। যা কিছু হয় কিন্তু আমরা কষায় হতে দেব না। লাখ টাকা যায় তো তাতে কি হয়েছে? আমরা নিজে তো ঠিক আছি।

এই সব কথাকে আলাদা-আলাদা রাখবে। ব্যবসায় ক্ষতি হয় তো বলবে ব্যবসার ক্ষতি হয়েছে, কারণ আমরা (নিজে) ক্ষতি-লাভের মালিক নই, সেইজন্য ক্ষতি আমরা নিজের মাথায় কেন নেব? আমার ক্ষতি-লাভ স্পর্শ করে না। আর যদি ক্ষতি হয় আর ইন্‌কম্‌টেক্সওয়ালারা আসে, তো ব্যবসাকে বলবে যে, হে ব্যবসা, তোকে পরিশোধ করতে হবে, তোর কাছে পরিশোধ করার যত আছে তো একে পরিশোধ করে দে।'

আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, 'এই বছর লোকসানে আছেন?' তো আমি বলি যে, 'না ভাই, আমি লোকসানে নেই, ব্যবসার লোকসান হয়েছে!' আর মুনাফা হলে বলবো যে, ব্যবসার মুনাফা হয়েছে,' আমার ৩ক্ষতি-লাভ হয় ই না।

কোন মহাজন আমার কাছে আগ্রহ করে যে, 'না, আপনাকে তো প্লেনে কোলকাতা আসতেই হবে।' আমি 'না, না' করতে থাকি তবুও আগ্রহ ছাড়ে না! সেইজন্য সেই কম-বেশীর (প্লেনের ভাড়া) হিসাব রাখবে না। যখন কোন দিন লোকসান হয়, তো সেই দিন পাঁচ টাকা 'অনামত' নামে জমা করে নেবে। যেন আমাদের কাছে সিলক, অনামত সিলক (ব্যালান্স, জমা) থাকে, কারণ এই খাতা-বই কেউ কি চিরদিনের জন্য রাখে? দুই-চার বা আট বছর পরে ছিঁড়ে ফেলি না? যদি আসল হত তো কেউ ছিঁড়ে ফেলে? এ তো সব মনকে মানানোর সাধন। যখন কোন দিন আমাদের দেড়শোর লোকসান হয়, সেই দিন পাঁচশো টাকা অনামতের খাতায় জমা নিয়ে নেবে যেন সাড়ে তিনশো আমাদের কাছে ব্যালান্স থাকে। অর্থাৎ দেড়শোর

লোকসানের জায়গায় সাড়ে তিনশো সিলক নজরে আসে। এমন হয়, এই সংসার সব গপ্প গুণা গপ্প, বারো গুণা বারো একশো চুয়াল্লিশ নয়। বারো গুণা বারো একশো চুয়াল্লিশ হত তো ও একজেক্ট সিদ্ধান্ত বলা হত। সংসার মানে গপ্প গুণা গপ্প একশ চুয়াল্লিশ আর মোক্ষ মানে বারো গুণা বারো একশো চুয়াল্লিশ।

সমভাব কাকে বলে ? সমভাব, লাভ-আর লোকসান দুটোই সমান বলে না। সমভাব মানে, লাভের জায়গায় লোকসান হয় তাহলে ও অসুবিধা নেই, লাভ হয় তাহলে ও ফারাক নেই, লাভ হলে উত্তেজনা হবে না আর লোকসানে ডিপ্রেশন (বিষন্নতা) হবে না। অর্থাৎ কোন প্রভাব হয় না। দ্বন্দাতীত হয়ে থাকে।

আমি তো, ব্যবসায় লোকসান হয়ে যায় তাহলেও লোককে বলে দিতাম আর যদি মুনাফা হয়ে যায় তখন ও বলে দিতাম ! কিন্তু লোকে জিজ্ঞাসা করলে তবেই, অন্যথা নিজের ব্যবসার কথাই বলতাম না ! লোকে জিজ্ঞাসা করে যে 'আপনার এখন ক্ষতি হয়েছে কি এই কথা সত্যি ? তখন বলে দিই যে 'এই কথা সত্যি।' এতে কখনো আমার অংশীদার আপত্তি করেন নি যে 'আপনি কেন বলে দেন ? কারণ এমন বলা তো ভাল, যাতে লোকে ধার দেয় তো বন্ধ হয়ে যায় আর আমাদের দেনা বাড়া থেকে কম হয়ে যাবে। লোকে তো কি বলবে ? 'এমন করতে হয় না, তাতে লোকে ধার দেবে না।' আরে দেনা তো আমাদের বাড়বে না, সেইজন্য লোকসান হয় তাহলেও স্পষ্ট বলে দাও না, যে ভাই লোকসান হয়েছে।

লোকসান হলে সামনের জনকে খুলে বলে দেবে। তাতে শুভ ভাবনা করবে। তাতে পরমাণু উঁচু হয়ে যাবে। নিজে হালকা হয়ে যাবে ।

অন্যথা একেলা মনে জড়িয়ে থাকলে বোঝা বেশী মনে হবে।

যতই ঝামেলা আসে সেসব জ্ঞানে গিলে নেবে। জ্ঞানের পূর্বে যখন আমি ব্যবসা করতাম তখন অনেক ঝামেলা এসেছিল। সেসব পেরিয়ে এসেছি তবেই জ্ঞান হয়েছে। আমাদের ছেলে-মেয়ে চলে যাওয়ার পরে ও পেড়া খাইয়েছিলাম !

ব্যবসায় মুস্কিল এসে যায়, তখন তো আমি এই বিষয়ে কারো সাথে কথাই বলতাম না। হীরাবা (দাদাজীর স্ত্রী) যখন বাইরে থেকে জানতে পারতো যে ব্যবসায় সমস্যা হয়েছে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, কি লোকসান হয়েছে ?' তখন আমি বলি যে 'না, না। এই নাও টাকা, পয়সা এসেছে, তোমার চাই ?' তখন হীরাবা বলেন যে, 'এই লোকেরা তো বলছে যে লোকসান হয়েছে।' তখন আমি বলি যে, 'এমন নয়, আমি তো বেশী উপার্জন করেছি। কিন্তু এই কথা গুপ্ত রাখবে।'

আমদের ব্যবসায় লোকসান হলে কিছু লোকের দুঃখ হত, এরা আমাকে জিজ্ঞাসা করতো যে, 'কত লোকসান হয়েছে ? বড় লোকসান হয়েছে ?' তখন আমি বলতাম যে, 'লোকসান হয়েছিল, কিন্তু হটাৎ ই এক লাখ টাকার মুনাফা হয়েছে !' এতে ওদের শান্তি হয়ে যেত।

এসব তো আমি অনুভব থেকে নিষ্কর্ষ বের করেছিলাম, বাকী আমি ব্যবসাতে ও পয়সার জন্য চিন্তা করতাম না। পয়সার জন্য চিন্তা করার মত ফুলিস (মূর্খ) আর কেউ হই ই না ! এ (পয়সা কামানো) তো কপালে লেখা আছে, যেতে দিন না ! লোকসান ও কপালে লেখা আছে। চিন্তা না করেও লোকসান হয় কি না ?

ব্যবসায় কোন চাল-বাজ লোক মিলে যায় আর আমাদের পয়সা খেতে থাকে, তখন ভিতর থেকে জানবে যে আমাদের পয়সা আনহকের সেই জন্য এমন মিলেছে। অন্যথা চাল-বাজ মিলেছে ই কি করে ? আমার সাথে ও এমন হত। এক বার দুই নম্বরী পয়সা এসেছিল, তখন সব চাল-বাজ ই মিলে গিয়েছিল, ফের আমি নিশ্চয় করি এমন ধন চাই না।

ব্যবসা তো উত্তম যেখানে হিংসা সমাহিত নেই, কারো দুঃখ না হয়। এ তো খাদ্য-শস্যের ব্যবসা করে আর মাপ থেকে কিছু বের করে নেয়। আজকাল তো ভেজাল করতে শিখেছে। তাতেও খাবার জিনিসে ভেজাল করলে জানোয়ারে যাবে। চার পা হলে আবার পড়বেই না না ? ব্যবসায় ধর্ম রাখবে অন্যথা অধর্ম ঢুকে যাবে।

ব্যবসায়, মন খারাপ হলে ও মুনাফা ৬৬,৬১৬ হবে আর মন না খারাপ হলে ও ৬৬,৬১৬ থাকবে, তাহলে কোন ব্যবসা করবে ?

ব্যবসায় প্রযত্ন করতে থাকবে, সামনে 'ব্যবস্থিত' নিজে নিজেই বন্দোবস্ত করবে। তুমি শুধু প্রযত্ন করবে, তাতে প্রমাদ করবে না। ভগবান বলেছেন যে সব 'ব্যবস্থিত'। মুনাফা হাজার বা লাখ হবার হয় তো চালাকি করলে এক পয়সা ও বেশী হবে না আর চালাকি সামনের অবতারের জন্য নতুন হিসাব জুড়বে ও আলাদা !

প্রশ্নকর্তা : আমাদের সাথে কেউ চালাকি করে যাচ্ছে তো আমরা ও চালাকি করা উচিৎ কি না ? আজ-কাল তো লোকে এমন ই করে।

দাদাশ্রী : এই ভাবে চালাকির রোগ লেগে যায়। আর যদি 'ব্যবস্থিতের' জ্ঞান হাজির থাকে তো তার ধৈর্য থাকবে। যদি কেউ আমাদের সাথে চালাকি করতে আসে তো আমরা পিছনের দরজা দিয়ে (কোন উপায় করে) বাইরে বেড়িয়ে যাবো, আমরা সামনে চালাকি করবো না।

অর্থাৎ আমি এটা বলতে চাইছি যে যেমন স্নান করার জলের জন্য, রাত্রে শোবার জন্য বিছানা বা অন্য কোন জিনিসের জন্য আপনি একটু ও চিন্তা করেন না, তবুও আপনার ও মেলে কি না ? সেই ভাবে লক্ষ্মীর জন্য ও সহজ ভাবে থাকতে হবে।

পয়সা উপার্জন করার জন্য ভাবনা করার দরকার নেই, প্রযত্ন যদিও চলতে থাকে। এমন ভাবনায় কি হয়, যদি পয়সা আমি টেনে নিই তো সামনের জনের ভাগে থাকবে না। সেইজন্য প্রকৃতির কোটা (ভাগ) যেটা নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই আমরা থাকতে দেব, তাতে ফের ভাবনা করার কি দরকার ? লোকের দ্বারা পাপ হওয়া বন্ধ হয়ে যায় সেইজন্য আমি এসব বোঝাতে চাই।

যদি বোঝে তো, এই এক বাক্যে বড় সার সমাহিত আছে। আমার থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত করার আবশ্যকতা আছে এমন নয়, জ্ঞান না নেওয়া হলেও কিন্তু এতটা তার বোধে এসে যাওয়া উচিৎ যে এই সব হিসাব (নিজের ভাগ্য)

এর অনুসারেই আছে, হিসাবের বাইরে কিছু হয় না। অন্যথা যখন পরিশ্রম করার পরেও লোকসান আসে তখন কি আমরা বুঝতে পারবো না! পরিশ্রম মানে পরিশ্রম, পেতেই হবে, কিন্তু এমন না, লোকসান ও হয় তো!

এই পয়সা উপার্জন করার ভাব করে তার বিরোধ আছে, অন্য কিছু নেই। অন্য ক্রিয়ার জন্য আমার বিরোধ নেই। এই কথা সাধারণ লোকে পড়ে, কিন্তু বুঝতে পারে না, না কারণ পড়ে যায় কিন্তু কথাটা অনেক গূঢ় কথা।

মিথ্যার যাচাই হবে না, সে পর্যন্ত মিথ্যা ভিতরে ঢুকে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : ব্যবসায় এটাই সত্য, এটা বোঝার পরে ও আমরা সত্য আমরা বলতে পারি না।

দাদাশ্রী : অর্থাৎ ব্যবহার আমাদের অধীন নয়। নিশ্চয় আমাদের অধীন। বীজ রোপন করা আমাদের অধীন, ফল প্রাপ্ত করা আমাদের অধীন নয়। সেইজন্য আমরা ভাবনা করবো। খারাপ হয়ে গেলেও আমরা ভাল ভাব করবো যে এমন হওয়া উচিত নয়।

মালিক তো কাকে বলা হয়? (নিজের আশ্রিত কে) একটা শব্দ ও উঁচু বলে তো তাকে মালিক ই বলে না! আর সে ধমকাতে থাকে তো জানবে যে সে নিজেই এসিস্টেন্ট!! মালিকের চেহারায় তো কখনো তিক্ততা দেখাই যায় না। মালিক মানে মালিক ই চোখে পড়বে। সে যদি বকুনি দিতে থাকে, তবে সবার সামনে তার মূল্য কি থাকবে? ফের তো চাকর ও পিছন থেকে বলবে যে মালিক তো সবসময় অবজ্ঞা করতে থাকে! বকুনি দিতে থাকে!! যেতে দিন, এমন মালিক হওয়ার থেকে তো গোলাম হওয়া ভাল। যদি আবশ্যকতা হয় তো সমাধান করার জন্য মাঝে এজেন্সী রাখে। কিন্তু বকা-ঝকার এমন কাজ মালিক নিজে করা উচিৎ নয়! চাকর ও নিজে ঝগড়া করে, কিষান ও নিজে ঝগড়া করে আর আপনি ও নিজে ঝগড়া করেন তো ফের ব্যবসায়ীর মত থাকলে কোথায়? মালিক এমন করেন না।

মালিক তো কোন ঝগড়াতে পড়েন না। কখনো দরকার হলে মাঝে এজেন্সী তৈয়ার করে অথবা লড়াই করার এমন লোক মাঝে রাখে যে তার হয়ে লড়ে। ফের মালিক সেই ঝামেলার সমাধান করে দেন। মালিক দুজনকেই ডেকে বলে যে, 'ভাই তোর কথা ঠিক আর তোর কথা ও ঠিক।' এই ভাবে সব সমাধান করে দেবে।

১৯৩০ এ মহামন্দা ছিল। সেই মন্দাতে মালিকেরা বেচারা শ্রমিক দের অনেক রক্ত চুষেছিল। সেইজন্য এখন এই অগ্রগমনে শ্রমিক মালিকের রক্ত চোষে। এমন এই জগতের, শোষন করার রেওয়াজ। মন্দায় মালিক চোষে আর অগ্রগমনে শ্রমিক চোষে। দুইয়ের ই পরস্পর পালা আসে। সেইজন্য এই মালিকেরা যখন চিৎকার করে তখন আমি বলি যে ১৯৩০ এ শ্রমিক দের ছাড়েন নি, সেইজন্য এখন মজদুর আপনাকে ছাড়বে না। মজদুরের রক্ত চোষার পদ্ধতি ই ছেড়ে দিন, তো আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না। আরে, ভয়ানক কলিযুগে ও কেউ আপনাকে বিরক্ত করার মিলবে না !!!

ঘরে তো উপর-নীচ আসতে থাকে। মন্দাতে পত্নীর উপরে রৌব (দাদাগিরি) দেখাতে থাক, তখন আবার প্রতিরোধ আসলে পত্নী ও আমাদের উপরে রৌব দেখাবে। সেইজন্য চড়া-নামাতে সমান রূপে থাকবে। সমানতা পূর্বক থাকলে আপনার সবকিছু ভাল মত চলবে !

এই সংসার ক্ষণভরের জন্য ও বিনা ন্যায়ে থাকে না, অন্যায় সহ্য ই করতে পারে না। প্রত্যেক ক্ষণ ন্যায় ই হয়ে যাচ্ছে। যে অন্যায় করেছে সে ওটাও ন্যায় ই হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্নকর্তা : ব্যবসায় অত্যধিক লোকসান হয় তো কি করব ? ব্যবসা বন্ধ করে দেব কি অন্য ব্যবসা করব ? দেনা অনেক বেড়ে গেছে।

দাদাশ্রী : তুলোর বাজারের লোকসান কোন মুদিখানার দোকান খুলে পুরা হয় না। ব্যবসার লোকসান ব্যবসাতেই পুরা হবে, চাকরিতে পরিশোধ হবে না। 'কন্ট্রেক্ট'-এর লোকসান কি পান দোকানে পরিশোধ হবে ? যে বাজারে ঘা হয়েছে সেই বাজারে সেই ঘা ভরবে, সেখানেই তার ঔষধ হবে।

আমরা এমন ভাব রাখব যে আমাদের দ্বারা কোন জীবের কিঞ্চিৎমাত্র দুঃখ না হয় । সমস্ত দেনা মিটে যায় এমন স্পষ্ট ভাব রাখবে । লক্ষ্মী তো একাদশ প্রাণ । সেইজন্য কারো লক্ষ্মী আমাদের কাছে রাখা উচিৎ নয় । আমাদের লক্ষ্মী কারো কাছে থাকে তাতে অসুবিধা নেই । কিন্তু নিরন্তর এই ভাব রাখতে হবে যে আমাকে পাই-পাই শোধ করে দিতে হবে । ধ্যেয় লক্ষ্যে রেখে আপনি সমস্ত খেলা খেলবেন । কিন্তু খেলোয়ার হয়ে যাবেন না । খেলোয়ার হলেন কি আপনি শেষ !

প্রশ্নকর্তা : মানুষের নীয়ত (উদ্দেশ্য) কিসের জন্য খারাপ হয় ?

দাদাশ্রী : যার খারাপ হওয়ার হয় তখন তার ফোর্স (বিচার) আসে যে 'তুই এদিকে ঘুরে যা না, ফের দেখা যাবে ।' তার বিগড়ানোর আছে সেইজন্য'কামিং ইভেন্টস কাস্ট দেয়ার শেডোজ বিফোর' (যা হবার আছে তার প্রতিচ্ছায়া প্রথমে পড়বে)

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু কি সে তাকে থামাতে পারে ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, থামাতে পারে তাকে । যদি তার এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে যে খারাপ বিচার আসলে তার পশ্চাতাপ করে, আর বলে যে, 'এটা ভুল, এমন হওয়া উচিৎ না ।' এই ভাবে থামাতে পারে । খারাপ বিচার যা আসে সে মূলতঃ বিগত জ্ঞানের আধারে আসে, কিন্তু আজকের জ্ঞান ওকে এমন বলে যে এটা (খারাপ) করার মত নয় । তখন ফের সে সেটা (খারাপ কার্য) নিরস্ত করতে পারে । বুঝতে পারছেন ? কিছু স্পষ্ট হয়েছে ?

নীয়ত বিগড়ানো অর্থাৎ পাঁচ লাখ টাকার জন্য বিগড়ানো এমন নয় । এখানে তো পঁচিশ টাকার জন্য নীয়ত বিগড়ায় ! অর্থাৎ এতে (এই দৃষ্টান্তে), ভোগার ইচ্ছায় কোন দেওয়া-নেওয়া নেই । ওকে এমন ধরনের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে যে 'দেওয়াতে কি আছে ? দেওয়ার বদলে আমি ই এখানে ব্যবহার করে নিই । যা হবে দেখা যাবে ।' এমন উল্টা জ্ঞান মিলেছে ওকে ।

সেইজন্য আমি সবাই কে বলি যে, ভাই চাও তো অতটুকুই ব্যবসা কর, লোকসান আসে তো অসুবিধা নেই, কিন্তু মনে এক ভাব স্থির করবে যে

আমাকে সবার পয়সা ফেরাতে হবে। কারণ পয়সা কার প্রিয় হবে না ? সবার প্রিয় লাগে। সেইজন্য, তার পয়সা ডুবে যায় এমন ভাব আমাদের মনে না আসে যেন। যা ই হোক না কেন কিন্তু আমাকে ফেরাতে হবে, এমন ডিসিজন প্রথম থেকেই রাখতে হবে। এটা অনেক বড় জিনিস। কোন অন্য কিছুতে হেরা-ফেরি হয় তো চলবে কিন্তু পয়সায় হেরা-ফেরি না হয় যেন। কারণ পয়সা তো দুঃখদায়ী, পয়সা কে তো একাদশ প্রাণ বলা হয়েছে। সেইজন্য কারো পয়সা ডোবাতে পার না। সে সব থেকে বড় জিনিস।

প্রশ্নকর্তা : মানুষ দেনা নিয়ে মরে যায় তো কি হবে ?

দাদাশ্রী : দেনা শোধ না করে মরে যায় তো ? দেনা পরিশোধ না করে মরে যায়, কিন্তু তার মনে শেষ পর্যন্ত-মৃত্যু পর্যন্ত, একটা কথা স্থির হতে হবে যে আমাকে এই পয়সা ফেরাতেই হবে। এই অবতারে সম্ভব না হয় তো পরের অবতারে আমাকে নিশ্চয় ফেরাতে হবে। যার এমন ভাব থাকে, তার কোন কষ্ট হবে না।

নিয়ম এমন যে পয়সা নেওয়ার সময় এ স্থির করে নেবে এর পয়সা আমাকে ফেরাতে হবে, এমন নিশ্চিত করে নেবে। ফের তার পরে প্রত্যেক চতুর্থ দিন স্মরণ করে এই পয়সা যত তারা-তারি পারি ফিরিয়ে দেব এমন ভাবনা করবে। এমন ভাবনা হয় তো টাকা ফেরাতে পারবে, অন্যথা রাম তোর মায়া।

আমরা কারো থেকে ঋণ নিই আর ভাব শুদ্ধ থাকে তখন জানবে যে এই পয়সা আমরা ফেরাতে পারবো। ফের তার জন্য চিন্তা করবে না। ভাব শুদ্ধ থাকে কি না, সেটাই ধ্যানে থাকে, এটা তার লেভেল (মাপ)। সামনের জন ভাব শুদ্ধ রাখে কি না, সেই থেকে আমরা জেনে যাব। তার ভাব শুদ্ধ না থাকে তো সেখান থেকেই আমাদের বুঝে নিতে হবে যে পয়সা চলে যাবে।

ভাব শুদ্ধ হতেই হবে। ভাব মানে, নিজের নীতিমত্তায় আপনি কি করেন ? তখন বলে যে, যদি তত টাকা হত তো সমস্ত আজকেই ফিরিয়ে দিতাম !' এর নাম শুদ্ধ ভাব। ভাবনায় তো এটাই হবে যে কখন তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দেব।

প্রশ্নকর্তা : দেউলিয়া হয় আর পয়সা না ফেরায় তো ফের কি পরের অবতারে ফেরাতে হবে ?

দাদাশ্রী : ওর ফের পয়সার সংযোগ প্রাপ্ত হবে না। তার কাছে পয়সা আসবেই না। আমাদের নিয়ম কি বলে যে টাকা ফেরানো সম্বন্ধী আপনার ভাব না বিগড়ায় যেন, তো এক দিন আপনার কাছে টাকা আসবে আর ঋণ শোধ হবে। কারো কাছে যতই টাকা হয় কিন্তু শেষে টাকা কোন সাথে আসে না। সেইজন্য কাজ করিয়ে নিন (নিজের স্বরূপ কে চিনে মোক্ষ মার্গ প্রাপ্ত করে নিন)। এখন মোক্ষ মার্গ আবার মিলবে না। একাশী হাজার বছর পর্যন্ত মোক্ষ্ মার্গ হাতে আসবে না। এ অন্তিম সুযোগ, এখন পরে আর সুযোগ নেই।

পয়সার বা ফের আর কোন সংসারী জিনিসের ঋণ হয় না, রাগ-দ্বেষের ঋণ হয়। পয়সার ঋণ হত তো আমি এমন কখনো বলতাম না যে, 'ভাই পাঁচশো পুরা চাইছিস তো পাঁচশো পুরা ফিরিয়ে দিবি অন্যথা তুই ছাড়া পাবি না।' আমি এটাই বলতে চাইছি যে তার নিষ্পত্তি করবি, পঞ্চাশ দিয়েও তুই নিষ্পত্তি করবি। আর ওকে জিজ্ঞাসা করে নেবে যে, 'তুই খুশি তো ? আর সে বলে যে, 'হ্যাঁ, আমি খুশি', অর্থাৎ হয়ে গেছে সমাধান।

যেখানে-যেখানে আপনি রাগ-দ্বেষ করেছেন, সেই রাগ-দ্বেষ আপনাকে ফিরিয়ে মিলবে।

সেভাবেই হোক সমস্ত হিসাব (ঋণানুবন্ধের হিসাব) মিটিয়ে দেবে। হিসাব মেটানোর জন্য এই অবতার। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব (কর্তব্যের অধীন) অনিবার্য।

একজন লেনদার একজনকে প্রতারিত করে যাচ্ছিল, সে আমাকে বলতে থাকে যে, 'এই লেনদার আমাকে অনেক গালা-গালি করে যাচ্ছে।' আমি বলি, 'সে আসে তখন আমাকে ডেকে নেবে।' ফের সেই লেনদার আসার পরে, আমি তার ঘরে যাই। আমি বাইরে বসি, ভিতরে সেই লেনদার ওকে (সেই লোককে) বলে যাচ্ছে, 'আপনি এমন নালায়িকী করেন ? এ তো বদমাইশি বলা হয়।' এমন-তেমন বলে অনেক গালা-গালি করতে থাকে,

তখন আমি ভিতরে গিয়ে বলি, "আপনি লেনদার না ?' তখন বলে, 'হ্যাঁ' । আমি তাকে বলি, "দেখুন, আমি দেবার এগ্রীমেন্ট (চুক্তি) করেছি আর আপনি নেবার এগ্রীমেন্ট করেছেন । আর আপনি যে এই গালাগাল দেন, এ 'এক্সট্রা আইটেম' (বিশেষ জিনিস), তার পেমেন্ট করতে হবে । গাল দেওয়ার শর্ত চুক্তিতে নেই, প্রত্যেক গালের চল্লিশ টাকা কাটা যাবে । বিনয়ের বাইরে বলেন তো সে 'এক্সট্রা আইটেম' হয়েছে বলা হবে, কারণ আপনি চুক্তির বাইরে যাচ্ছেন ।" এমন বলাতে সে নিশ্চয় সোজা হয়ে যাবে আর পরে এমন গাল দেবে না ।

কোন ব্যক্তি আপনাকে আড়াইশো টাকা ফেরায় না আর আপনার আড়াইশো টাকা গেল, ওতে ভুল কার ? আপনার ই না ? ভুগছে তার ই ভুল। এই জ্ঞানে ধর্ম হবে, সেইজন্য সামনের জনের উপরে আরোপ লাগানো, কষায় হওয়া, সব চলে যাবে । অর্থাৎ 'ভুগছে তার ই ভুল ।' এ মোক্ষে নিয়ে যাবে এমন । এক্‌জেক্ট ! 'ভুগছে তার ই ভুল ।'

প্রশ্নকর্তা : এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে তার আগেই আপনার ভুমিকা অনেকটা তৈয়ার হয়ে গিয়েছিল না ?

দাদাশ্রী : ভূমিকা অর্থাৎ আমার কিছু আসতো না । না আসার জন্যই তো মেট্রিকে নাপাস হয়ে পড়ে থাকি । আমার ভূমিকায় চরিত্র বল উঁচু ছিল এটা আমি দেখেছিলাম, তবু ও চুরি করেছিলাম । ক্ষেতে সব গাছ ছিল তখন ছেলেদের সাথে যাই । তখন গাছ কারো আর আম আমরা নিই ও চুরি বলা হবে কি না ? ছেলেবেলায় সব ছেলেরা আম খেতে যায় তখন আমি ও সাথে যেতাম । আমি খেতাম ঠিকই কিন্তু ঘরে নিয়ে যেতাম না ।

দ্বিতীয়, যখন থেকে ব্যবসা করি তখন থেকে আমি নিজের জন্য ব্যবসার সম্বন্ধে বিচার ই করি নি । আমাদের ব্যবসা যেমন চলে তেমন ই চলতে থাকে । কিন্তু আপনাকে দেখার পরে সব থেকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করব যে আপনার কেমন চলছে ? আপনার কি অসুবিধা আছে ? অর্থাৎ আপনার সমাধান করি, পরে এই ভাই আসে তখন ওকে জিজ্ঞাসা করি যে আপনার কেমন চলছে ? অর্থাৎ লোকের ঝামেলাতেই পরে থাকতাম । সারা জীবন

আমি এই ধান্দাই করতাম, আর কোন ধান্ধাই করি নি কখনো।

তবুও ব্যবসাতে আমি বেশী অভিজ্ঞ। কোন বিষয়ে কেউ চার মাস থেকে জড়িয়ে থাকে তো সে আমি এক দিনে সমাধান করে দিই।

কারণ কারো দুঃখ আমি দেখতে পারি না। কারো চাকরি না মেলে তো সিফারিসপত্র লিখে দিই। এমন-তেমন করা সমাধান বের করে দিই।

আমি ব্যবসা করতাম, তাতে আমার অংশীদারের সঙ্গে এক নিয়ম বানিয়ে রেখেছিলাম, যে যদি আমি চাকরি করতাম তো সেখানে আমি যত পয়সা পেতাম ততটাই ঘরে পাঠাবো। তার থেকে বেশী পাঠাবো না। সেইজন্য সেই পয়সা একেবার খাটি হবে। অন্য পয়সা সেখানে ব্যবসাতেই থাকে, নিয়োগে। তখন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, 'আবার তার কি করবো?' আমি বলি, 'ইন্‌কম্‌টেক্সওয়ালারা বলে, দেড় লাখ জমা করুন। তখন সেই পয়সা দাদার নামে জমা করে দেবে। আমাকে চিঠি লিখবে না।'

প্রশ্নকর্তা : কোন লোককে আমি পয়সা দিয়েছি আর সে ফেরায় না তো সেই সময় আমাদের ফেরত নেবার জন্য প্রযত্ন করা উচিৎ না ঋণ শোধ হয়ে গেছে মেনে সন্তোষ করে বসে থাকা উচিৎ ?

দাদাশ্রী : সে ফেরাতে পারে এমন স্থিতি হয় তো প্রযত্ন করবে আর না ফেরাতে পারে এমন স্থিতি হয় তো ছেড়ে দেবে।

প্রশ্নকর্তা : প্রযত্ন করবো না ফের এমন বুঝে যে সে আমাকে দেবার হলে তো ঘরে বসে দিয়ে যাবে আর না আসে তো ধরে নেব আমার ঋণ শোধ হল, এমন মেনে নেব ?

দাদাশ্রী : না, না, সেই পর্যন্ত মানার দরকার নেই। আমাদের স্বাভাবিক প্রযত্ন করতে হবে। আমরা ওকে বলতে হবে যে, 'আমার একটু পয়সার টানা-টানি চলছে, যদি আপনার কাছে আছে তো কৃপা করে পাঠিয়ে দেবেন।' এইভাবে বিনয়পূর্বক বলতে হবে আর না আসে তো আমাদের বুঝে নেব যে আমাদের কোন হিসাব হবে চুকতা হয়ে গেল। কিন্তু যদি আমরা প্রযত্ন না করি তো সে আমাদের মূর্খ ভাববে আর উল্টো রাস্তায় চলে যাবে।

এই সংসার সমস্ত পাঁজল। এতে মনুষ্য মার খেয়ে-খেয়ে মরে যায়। অনন্ত অবতার মার খেয়েছে আর যখন মুক্তির সময় এসেছে তখন ও নিজের মুক্তি করায় না। মুক্তি পাওয়ার এমন সময় আবার আসবে না না! আর যে ছাড়া পেয়ে গেছে (বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছে) সে ই আমাদের কে ছাড়াবে, বন্ধনগ্রস্ত আমাদের কিভাবে ছাড়াবে? যে মুক্ত হয়ে গেছে তার মহত্ব আছে। 'এ পয়সা না ফেরায় তো কি হবে?' এমন বিচার আসলে আমাদের মন নির্বল হতে থাকবে। সেইজন্য কাউকে পয়সা দেওয়ার পর, আমরা ঠিক করে নেব যে কালো কাপড়ে বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছি, তাহলে কি আপনি তার আশা রাখবেন? সেইজন্য দেবার আগেই আশা না রেখে দেবেন অন্যথা দেবেন ই না।

সংসারে লেন-দেন তো করতেই হয়! আমরা কোন লোককে টাকা ধার দিই, তার থেকে কেউ না ফেরায় তখন তার জন্য মনে ক্লেশ হতে থাকে যে, 'ও কবে দেবে? কবে দেবে?' এর কোন অন্ত আছে?

আমার সাথে ও এমন হয়েছিল কি না! পয়সা ফিরে আসবে না এমন চিন্তা তো আমি প্রথম থেকেই রাখতাম না। কিন্তু সাধারন তাগাদা করবে, তাকে বলবে নিশ্চয়। আমি একজনকে পাঁচশো টাকা দিয়েছিলাম। এই এমন হিসাব বই-খাতায় লেখা হয় না আর না ই কাগজে হস্তাক্ষর করা হয়। ফের সেই ঘটনার বছর-দেড় বছর হয়ে যায়। আমার ও কখনো মনে পরে নি। একদিন সেই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, তখন আমার মনে পরে, আমি বলি যে, 'সেই পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে দেবেন।' তখন সে বলে, 'কোন পাঁচশো?' আমি বলি যে, 'আপনি আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই।' সে বলে যে, 'আপনি আমাকে কবে দিয়েছিলেন? টাকা তো আমি আপনাকে দিয়েছিলাম, ভুলে গেছেন কি?' তখন আমি বুঝে যাই। ফের আমি বলি যে, 'হ্যাঁ আমার মনে পরেছে, এখন আপনি কাল এসে নিয়ে যাবেন।' ফের পরের দিন টাকা দিয়ে দিই। ওই লোক যদি আমার গলা ধরে যে আমার টাকা দিচ্ছেন না, তখন কি করবো? এ বাস্তবিক উদাহরণ।

অর্থাৎ এই সংসার কে কিভাবে পৌঁছাতে পারবেন? আমরা কাউকে পয়সা দিয়েছি আর ফের তার আশা রাখা ও, পয়সা কালো কাপড়ের টুকরোয়

বেঁধে সাগরে ফেলে দিয়ে ফের তার আশা করে, এমন মূর্খতা। কখনো এসে যায় তো জমা করে নেবে আর সেই দিন তাকে চা-জল খাইয়ে বলবে যে, 'ভাই, আপনার উপকার যে আপনি টাকা ফেরাতে এসেছেন অন্যথা এই কালে তো টাকা ফিরে আসার ই নয়। আপনি ফেরাতে এসেছেন ও আশ্চর্য ই বলবে।' সে বলে যে, 'সুদ পাবেন না।' তখন বলবে, মূল এনেছেন সেটাই অনেক।' বুঝলেন আপনি ? এমন ই সংসার। নিয়েছে সেটা ফেরাতে দুঃখ, ধার দেয় তার উসুল করার দুঃখ। এখন এতে সুখী কে ? আর সব 'ব্যবস্থিত' হয় ! না দেয় সেটাও "ব্যবস্থিত", আর ডবল দিই সে ও 'ব্যবস্থিত'।

প্রশ্নকর্তা : আপনি পরের পাঁচশো কেন দেন ?

দাদাশ্রী : ফের কোন অবতারে সে ভাইয়ের সাথে আমার সাক্ষাৎকার না হয় সেই জন্য।

লোকে জানতে পারে যে আমার কাছে পয়সা এসেছে তখন লোক আমার কাছে চাইতে আসে। তখন ফের আমি ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ পর্যন্ত সবাইকে দিতে থাকি। ফের ১৯৪৫ এ আমি স্থির করি যে এখন আমাকে তো মোক্ষের দিকে যেতে হবে। এখন এঁদের সাথে আমার মিল কিভাবে হবে ? আমি চিন্তা করি যে যদি আমি আদায় করি তো আবার টাকা ধার নিতে আসবে আর ব্যবহার চলতে থাকবে। আদায় করি তো পাঁচ হাজার ফিরিয়ে আবার দশ হাজার নিতে আসবে, তার বদলে পাঁচ হাজার ওর কাছে থাকে তো ওর মনে হবে যে, 'এখন এ না মেলে তো ভাল (যেন পয়সা ফেরাতে না হয়)।' আর কখনো রাস্তায় আমাকে দেখলে, সে অন্য দিকে চলে যায়। তখন আমি ও বুঝে যাই। এভাবে আমি ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। কারণ আমাকে ওদের ব্যবহার থেকে মুক্ত হওয়ার ছিল আর এই ভাবে উসুল করা বন্ধ করে দিই তাতে ওরা সবাই আমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করে দেয় !!

নেচারেল ন্যায় কি বলে ? যে যা হয়েছে সেটাই করেক্ট, যা হয়েছে সেটাই ন্যায়। যদি আপনি মোক্ষ পেতে চান তো হয়েছে সেটাই ন্যায় বোঝবে আর যদি ঘুরে-বেড়াতে চান তো কোর্টের ন্যায় দ্বারা সমাধান করুন। প্রকৃতি কি বলে ? হয়েছে সেটাই ন্যায় আপনি মেনে নেন তো আপনি নির্বিকল্প হতে

থাকবেন, আর কোর্টের ন্যায় দ্বারা যদি সমাধান করতে যান তো বিকল্পী হতে থাকবেন।

তিন-তিন বার চক্কর কাটে, তবুও দেনদার মেলে না আর যদি মিলেও যায় তো উল্টা সে আমাদের উপরেই রেগে যায়। এ তো এমন যে ঘরে বসে থাকলেও দিয়ে যাবে এমন এই রাস্তা। পাঁচ-সাত বার তাগাদা করার পরে সে বলে যে এক মাস পরে আসবেন, সেই সময় আপনার পরিণাম বদলে না যায় তো ঘরে বসে আসবে না। আপনার পরিণাম বদলে যায় তো? 'এ তো কম আক্কেলের। নালায়েক লোক, খামাখা ধাক্কা খাওয়াচ্ছে।' এভাবে, পরিণাম বদল হতে থাকে। তখন আবার আপনি যান তো সে গালা-গাল শোনাবে। আপনার পরিণাম বদলে যাওয়ার কারণে, সামনের জন না বিগড়ানোর হলেও বিগড়াবে।

প্রশ্নকর্তা : এর অর্থ এই হল যে সামনের জন আমাদের জন্যই বিগড়ায় ?

দাদাশ্রী : আমরাই আমাদের সব কিছু খারাপ করেছি। আমাদের যত সব সমস্যা আছে, ও সব আমরাই দাড় করিয়েছি। এখন ও সব শুধরানোর রাস্তা কি ? সামনের জন যতই দুঃখ দেয়, কিন্তু তার জন্য একটু ও উল্টা বিচার না আসে, ওসব ওকে শুধরানোর রাস্তা। এত আমাদের ও শুধরাবে আর ওর ও শুধরাবে। সংসারের লোকের উল্টা বিচার না এসে থাকে না, তবেই তো আমি সমভাবে সমাধান করার কথা বলছি। সমভাবে সমাধান মানে কি যে তার জন্য কোন কিছু উল্টা ভাববেই না।

আর উসুল করার সময় নিজের কাছে না থাকার জন্য কোন লোক না দেয় তো, তখন ফের শেষ পর্যন্ত তার পিছনে দৌড়াতে থাকবে না। সে শত্রুতা বাঁধবে! আর প্রেতযোনিতে গেলে আমাদের বিরক্ত করে দেবে। ওর কাছে নেই সেইজন্য দেয় না, তাতে ও বেচারার কি দোষ ? লোকে তো থাকলে ও দেয় না!

প্রশ্নকর্তা : থাকলে ও দেয় না তো কি করতে হবে ?

দাদাশ্রী : থাকলে ও না দেয় তো কি করতে পারবো আমরা তার ? দাবী দায়ের করব ! আর কি ? ওকে মার-ধর করি তো পুলিস আমাদের ধরে নিয়ে যাবে না ?

কোর্টে না যাও তো সেটাই উত্তম । যে বুদ্ধিমান লোক হয় সে কোর্টে যাবে না । আসার হলে আসবে, না হলে আসবে না । কিন্তু এমন ঝামেলা ডাকবে না । বিনা কাজে ভূতের মত বিরক্ত করতে থাকে । জেতার হলে তখন জিতবে কিন্তু জানা-জানি হবে যে এ লোক 'বেয়াক্কেলের, গাধা !' বলবে, আক্কেলের গাধা ! আর এই লোক ! গাধা নয় ! এসব কি বলা যায় ? আমার একজন ভক্ত আছে, উকিল, সে বলে আমরাও এরকম বলি । আরে কিরকম নেংটা লোক ? এ তো ভাল, লোকেরা ভাল হয় বলে শোনে তো সামলে নেয়, নয় তো লোকে জুতো খুলে মারলে তুমি কি করবে ?

কেউ আপনার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যায় আর এই ব্যাপার তিন-চার বছর হয়ে যায়, তখন আপনার রাশি হয়তো কোর্টের নিয়মের বাইরে চলে যাবে কিন্তু নেচার (প্রকৃতি) এর নিয়ম তো কেউ তো ভাঙ্গতে পারে না ! প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে রাশি ব্যাজ সহিত ফিরে আসে । এখানে (কোর্ট) এরনিয়ম অনুসারে কিছু মেলে না, এ তো সামাজিক নিয়ম । কিন্তু সেই প্রকৃতির নিয়মে তো ব্যাজ সাথে মেলে । সেইজন্য কখনো কেউ আমাদের তিনশো টাকা না ফেরায় তো আমরা তার থেকে উসুল করতে হবে । ফিরিয়ে নেওয়ার কারণ কি ? এই ভাই রাশি না ফেরায় তখন প্রকৃতির সুদ তো কত বেশী হয়? শ'-দুইশো বছরে তো রাশি কত বেশী হয়ে যাবে ? সেইজন্য উসুল করে আমরা ওর থেকে ফিরিয়ে নিয়ে নেওয়া উচিৎ, যাতে বেচারার এত বেশী ভার ওঠাতে না হয় । কিন্তু সে না ফেরায় আর ঝুঁকি নিয়ে নেয় তো তার দায়িত্ব আমাদের নয় ।

প্রশ্নকর্তা : প্রকৃতির সুদের হার কি হয় ?

দাদাশ্রী : নেচারেল ইন্টারেস্ট ইজ ওয়ান পারসেন্ট অ্যানুয়েলী । অর্থাৎ একশো টাকায় এক টাকা ! যদি সে তিনশো টাকা না ফেরায় তো অসুবিধা নেই । আমরা বলি, আমরা দুজন বন্ধু । আমরা সাথে তাস খেলি।

কারণ আমাদের তো কোন রাশি যাবার নয় না ! এই নেচার (প্রকৃতি) এত করেক্ট (সঠিক) যে যদি আপনার একটা চুল ও চুরি করে, তো সেটাও যাবে না । নেচার একদম করেক্ট । পরমাণু থেকে পরমাণু পর্যন্ত করেক্ট । সেইজন্য উকিল করার মত সংসার ই না । আমার চোর মিলবে, ডাকাত মিলবে এমন ভয় ও রাখার মত নয় । এ তো পেপারে আসে যে আজ অমুক কে গাড়ি থেকে নামিয়ে গয়না লুটে নিয়েছে, অমুক কে মোটরে মেরে পয়সা নিয়ে নিয়েছে । 'তো এখন সোনা পড়বো কি পড়বো না ?' ডোন্ট ওরী ! (চিন্তা ছাড়) কোটি টাকার রত্ন পড়ে ঘোরবে তখন ও আপনাকে কেউ ছুঁতে পারবে না । এমন এই সংসার । আর এ একদম করেক্ট । যদি আপনার দায়িত্ব হবে তবেই আপনাকে ধরবে । সেইজন্য আমি বলি যে আপনার উপরি (মালিক) কেউ নেই । 'ডোন্ট ওরী !' (চিন্তা করবেন না) নির্ভয় হয়ে যান ।

ব্যবসায় বিনা হকের নেওয়া উচিৎ নয় । আর যেদিন বিনা হকের এসে যাবে, সেই দিন ব্যবসাতে উন্নতি থাকবে না । ভগবান হাত দেন ই না । ব্যবসায় তো আপনার কুশলতা আর আপনার নীতিমত্তা দুই ই কাজে আসবে। অনীতিতে এক-দুই বছর ঠিক মিলবে কিন্তু ফের লোকসান হবে । ভুল হলে যদি পশ্চাতাপ কর তবে ও ছাড়িয়ে যাবে । ব্যবহারের সমস্ত সার নীতি ই হয়। পয়সা কম থাকে পরন্তু নীতি থাকে তাহলে ও আপনার শান্তি থাকবে আর বিনা নীতি তে, পয়সা বেশী হলেও অশান্তি থাকবে । নৈতিকতা ছাড়া তো ধর্মই নেই । ধর্মের ভীত ই নৈতিকতা !

এই এমন বলা হয় যে পালন করতে পার তো সম্পূর্ণ নীতির পালন করবে আর এমন পালন হতে পারে না তো নিশ্চয় করুন যে দিনে তিন বার তো আমাকে নীতি পালন করতেই হবে । নয়তো ফের নিয়মে থেকে অনীতি করে তো সে ও নীতি হয় । যে মানুষ নিয়মে থেকে অনীতি করে তাকে আমি নীতি বলি । ভগবানের প্রতিনিধি হিসাবে, বীতরাগীদের প্রতিনিধি হিসাবে আমি বলি যে অনীতি ও নিয়মে থেকে করবে, এই নিয়ম ই তোকে মোক্ষে নিয়ে যাবে । অনীতি করে কি নীতি করে, আমার জন্য এর মহত্ব নেই, কিন্তু নিয়মে থেকে করবে ।

আমি তো এমন বলি যে অনীতি কর কিন্তু নিয়মে থেকে। একটা নিয়ম বানাবে যে ভাই, আমাকে এতটাই অনীতি করতে হবে, এর থেকে বেশী নয়। প্রতিদিন দশ টাকা দোকানে বেশী নেব, তার বেশী পাঁচশো টাকা আসলেও আমি নেব না।

এ আমার গূঢ় বাক্য। এই বাক্য যদি বুঝতে পার তো কল্যাণ ই হয়ে যাবে না ? ভগবান ও খুশী হয়ে যায় যে অন্যের মাঠে চারণ করবে তবুও নিজের আবশ্যকতা যতটাই ই চারণ করবে ! অন্যথা পরের মাঠে চারণ করতে হয় ফের প্রমাণ হয় ই না না ?!

আপনি বুঝতে পারেন তো ? যে অনীতির ও নিয়ম রাখবে। আমি কি বলি যে, 'তুই ঘুষ নিবি না আর তোর পাঁচশো-র কমতি হয়, তখন ক্লেশ কি পর্যন্ত করবি ? লোকের থেকে-বন্ধুর থেকে টাকা ধার নেয়, এতে বেশী ঝুঁকি ওঠায়। সেইজন্য আমি ওদের বোঝাই যে 'ভাই তুই অনীতি কর কিন্তু নিয়মে কর।' এই নিয়মে অনীতি করা জন নীতিবান থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ নীতিবানের মনে এমন রোগ বসে যে 'আমি কিছু হই'। যখন কি না নিয়মে অনীতি করাদের মনে এমন রোগ লাগে না ?

এমন কেউ সেখাবেই তো নয় না ? নিয়মে থেকে অনীতি করা ও কোন সাধারণ কার্য নয়, এ তো অনেক বড় কাজ।

অনীতি ও নিয়মে হয় তো তার মোক্ষ হবে, কিন্তু যে অনীতি করে না, যে ঘুষ নেয় না তার মোক্ষ কিভাবে হবে ? কারণ যে ঘুষ নেয় না তার, 'আমি ঘুষ নিই না ' এই অহংকার শীর্ষে থাকে। ভগবান ও তাকে বাইরে বের করবে যে, 'ভাগ এখান থেকে, তুই কুৎসিত লাগছিস।' এর অর্থ এটা নয় যে আমি ঘুষ নিতে বলি, কিন্তু যদি তোকে অনীতি ই করতে হয় তো নিয়মে করবি। নিয়ম করবি যে ভাই আমি ঘুষে পাঁচশো টাকাই নেব। পাঁচশো' থেকে বেশী যা কিছুই দেয়, আরে পাঁচ ছাজার টাকা দেয়, তখনো নেব না। আমাদের ঘর খরচে কম পরে ততটাই, পাঁচশো' টাকা ই ঘুষ নিবি। বাকী, এমন দায়িত্ব তো আমরাই নিই। কারণ এমন কালে লোকে ঘুষ না নেবে, তো কি করবে বেচারারা ? তেল-ঘি এর দাম কত উপরে উঠে গেছে, চিনির দাম কত বেশী?

তখন বাচ্চাদের ফীস-এর পয়সা না দিলে থোরাই চলবে ? দ্যাখ, তেলের দাম সত্তর টাকা হয়ে গেছে তো ?

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ।

দাদাশ্রী : ব্যবসায়ী কালো বাজারি করে, তখন তার নির্বাহ হয় ! আর চাকরদের দেখার জন্য কেউ নেই না ?! সেইজন্য আমি বলি যে ঘুষ ও নিয়মে নেবে। তো এই নিয়ম তোকে মোক্ষে নিয়ে যাবে। ঘুষ বাধাঁরূপ নয়, অনিয়ম বাধাঁরূপ হয়।

প্রশ্নকর্তা : অনীতি করা তো ভুল ই বলা হয় না ?

দাদাশ্রী : এমনি তো তাকে ভুল বলেই তো ! কিন্তু ভগবানের ঘরে তো অন্য ধরণের ব্যাখ্যা হয়। ভগবানের কাছে তো নীতি বা অনীতি, এর ঝগড়াই নেই। ওখানে তো অহংকার ই বাধাঁরূপ হয়। নীতি পালন করা দের অহংকার অনেক বেশী হয়। তার তো বিনা মদে নেশা চড়ে থাকে।

প্রশ্নকর্তা : এই ঘুষে পাঁচশো নেওয়ার ছাড় দিই তো ফের যেমন-যেমন আবশ্যকতা বাড়তে থাকবে তেমন-তেমন সে অধিক রাশি নেয় তখন?

দাদাশ্রী : না, ও তো একটা নিয়ম, পাঁচশো মানে পাঁচশো-ই, ফের সেই নিয়মেই থাকতে হবে।

এই সময় মানুষ এই সব মুস্কিলে কিভাবে দিন কাটাবে ? আর ফের তার টাকার কমতি পুরা না হয় তো কি হবে ? ঝামেলা সৃষ্টি হবে যে টাকার যে কমতি হয়েছে ও কোথা থেকে আনবো ? এ তো যত ঘাটতি ছিল ততটুকু এসে গেছে। তার ও পাঁজল ফের সল্‌ভ হয়ে গেল না ? অন্যথা এতেও মানুষ উল্টা রাস্তায় চলে যায় আর ফের উল্টা রাস্তায় এগিয়ে যেতে থাকে আর ঘুষ-খোরীতে চলে যায়। তার বদলে এই মাঝের রাস্তা বেড় করেছে, যেখানে অনীতি করলেও নীতি বলা হয় আর তার জন্য ও সরল হয়ে যায়, নীতি বলা হয় আর তার ঘর চলে।

মূল বস্তুতঃ আমি কি বলতে চাইছি তা যদি বুঝতে পেরে যায় তো কল্যাণ হয়ে যায়। প্রত্যেক বাক্য দ্বারা আমি কি বলতে চাইছি এই সব কথা যদি বুঝতে পেরে যায় তো কল্যাণ হয়ে যায়। কিন্তু যদি সে নিজের ভাষায় নিয়ে যায় তো কি করবে ? প্রত্যেকের নিজের স্বতন্ত্র ভাষা হবেই, সে নিয়ে গিয়ে নিজের ভাষায় ফিট্ (অনুকূল) করে দেবে, কিন্তু এ ওর বোধে আসবে না যে 'নিয়মে অনীতি করে।'

আমি ও ব্যবসায়ী মানুষ। সংসারে ব্যবসা-রোজগার, ইন্‌কম্‌ট্যাক্স ইত্যাদি সব আমার ও আছে। আমি কন্ট্রেক্টের উলঙ্গ ব্যবসা করি। তবু ও তাতে আমি সম্পূর্ণ 'বীতরাগ' থাকি। এমন 'বীতরাগ' কিভাবে থাকতে পারি ? 'জ্ঞান দ্বারা।' অজ্ঞানে লোক দুঃখী হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্নকর্তা : 'ভুল' করার ইচ্ছা নেই, তবু ও করতে হয়।

দাদাশ্রী : যে অনিবার্য করতে হয়, তার পশ্চাতাপ থাকতে হবে। আধা ঘন্টা বসে পশ্চাতাপ করা উচিৎ যে, 'এ করতে চাই না, তবু ও করতে হয়।' আমাদের আফসোস প্রকাশ করেছি মানে আমরা দোষ থেকে মুক্ত হলাম। আর এ তো আমাদের ইচ্ছা না হলেও, অনিবার্য করতে হয়, তার প্রতিক্রমণ করতে হয়। 'এমন ই করা উচিৎ' (এই ভাব থাকে) তো তার উল্টা পরিণাম আসবে। এমন করে প্রসন্নতা হয় এমন ও মানুষ আছে না ? এ তো আপনার মন্দ কর্ম (সরলতা) এর জন্য এমন পশ্চাতাপ হবে, অন্যথা লোকের তো আফ্‌সোস ও হয় না।

অধিক ধন হয় তো কোন ভগবান বা সীমন্ধর স্বামীর মন্দিরে দেবার যোগ্য, অন্য একটা ও স্থান নেই আর কম পয়সা হয় তো মহাত্মাদের ভোজন করানোর মত অন্য কিছুই নেই ! আর তার থেকেও কম হলে কোন দুঃখী কে দেবে। কিন্তু ও নগদে নয়, খাবার-দাবার জিনিস ইত্যাদি দিয়ে দেবে ! এখন কম পয়সা হলে ও দান করা পোষায় কি না ?

* * *

[৪]

মমতা- শূন্যতা

আমাদের পাপের কেউ অংশীদারি করে না। সেখানে হাত ও দেবে না ।আমরা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করি তো, 'ভাই, আমি চুরি করে-করে ধন কামাই।' তখন সে বলে, 'আপনি কামাতে চান তো কামান, আমার এমন চাই না।' স্ত্রী ও বলে, 'সারা জীবন উল্টা-সিধা করেছেন, এখন ছেড়ে দিন না।' তখন ও এই মূর্খ ছাড়বে না।

কাউকে দেওয়া শিখেছে তখন থেকে সদ্‌বুদ্ধি উৎপন্ন হয়েছে। অনন্ত অবতার থেকে দিতে শেখেই নি। এঁঠো ও দেওয়া তার পছন্দ নয় এমন মনুষ্য স্বভাব! গ্রহণ করাই তার স্বভাব! যখন জানোয়ারে ছিল তখনো গ্রহণ করার ই স্বভাব, দেওয়া নয়! সে যখন থেকে দিতে শেখে তখন থেকে মোক্ষের দিকে ঘোরে।

চেক আসে তখন থেকেই বুঝবে না যে এটা ভাঙালে পয়সা আসবে! (পুণ্যের ফল আসলে সুখ মেলে।) তো এ তো (পুণ্যের) চেক নিয়ে এসেছিলে আর ও আজ ভাঙ্গালেন আপনি! ভাঙ্গালেন তাতে কি পরিশ্রম করেছেন আপনি? এতে লোকে বলে, 'আমি এত কামিয়েছি, আমি পরিশ্রম করেছি!' আরে! এক চেক ভাঙ্গালেন সেটা কি পরিশ্রম করা বলে? সে ও ফের চেক যতর ততই প্রাপ্ত হয়। তার থেকে বেশী মিলবে না না? (পুণ্য হয় ততটাই মিলবে, বেশী না) এটা বুঝেছেন আপনি?

আমার বলার এটাই যে গম্ভীরতা ধারণ করুন, শান্তি রাখুন, কারণ যে পূরণ-গলনের জন্য লোকেরা দৌড়া-দৌড়ি করে যাচ্ছে সে তার অবতার ব্যর্থ নষ্ট করে আর ব্যাঙ্ক বেলেন্সে কোন ফারাক হবার নয়, ও নেচারেল (প্রাকৃতিক)। নেচারেলে কি করার আছে? সেই জন্য আমি এই আপনার ভয় ভাগাই। আমি 'যেমন হয় তেমন' উন্মুক্ত করে যাচ্ছি যে যোগ-বিয়োগ (কামানো-খোয়ানো) কারো হাতে নেই, ও নেচারের হাতে। ব্যাঙ্কে সংযোজিত করা সে ও নেচারের হাতে আর ব্যাঙ্কে ব্যবকলন করা সে ও

নেচারের হাতে। অন্যথা ব্যাঙ্কওয়ালারা একটাই খাতা রাখতো। ক্রেডিট একলাই রাখতো, ডেবিট রাখতোই না।

কারো সাথে বিবাদ (কিচ্-কিচ্) করবে না। আর ফের এমন লোক কখনো-সখনো ই মিলবে! এখন ওদের সাথে ঝগড়া করে কি প্রাপ্ত হবে? (আমি) একবার বলে দিই যে 'ভগবান কে স্মরণ কর' তখন সে বলে, 'ভগবান কে আবার? এমন কথা বের হয়ে যায় তো বুঝে নেবে এ বিদ্রোহী।

অসমর্থতা যেমন দ্বিতীয় পাপ নেই! অসমর্থতা না হওয়া উচিৎ। চাকরি না মেলে তো অসমর্থতা, লোকসান হয় তো অসমর্থতা, ইন্‌কম্‌টেক্স অফিসার ধমকায় তো ও অসমর্থতা। আরে, অসমর্থতা কেন করিস। খুব বেশী সে কি করবে? পয়সা নিয়ে যাবে, ঘর নিয়ে যাবে, আর কি নিয়ে নেবে? তাহলে অসমর্থতা কিসের জন্য? অসমর্থতা তো ভগবানের অপমান বলা হয়। আমরা অসমর্থতা করি তো ভিতরে ভগবানের ভয়ংকর অপমান হয়। কিন্তু কি করবে ভগবান?

ব্যবহারিক নিয়ম কি! শেয়ার বাজারে লোকসান হয় তো মুদিখানায় ভর্তুকি করবে না। শেয়ার বাজার থেকেই ভর্তুকি করবে।

অনেক মশা হয় তখনো সারা রাত ঘুমাতে দেবে না আর দুটো হয় তখনো সারা রাত ঘুমাতে দেবে না। তো আমি বলি যে 'হে মচ্ছরময় জগত! দুটোই ঘুমাতে দেয় না তো সব এক সাথে আস না! এই লাভ-লোকসান, মশা ই বলা হয়। মশা তো আসতেই থাকবে। আমরা ওদের ওড়াতে থাকবো আর ঘুমিয়ে পরবো।

ভিতরে অনন্ত শক্তি আছে। সেই শক্তিওয়ালা কি বলে, যে 'হে চন্দুভাই! আপনার কি বিচার? তখন ভিতরে, বুদ্ধি বলে যে 'এই ব্যবসায় এত লোকসান হয়েছে। এখন কি হবে? এখন চাকরি করে লোকসান পুরা করুন।' ভিতরের অনন্ত শক্তিওয়ালা কি বলে, 'আমাকে জিজ্ঞাসা করুন না, বুদ্ধির পরামর্শ কেন নিচ্ছেন? আমাকে জিজ্ঞাসা করুন না, আমার কাছে অনন্ত শক্তি আছে। যে শক্তি লোকসান করায় সেই শক্তির কাছেই মুনাফার খোঁজ করুন না! লোকসান করায় অন্য শক্তি আর মুনাফা খোঁজে

অন্য কোথাও। এতে সমন্বয় কিভাবে হবে ? ভিতরে অনন্ত শক্তি আছে। আপনার 'ভাব' পরিবর্তন না হয় তো ফের এই সংসারে এমন কোন শক্তি নেই যে আপনার ইচ্ছানুসারে না চলবে। এমন অনন্ত শক্তি আমাদের সবার ভিতরে আছে। কিন্তু কারো দুঃখ না হয়, কারো হিংসা না হয়, এমন আমাদের লাঁ (নিয়ম) হওয়া উচিৎ। আমাদের ভাব-এর লাঁ' এত কঠিন হওয়া চাই যে দেহ যাবে কিন্তু আমাদের ভাব যাবে না। দেহ যদিও চলে যাবে, ওতে ভয় পাওয়ার আবশ্যকতা নেই। এমন ভয় পেলে কিভাবে চলবে, কোন চুক্তি ই করতে পারে না। আমি তো এমন বড়-বড় দালাল দেখেছি, যে চল্লিশ লাখ টাকার আদায় করার কথা বলে আর উপর থেকে এমন বলে যে, দাদাজী, বেশীর ভাগ লোক উল্টা বলে (ভয় দেখায়), তো কি হবে ? তখন আমি বলি, একটু ধৈর্য্য রাখতে হবে, ভিত মজবুত হতে হবে। রাস্তায় গাড়ি সব এত গতিতে চলে, তবু ও সব অক্ষত থাকে, তাহলে কি ব্যবসাতে সেফ (অক্ষত) যাব না ? রাস্তায়, একটু-একটুতে টক্কর লাগবে এমন লাগে, কিন্তু টক্কর হয় না। কি সবার টক্কর হয়ে যায় ? অর্থাৎ যে জায়গায় ক্ষত লাগে সেই জায়গা ভরে যাবে, সেইজন্য জায়গা বদলাবেন না। নিয়ম ও এটাই।

আমাদের যা-যা শক্তি আছে তা দিয়ে আমরা অব্লাইজ (উপকৃত) করবো। পদ্ধতি যাই ই হোক, সামনের জনকে, সবাইকে সুখ দেব। সকালে নিশ্চয় করতে হবে যে আজ আমাকে যে কেউ ই মেলে তাকে কিছু সুখ দিতে হবে। পয়সা না দিতে পার তখনো সুখ দেওয়ার অন্য অনেক রাস্তা আছে। বোঝাতে পার। কোন সমস্যাতে থাকে তো ধৈর্য্য বাড়াতে পার আর কিছু পয়সা দিয়ে ও সাহায্য করতে পার কি না, পাঁচ পঁচিশ ডলার !

যত দায়িত্বে (অন্তর থেকে) অন্যের জন্য করে সে নিজের (কল্যাণ) করে।

প্রশ্নকর্তা : অন্যের করে সে নিজের করে। এ কিভাবে ?

দাদাশ্রী : সব আত্মা সম-স্বভাবের হয়। সেইজন্য যে অন্যের আত্মার জন্য করে ও নিজের আত্মাকে পৌঁছায়। আর যে অন্যের দেহের জন্য করে সে ও পৌঁছায়। ফারাক শুধু এতটুকু, যে আত্মার জন্য করে ও অন্য রীতিতে

পৌঁছায়, তার মোক্ষে যাওয়ার রাস্তা খুলে যায়। আর শুধু দেহের জন্য করে তো এখানে (সংসারে) সুখ ভোগতে থাকে। অর্থাৎ, এতটা পার্থক্য।

প্রশ্নকর্তা : আমার মামা আমাকে ব্যবসায় ফাঁসিয়েছে, ও যখন-যখন মনে পরে তখন আমার মামার জন্য খুব উদ্বেগ হয় যে উনি এমন কেন করেছেন ? আমি কি করবো ? কোন সমাধান মিলছে না ?

দাদাশ্রী : এমন যে ভুল তোর, সেইজন্য তোকে তোর মামা ফাঁসিয়েছে। যখন তোর ভুল থাকবে না তখন তোকে কেউ ফাঁসানেওয়ালা মিলবে না। যে পর্যন্ত আপনার ফাঁসানেওয়ালা মেলে সে পর্যন্ত আপনার ই ভুল। আমার (দাদাজীকে) কেন কোন ফাঁসানেওয়ালা মেলে না ? আমি ফাঁসতে চাই তবুও আমাকে কেউ ফাঁসায় না আর তোকে কেউ ফাঁসাতে আসে তো তুই ছিটকে যাবি ! কিন্তু আমার তো ছিটকে যাওয়া ও আসে না। অর্থাৎ আপনাকে কেউ কি পর্যন্ত ফাঁসাবে ? যে পর্যন্ত আপনার বহী-খাতায় কোন হিসাব বাকী আছে, লেন-দেনের হিসাব বাকী আছে, সে পর্যন্ত ই আপনাকে ফাঁসাবে। আমার বই-খাতায় সমস্ত হিসাব মিটে গেছে। কিছু সময় আগে তো আমি লোককে এ পর্যন্ত বলতাম যে ভাই যার ই পয়সার সঙ্কট আছে, সে আমাকে একটা গাট্টা মেরে আমার থেকে পাঁচশো টাকা নিয়ে যাবে। তখন ওরা বলে যে, না ভাই, এই সঙ্কট কে তো আমি যে কোন ভাবে সামলিয়ে নেব, কিন্তু আপনাকে গাট্টা মারি তো আমার কি গতি হবে ? এখন এই কথা সবাইকে বলা যায় না, কিন্তু ডেভেলপ লোকদের বলতে পারি।

অর্থাৎ ওয়ার্ল্ডে (সংসারে) তোকে কেউ ফাঁসানেওয়ালা নেই। ওর্ল্ডের তুই মালিক, তোর কোন মালিকই নেই। ভগবান একাই তোর মালিক। কিন্তু যদি তুই নিজেকে (আত্মাকে) জেনে নিস, ফের তোর কোন মালিক থাকবেই না। ফের কে ফাঁসানেওয়ালা আছে ওয়ার্লডে ! কেউ আমাদের উপরে নাম নেবে এমন নেই। কিন্তু এ তো দ্যাখ না, কত সব ফেসাদ হয়ে গেছে !

সেইজন্য, মামা আমাকে ফাঁসিয়েছে এমন মন থেকে বেড় করে দাও আর ব্যবহারে কেউ জিজ্ঞাসা করে তো তখন এমন বলবে না যে আমি ওকে

ফাঁসিয়েছিলাম, সেইজন্য উনি আমাকে ফাঁসিয়েছে ! কারণ লোকে এই বিজ্ঞান জানে না, সেইজন্য ওদের ভাষাতেই কথা বলতে হবে যে মামা এমন করেছেন। কিন্তু ভিতরে আমরা জানি যে এতে আমার ই ভুল ছিল। এই 'দাদা' বলেছে তাই ঠিক। আর কথাটা ঠিক কি না, কারণ মামা এখন ভুগছে না, সে তো গাড়ি নিয়ে মজা করছে। প্রকৃতি তাকে ধরবে তখন তার দোষ প্রমানিত হবে আর আজ তো প্রকৃতি তোকে ধরেছে না !

দোকানে না যাই তো কামাই হবে না। তেমন ই এখানে সৎঙ্গে, আপনার কাছে অধিক সময় না হলেও পাঁচ-দশ মিনিট এসে দর্শন করে যাবেন, যদি আমি এখানে আছি তো আপনাকে, হাজিরা তো দিতেই হবে কি না !

দাদাজী কাছে সাহায্য চাওয়া ও তো বেয়ারার চেক, ব্লেঙ্ক (সাদা) চেক যেমন বল হয়। তাকে সব সময় খরচ করবেন না, বিশেষ পরিস্থিতি আসলে শিকল টানবে। সিগারেটের প্যাকেট পড়ে যায় আর আমরা গাড়ির শিকল টানি তো শাস্তি হবে কি না ? অর্থৎ এমন দুরুপযোগ করবে না।

প্রশ্নকর্তা : বর্তমানে টেক্স এত বেড়ে গেছে যে (টেক্সের) চুরি না করে বড় ব্যবসা পরিচালনা করা মুস্কিল। সবাই ঘুষ চায় তো এর জন্য চুরি তো করতেই হবে না ?

দাদাশ্রী : চুরি কর কিন্তু তোমার পশ্চাতাপ হয় কি না ? পশ্চাতাপ হলেও ও হালকা হয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : তো ফের এমন সংযোগে কি করতে হবে ?

দাদাশ্রী : আমরা জানি যে এ ভুল হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আমাদের হার্টিলী (হৃদয় থেকে) অনুশোচনা করতে হবে। ভিতরে অনুশোচনার জ্বলন হতে হবে তবেই ছাড়া পাবে। আজ কোন কালো বাজারের মাল আনো তো আবার তাকে কালো বাজারেই বেচতে হবে। তখন চন্দুলাল কে বলবে যে প্রতিক্রমণ করুন। হ্যাঁ, আগে প্রতিক্রমণ করতে না সেইজন্য কর্মের এত সব পুকুর ভরেছ। এখন প্রতিক্রমণ করেছ মানে শুদ্ধ করে ফেলেছ। লোভ

হওয়ার নিমিত্ত কে ? লোহা কালো বাজারে বিক্রি কর তো আমরা চন্দুলালকে বলবো,"চন্দুলাল, বেচ এতে অসুবিধা নেই, ও 'ব্যবস্থিত'-এর অধীন। কিন্তু এখন তার প্রতিক্রমণ করে নাও আর বল যে এমন আর হবে না।"

এক জন বলে, 'আমার ধর্ম চাই না। ভৌতিক সুখ চাই।' তাকে আমি বলবো, প্রামাণিক থাকবে, নীতি পালন করবে।' মন্দিরে যেতে বলবো না। অন্যকে তুই দিস ও দেবধর্ম। কিন্তু অন্যের বিনা হকের (হারামের) নিস না ও মানব ধর্ম। অর্থাৎ প্রামাণিকতা এ সব থেকে বড় ধর্ম। ডিস্অনেস্টি ইজ দ্যা বেস্ট ফুলিসনেস (অপ্রমাণিকতা সর্বোত্তম মূর্খতা) ! কিন্তু অনেস্ট না থাকতে পারি, তখন কি করব ? সমুদ্রে গিয়ে পড়ব ? দাদাজী শেখায় যে, ডিস্অনেস্টি হয় তার প্রতিক্রমণ কর। পরের অবতার তোমার উজ্জ্বল হয়ে যাবে । ডিস্অনেস্টিকে ডিস্অনেস্টি মেনে তার পশ্চাতাপ করবে । পশ্চাতাপ করা মানুষ অনেস্ট হয় এ নিশ্চিত।

অনীতিতে পয়সা কামায়, ইত্যাদি সব কিছুর উপায় বলা হয়েছে। অনীতিতে পয়সা কামালে রাত্রে 'চন্দুলাল' কে বলবে যে বার-বার প্রতিক্রমণ করুন, অনীতিতে কেন কামালে ? এরজন্য প্রতিক্রমণ করুন। রোজ ৪০০-৫০০ প্রতিক্রমণ করাবে। স্বয়ং শুদ্ধাত্মা কে করতে হবে না। 'চন্দুলাল' কে দিয়ে করাবে। যে অতিক্রমণ করেছে তাকে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে।

এখন অংশীদারের সাথে মতভেদ হয়ে যায় তো অবিলম্বে আপনি জানতে পারবেন যে দরকারের থেকে বেশী বলে দিয়েছি। এতে অবিলম্বে তার নামে প্রতিক্রমণ করবেন। আমাদের প্রতিক্রমণ ক্যাশ পেমেন্ট (নগদ) এর মত হওয়া উচিৎ। এই ব্যাঙ্ক ও ক্যাশ বলা হয় পেমেন্ট ও ক্যাশ বলা হয়।

এই সংসারে অন্তরায় কিভাবে পড়ে এ আমি আপনাকে বলছি। আপনি যে অফিসে চাকরি করেন সেখানে আপনার 'অসিস্টেন্ট (সহায়ক)' কে বেআক্কেলের বলেন, ওতে আপনার আক্কেলের উপর অন্তরায় পড়বে ! বলুন, এখন এই অন্তরায়ে সমস্ত সংসার ফেঁসে এই মনুষ্য জন্ম ব্যর্থ নষ্ট করে ফেলে ! আপনার 'রাইট' (অধিকার) ই নেই, সামনের জনকে বেআক্কেলের বলার। আপনি এমন বলেন সেইজন্য সামনের জন ও উল্টা বলবে, এতে

ওর ও অন্তরায় পড়বে। বলুন এখন, এই সংসারে অন্তরায় পড়া কিভাবে বন্ধ হবে? কাউকে আপনি অপদার্থ বলেন তো আপনার *লায়কাত* (পাত্রতা) এর উপরে অন্তরায় পড়ে ! আপনি অবিলম্বেই এর প্রতিক্রমণ করেন তো অন্তরায় পড়ার আগেই ধুয়ে যাবে।

প্রশ্নকর্তা : চাকরিতে দায়িত্ব পালন করতে, আমি খুব কড়া ভাবে লোকের অপমান করেছিলাম, তাচ্ছিল্য করেছিলাম।

দাদাশ্রী : এই সবের প্রতিক্রমণ করবে। তাতে আপনার উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না, আপনি নিজের জন্য নয়, সরকারের জন্য করেছিলেন সব, সেইজন্য ও সিন্সিয়েরিটী (নিষ্ঠা) বলা হয়।

* * *

[৫]

লোভে দাঁড়িয়ে সংসার

যে জিনিস প্রিয় হয়ে গেছে তাতেই মূর্ছিত থাকা, তার নাম লোভ। সেই জিনিস প্রাপ্ত হওয়ার পরেও পরিতৃপ্তি হয় না ! লোভী তো সকালে জাগে তখন থেকে রাত্রে চোখ বন্ধ করা পর্যন্ত লোভেই থাকবে। এর নাম ই লোভী। সকালে জাগে তখন থেকে লোভের গ্রন্থি যেমন দেখায় তেমন করে। লোভী হাসতে ও সময় নষ্ট করে না, সারাদিন লোভেই থাকে। বাজারে যায় সেখান থেকে লোভ চালু। দ্যাখ, লোভ। লোভ, লোভ, লোভ ! এখানে বিনা কাজে ঘুরে বাড়ায়। লোভী বাজারে যায় তো সে জানে এই দিকে দামী সব্জী পাওয়া যায় আর ওই দিকে সস্তা সব্জীর ঠেলা বসেছে। তো সে সস্তা ঠেলা খুঁজে সব্জী নিতে যায়।

লোভী ব্যক্তি ভবিষ্যতের জন্য সমস্ত জমা করে। ফের অনেক জমা হওয়ার পর, দুটো বড়-বড় ইঁদুর ঢুকে যায় আর সব সাবাড় করে যায় !

লক্ষ্মী জমা করবে, কিন্তু বিনা ইচ্ছাতে। লক্ষ্মী আসে তো বাঁধা দেবে না আর না আসে তো ভুল পথে তাকে টানবে না।

মা লক্ষ্মী তো নিজে নিজেই আসার জনা বাঁধা পড়ে আছে। এমনি আমরা সংগ্রহ করলে সংগ্রহীত হয় না যে আজ সংগ্রহ করি আর পঁচিশ বছর পরে, মেয়ের বিয়ে পর্যন্ত থাকবে, সেই কথায় কিছু রাখে নি এমন কেউ মানে তো সেই কথা ভুল। এ যে সময় যা আসে সেই সত্য। ফ্রেস থাকা উচিৎ।

যে জিনিস সহজে মেলে তার ব্যবহার করবে, ফেলে দেবে না। সৎপথে ব্যবহার করবে। অনেক জমা করার ইচ্ছা রাখবে না। জমা করার এক নিয়ম হওয়া উচিত যে আমাদের পুজিতে এতটা (নিশ্চিত মাত্রা) তো চাই। ফের ততটা পুজি রেখে, বাকি যোগ্য জায়গায় খরচ করবে। লক্ষ্মী কে ফেলতে পার না।

লোভের প্রতিপক্ষ শব্দ সন্তোষ। পূর্বভবে একটু কিছু জ্ঞান বুঝেছে, আত্মজ্ঞান নয় কিন্তু সংসারী বোধ হয়েছে তখন তার সন্তোষ উৎপন্ন হয়ে যায়। আর যখন পর্যন্ত এমন জ্ঞান তার বোধে আসে না সে পর্যন্ত লোভ বিদ্যমান থাকবে।

অনন্ত অবতার নিজে এত কিছু ভুগেছে, তার ফের তাতে সন্তোষ থাকে যে এখন কিছু চাই না। আর যে ভোগে নি, তার কিছু না কিছু লোভ বিদ্যমান থাকবে। ফের তার, এ ভোগে, ও ভোগে, অমুক ভোগে, এমন থাকবে।

প্রশ্নকর্তা : লোভী একটু কৃপণ ও হবে না ?

দাদাশ্রী : না। কৃপণ, ও আলাদা। কৃপণ তো নিজের কাছে পয়সা না থাকার জন্য কৃপণতা করে। আর লোভী তো ঘরে পঁচিশ হাজার পড়ে থাকলেও গম-চাল সস্তায় কিভাবে মেলে, ঘি কিভাবে সস্তায় মেলে, এমন যেখানে-সেখানে তার চিত্ত লোভেই থাকবে। সব্জি বাজারে যায় তো কোন জায়গায় সস্তা ঠেলা মেলে সেটাই খুঁজতে থাকে !

লোভী কাকে বলে যে প্রত্যেক কথাতে জাগ্রত থাকে।

প্রশ্নকর্তা : লোভী আর কৃপণে কি পার্থক্য ?

দাদাশ্রী : কৃপণ তো কেবল লক্ষ্মীর ই কৃপণতা করে। লোভী তো সব দিকে থেকেই লোভেই থাকবে। মানের লোভ করে আর লক্ষ্মীর ও করে। লোভীর সব ধরনের লোভ হবে যে তাকে সব জায়গায় টানে।

প্রশ্নকর্তা : লোভী হওয়া কি মিতব্যয়ী ?

দাদাশ্রী : লোভী হওয়া ও পাপ। মিতব্যয়ী হওয়া ও পাপ নয়।

'ইকনমি' (মিতব্যয়) কার নাম ? পয়সা আসে তখন খরচ ও করে আর অভাবে পয়সার জন্য দৌড়া-দৌড়ী ও করে না। সব সময় ধার নিয়ে কাজ করবে না । ধার নিয়ে ব্যবসা করতে পার কিন্তু ভোগ-বিলাস করতে পার না। ধার নিয়ে কখন খাবে ? যখন মৃত্যু সময় আসে তখন। অন্যথা ধার নিয়ে ঘি ও খেতে পার না।

প্রশ্নকর্তা : দাদাজী, কৃপনতা আর মিতব্যয়ে কি পার্থক্য ?

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, বড় পার্থক্য আছে। হাজার টাকা মাসে উপার্জন করে তো আটশো টাকা খরচ করা, আর পাঁচশো আসে তো চারশো খরচ করা, এর নাম মিতব্যয়। যখন কি কৃপন তো চারশো-র চারশো-ই খরচ করবে, ফের যদিও হাজার আসে কি দুই হাজার আসে। সে টেক্সীতে যাবে না। মিতব্যয় তো, ইকনমিক্স-অর্থশাস্ত্র। মিতব্যয়ী তো ভবিষ্যতের মুস্কিলের প্রতি চোখ রাখে। কৃপন কে দেখে অন্যের বিরক্তি হবে যে কৃপন। মিতব্যয়ী কে দেখে বিরক্তি হয় না।

ঘরে মিতব্যয় কেমন হওয়া উচিৎ ? বাইরে খারাপ না দেখায় এমন মিতব্যয় হওয়া উচিৎ। মিতব্যয় রান্নাঘর পর্যন্ত যেন না যায়। উদার মিতব্যয়ী হতে হবে। রান্নাঘরে মিতব্যয় ঢোকে তো মন বিগড়ে যাবে, কোন অতিথি আসে তখন ও মন বিগড়ে যায় যে চাল শেষ হয়ে যাবে ! কেউ বেশী উটকো খরচী হয়, তাকে আমরা বলি 'নোবল' (উত্তম) মিতব্যয় করুন।

পয়সা উপার্জন করার ভাবনা করার আবশ্যকতা নেই, প্রযত্ন যদিও চালু থাকে। এমন ভাবনা থেকে কি হয় যে, পয়সা আমি টেনে নিই তো সামনের জনের ভাগে থাকবে না। সেইজন্য যে প্রাকৃতিক কোটা (ভাগ) নির্দিষ্ট হয়েছে সেটাই আমরা বজায় রাখবো। লোভ মানে কি ? অন্যের হড়প করে নেওয়া। তাহলে উপার্জন করার ভাবনা করার দরকার ই কি ? মরতে যাচ্ছে তাকে মারার ভাবনা করার কি দরকার ? এমন ই আমি বলতে চাইছি। এ তো লোকের অনেক পাপ হওয়া আটকে যাবে এটাই আমি বলতে চাইছি, এই এক বাক্যে !

লোভ কে নিয়ে যে আচরণ হয় না, সেই আচরণ ই তাকে জানোয়ার যোনিতে নিয়ে যায়।

আপনি ভাল মানুষ আর যদি আপনি না ঠকেন তো অন্য কে ঠকার আছে ? নালায়েক তো ঠকবে না। সে তো 'সাপের ঘরে সাপ হয়ে গিয়ে মুখোমুখী হয়ে ফিরে আসে' এমন ! ঠকে যাই তবেই আমাদের খানদানী বলা হবে কি না ! আমাদের কে 'আসুন-বসুন' এরকম বলে সেটা 'প্রীপেমেন্ট' হয়।

সেইজন্য 'লোভী দ্বারা ঠকে যাব' এমন বলি। কারণ কি ঠকে গিয়ে আমাকে মোক্ষে যেতে হবে। আমি এখানে পয়সা জমা করতে আসি নি। আর আমি এ ও জানি যে এ নিয়মের অধীন ঠকে কি অনিয়মে। আমি এ জেনে বসে আছি সেইজন্য অসুবিধা নেই।

আমি ভোলাপনে ঠকে যাই নি। আমি জানি যে সবাই আমাকে ঠকিয়ে যাচ্ছে। আমি জেনে বুঝে ঠকে যাই। ভোলাপনে ঠকাদের পাগল বলা হয়। আমি কি ভোলা হতে পারি ? যে জেনে-বুঝে ঠকে যায়, সে ভোলা হবে কি ?

আমার আংশীদার এক বার আমাকে বলে যে,'আপনার ভোলাপনের লোকে ফায়দা ওঠায়।' তখন আমি বলি যে, 'আপনি আমাকে ভোলা ভাবেন, সেইজন্য আপনি ই ভোলা। আমি বুঝেই ঠকে যাই।' তখন সে বলে যে, 'আমি দ্বিতীয় বার এমন বলবো না।'

আমি জানি যে এই বেচারার মতি এমন। ওর নিয়ত এমন। সেইজন্য ওকে যেতে দাও। লেট গো কর না! আমি কষায় থেকে মুক্ত হতে এসেছি। কষায় না হয় সেইজন্য আমি ঠকে যাই, দ্বিতীয় বার ও ঠকে যাই। জেনে বুঝে ঠকতে আনন্দ হয় কি না? জেনে-বুঝে ঠকে যাওয়ার লোক কম থাকে না?

ছেলে বেলা থেকেই আমার প্রিন্সিপল (সিদ্ধান্ত) ছিল যে জেনে-বুঝে ঠকে যাওয়া। বাকী আমাকে কেউ মূর্খ বানিয়ে যায় আর ঠকিয়ে যায় সেই কথার কোন মানে নেই।

এই জেনে-বুঝে ঠকে যাওয়ার জন্য কি হয়েছে? ব্রেন (মাথা) টপে চলে গেছে। বড়-বড় জজ-এর ব্রেন কাজ করে না এমন আমার ব্রেন কাজ করতে থাকে।

শ্রীমদ্ রাজচন্দ্র পুস্তকে লিখেছেন যে জ্ঞানী পুরুষের তন-মন আর ধন দিয়ে সেবা করবে। তখন কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'ভাই, জ্ঞানী পুরুষের ধনের কি দরকার? সে তো কোন জিনিসের ইচ্ছুক ই হয় না।' তখন বলে, এমন নয়। তন-মন দিয়ে আপনি সেবা করেন কিন্তু সে আপনাকে বলে যে এই ভাল জায়গায় ধন দিয়ে দাও, তো আপনার লোভের গ্রন্থি ভেঙে যাবে। অন্যথা আপনার চিত্ত লক্ষ্মীতেই পড়ে থাকবে।

এক ভাই আমাকে বলে, 'আমার লোভ বের করে দিন, আমার লোভের গ্রন্থি এত বড়! সেটা বের করে দিন।' আমি বলি, 'এভাবে বের করলে বের হবে না। ও তো প্রাকৃতিক পঞ্চাশ লাখের লোকসান হলে লোভের গ্রন্থি নিজে নিজেই গলে যাবে।' বলবে, 'এখন পয়সা চাই ই না!!'

অর্থাৎ এই লোভের গ্রন্থি তো লোকসান আসলে যাবে। বড় লোকসান হলে সেই গ্রন্থি ফটাক্ করে ভেঙ্গে যাবে! অন্যথা একেলা লোভের গ্রন্থি গলবে না, অন্য সব গ্রন্থি গলে যাবে!! লোভের দুই গুরুজী, এক ঠগ আর অন্য লোকসান। লোকসান হলে লোভের গ্রন্থি ফটাক্ করে ভেঙে যাবে! আর দ্বিতীয় লোভীকে এমন গুরু মিলে গেলে ঠগ শুরু! সে করতলে চাঁদ

দেখানেওয়ালা হয়, তখন সেই লোভী খুশী হয়ে যায়। ফের সে সমস্ত পুঁজি ই উড়িয়ে নিয়ে যায়।

আমাকে লোকে জিজ্ঞাসা করে যে, 'সমাধি সুখ কখন বর্তাবে?'। তখন আমি বলি, 'যার কিছুই চাই না, লোভের সমস্ত গ্রন্থি চলে যাবে, তখন।' লোভের গ্রন্থি চলে গেলে সুখ বর্তায়। বাকী গ্রন্থিওয়ালাদের কোন সুখ হয় ই না তো! সেইজন্য অন্যের জন্য বিলিয়ে দিন, যত অন্যের জন্য বিলাবেন তত আপনার!

পয়সা যত আসে তত খরচ করে ফেলে সে সুখী। ভাল রাস্তায় যায় তো সে সুখী। তত আপনার খাতায় জমা হবে, অন্যথা নর্দমায় তো যাবেই। কোথায় চলে যাবে? নর্দমায় চলে যাবে? এই মুম্বাইয়ের সমস্ত টাকা কোথায় যায়? ও সব নর্দমায় প্রবাহিত হতে থাকে! ভাল পথে খরচ হয়েছে ততটা আমাদের সাথে আসে। অন্য কিছু সাথে আসে না।

তিরস্কার আর নিন্দা সেখানে লক্ষ্মী থাকে না। লক্ষ্মী কখন প্রাপ্ত হয় না? লোকের চুকলি আর নিন্দায় পড়ে তখন।

এই আমাদের দেশ কবে পয়সাওয়ালা হবে? কখন লক্ষ্মীবান আর সুখী হবে? যখন নিন্দা আর তিরস্কার বন্ধ হয়ে যাবে তখন। এই দুটো বন্ধ হলে দেশে পয়সা ই পয়সা হবে!

* * *

[৬]

লোভের বোধ, সূক্ষ্মতাতে

প্রশ্নকর্তা : কোন ধরনের দোষ এত ভারী হয় যে অনেক অবতার পর্যন্ত চলে? অনেক অবতার কাটাতে হয় এমন দোষ কোন সব?

দাদাশ্রী : লোভ ! লোভ বহু অবতার পর্যন্ত সাথে থাকে। লোভী হয় সে প্রত্যেক অবতারে লোভী থাকবে, সেইজন্য তার খুব পছন্দ হয় এ (লোভ)!

প্রশ্নকর্তা : কোটি-কোটি টাকা থাকা সত্তেও ধর্মে পয়সা দিতে পারে না তার কারণ কি ?

দাদাশ্রী : বাঁধা আছে কিভাবে ছাড়াবে ? সেইজন্য কেউ ছাড়া পায় না বাঁধা বাঁধাই থাকবে। নিজে খাবে ও না। কার জন্য জমা করে ?! প্রথমে তো সাপ হয়ে ঘুরে বেড়াতো। ধন পুঁতে রাখতো সেখানে সাপ হয়ে ঘোরে, 'আমার ধন, আমার ধন' করে !

বাঁচতে শিখেছে এ কাকে বলা হয় ? নিজের কাছে এসেছে ও অন্যের জন্য বিলিয়ে দেওয়া। তার নাম বাঁচতে জানা হয়। পাগলামিতে নয়, দক্ষতায় বিলিয়ে দেওয়া। পাগলামিতে মদ-টদ খাও কি, তাতে প্রাচুর্য আসে না। কোন ব্যসন না হয় আর বিলিয়ে দেয় (খরচ করে)। এ পুণ্যনুবন্ধী পুণ্য বলা হয়।

পুণ্যনুবন্ধী পুণ্য কোনটা ? প্রত্যেক ক্রিয়াতে ফেরতের ইচ্ছা না করে ও পুণ্যনুবন্ধী পুণ্য ! সামনের জনকে সুখ দেওয়ার সময় কোন ধরনের ফেরতের ইচ্ছা না রাখে, তার নাম পুণ্যানুবন্ধী পুণ্য।

প্রশ্নকর্তা : পয়সা সাথে নিয়ে যেতে হয় তো, কি ভাবে নিয়ে যেতে পারা যায় ?

দাদাশ্রী : রাস্তা তো একটাই আছে। যারা আমাদের আত্মীয় না হয় এমন পরকে অন্তরে শীতলতা পৌঁছাও, তো সাথে আসে। আত্মীয়দের শীতলতা পৌঁছাও তো ও সাথে আসে না, কিন্তু হিসাব চুকতা হয়ে যায়।

অথবা আমাকে বলে তো লোকের কল্যাণ হয় এমন জ্ঞানদান দেখাবো। ভাল পুস্তক ছাপাবে যে যা পড়লে অনেক লোক সঠিক পথে এসে যায়। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি বলব। আমার দেওয়া-নেওয়া হয় না।

কেউ এমন মনে করে যে পয়সা সংগ্রহ করব তো আমার সুখ মিলবে আর ফের দুঃখ কখনো আসবে না। কিন্তু সে সংগ্রহ করতে-করতে লোভী ভক্ত হয়ে গেছে, স্বয়ং লোভী হয়ে গেছে। মিতব্যয় করতে হবে, ইকনমি করতে হবে, কিন্তু লোভ করবে না।

লোভ কিভাবে বসে! তার শুরু কোথা থেকে হবে? পয়সা না হয় সেই সময় লোভ হয় না। কিন্তু যদি নিরানব্বই (টাকা) হয়, তখন মনে এমন হয় যে আজ ঘরে খরচ করবো না তাহলে এক টাকা বাঁচিয়ে একশো পুরা করতে হবে। এই লেগেছে নিরানব্বইর ধাক্কা। সেই ধাক্কার পর লোভ পাঁচ কোটি হলেও ছাড়াবে না। ও জ্ঞানী পুরুষের ধাক্কায় ছাড়াবে!

লোভী সকালে উঠেই লোভ করতে থাকে। সারা দিন তাতেই যায়। বলবে, ঢেঁড়স দামী। চুল কাটাতেও লোভ! আজ বাইশ দিন হয়েছে, পুরা মাস হতে দাও, কোন অসুবিধা হবে না। বুঝতে পেরেছ? এই লোভের গ্রন্থি তাকে বার-বার এমন দেখাতে থাকে আর কষায় হতে থাকে। কপট আর লোভ দুটোই খুব বিকট।

পাঁচ-পঞ্চাশ টাকা হাতে থাকলেও খরচ করবে না। শরীর চলে না তবু ও রিক্সায় খরচ করবে না। একবার আমি ওকে বলি যে, এমন কর না! কিছু টাকা রিক্সায় খরচ কর। তখন সে বলে যে খরচ ই করতে পারি না। পয়সা দেওয়ার সংযোগ হয় তো খাবার রোচে না। এখন সেখানে হিসাব থেকে তো আমি ও জানতে পারি যে এটা ভুল। কিন্তু কি হতে পারে? প্রকৃতি 'না' বলে। তখন এক বার আমি ওকে বলি যে পয়সার খুচরো (সিক্কা) নেবেন আর রাস্তায় ছড়াতে-ছড়াতে আসবেন! তখন এক দিন একটু ছড়ায়, ফের আর ছড়ায় না।

এভাবে দুই-চার বার ছড়ালে আমাদের মন কি বলবে যে এ (চন্দুভাই) আমার নিয়ন্ত্রণে নেই, আমার শোনে না। তো এমন করলে আমাদের মন ইত্যাদির পরিবর্তন এসে যাবে! ও তো করতে হবে। মন যা বলে, আমরা তার উল্টা করতে হয় তবেই সে আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। যেমন ঘরের লোক উল্টো কিছু না করলে নিয়ন্ত্রণে আসে না। সে ভাবে মন নিয়ন্ত্রণ করতে

গেলে উল্টো করতে হয়।

লোভের গ্রন্থি মানে কি ? কোথায় কত আছে ? ওখানে কত আছে ? সেটাই লক্ষ্যে থাকে। ব্যাঙ্কে কত আছে, ওর ওখানে এত আছে, অমুক জায়গায় এত আছে, সেটাই লক্ষ্যে থাকে। 'আমি আত্মা' এ তার লক্ষ্যে থাকবে না। সেই লোভের লক্ষ্য ভেঙে যেতে হবে। 'আমি আত্মা' এটাই লক্ষ্যে থাকতে হবে।

লোভী তো স্বভাবেই এমন হয় কোন রং-এই রাঙাবে না। তার উপর কোন রং চড়ে না। যদি কোন লোভী হয় তো আপনি এতটুকু দেখে নেবেন যে তার উপরে কোন রং চড়ে না ! লাল রং-এ ডোবাবে তবুও হলুদ হলুদ ই ! সবুজ রং-এ ডোবাবে তো তবুও হলুদ হলুদ ই !

বিনা লোভের সব রাঙিয়ে যায়। আর লোভী হাসে তো আমরা মনে করি যে রাঙিয়ে গেছে। আমি যা কথা বলি সে সব কথা শোনে। খুব ভাল কথা, খুব আনন্দের কথা, এমন-তেমন বলে, কিন্তু ভিতরে তন্ময়াকার হয় না। অর্থাৎ অন্য লোক ঘর-বাড়ি ভুলে যায় কিন্তু এ ভোলে না। তার লোভ ভোলে না। এখন ওর সঙ্গে ওর গাড়িতে যাই তো পাঁচ বাঁচবে, এ ভোলে না। অন্যেরা তো পাঁচ বাঁচানো ভুলে যায়। পরে যাবো, এমন বলে। যখন কি সে কিছু ভোলে না। সে রাঙায় নি বলা হয়। রাঙানো কখন বলা হয় যে তন্ময়াকার হয়ে যায় সম্পূর্ণ, ঘর-বাড়ি সব ভুলে যায়। আপনি বোঝেন নি ? এই লোকেরা বলে না যে দাদাজীর রং লেগেছে ? ওর দাদাজীর রং লাগে না, যদিও যত বার ই তাকে রং-এ ডোবানো হয় তবু ও।

মনে পয়সা দেওয়ার ভাব হয় তবুও দিতে পারে না ও লোভের গ্রন্থি।

প্রশ্নকর্তা : সংযোগ ই এমন হয় যে দেওয়ার ভাব হলেও দিতে পারে না।

দাদাশ্রী : ও আলাদা কথা। ও তো আমাদের এমন মনে হয় যে সংযোগ এমন, কিন্তু এমন হয় না। দেওয়ার নিশ্চয় করলে দিতে পারে এমন।

প্রশ্নকর্তা : হ্যাঁ, কিন্তু থাকলে ও দেয় না।

দাদাশ্রী : থাকলে ও দিতে পারে না, দিতেই পারে না না, সেই বন্ধন তো ছিঁড়ে নি। সেই বন্ধন ছিঁড়ে যায় তো মোক্ষ হয়ে যাবে না।! ও সহজ জিনিস নয়।

প্রশ্নকর্তা : এমনি তো নিজের-নিজের সীমাতে দেওয়ার অমুক শক্তি তো থাকে কি না ?

দাদাশ্রী : না, ও লোভের কারণে হয় না। লোভীর কাছে লাখ টাকা থাকলেও, চার আনা দেওয়া ও মুস্কিল হয়ে যায়। জ্বর উঠে যায়। আরে, বইয়ে পড়ে যে জ্ঞানী পুরুষের তন, মন, ধন দ্বারা সেবা করতে হয়। ও পড়ার সময় জ্বর উঠে যায় যে এমন কি করে লিখেছে।

লোভ ভাঙ্গার দুটো রাস্তা। এক, জ্ঞানী পুরুষ ভেঙ্গে দেন, ওনার বচন বল দ্বারা। আর দ্বিতীয়, জবরদস্ত ক্ষতি আসলে লোভ চলে যায় যে আমাকে কিছু করতে হবে না, এখন যা বাকি আছে তাতেই নির্বাহ করে নেব। আমাকে অনেক লোককে বলতে হয় যে লোকসান আসলে লোভ চলে যাবে, অন্যথা লোভ যাবার নয়। আমি বলার পরেও না যায়, এমন দ্বৈত গ্রন্থি পড়ে গেলে হয় !

লোভীর গ্রন্থি লোকসান থেকে খুলবে। অথবা যদি জ্ঞানী পুরুষের আজ্ঞা মিলে যায় তো উত্তম। ফের আজ্ঞা পালনে তৈয়ার না হয় তাকে কে শুধরাবে?

সৎসঙ্গে থাকলেই গ্রন্থি সব গলবে, সৎসঙ্গের পরিচয় না হয় সে পর্যন্ত গ্রন্থির বিষয়ে জানা যায় না। সৎসঙ্গে থাকলে ও নির্মল হওয়া চোখে পড়ে। আমরা দূরে থাকি যে ! দূর থেকে সব দেখা যায় আরামে। এতে নিজের সব দোষ চোখে পরে। প্রথমে তো গ্রন্থিতে থেকে দেখতাম, সেইজন্য দোষ দেখাতো না। তাতেই কৃপালুদেব বলেছেন, 'দীখা নহী নিজ দোষ তো তরীও কোন উপায় !' (দেখায় না নিজ দোষ তো বাঁচবো কোন উপায়ে !')

আমাদের জীবন কারো লাভের জন্য ব্যতিত হওয়া উচিৎ । এ মোম বাতি জ্বলে ও কি নিজের প্রকাশের জন্য জ্বলে ? অন্যের জন্য, পরার্থে জ্বলে কি না ? অন্যের ফায়দার জন্য জ্বলে কি না ? সেই ভাবে এই মনুষ্য অন্যের ফায়দার (কল্যাণ) জন্য জীবিত থাকে তো নিজের ফায়দা (কল্যাণ) তো তাতে নিহিত ই থাকে । মরতে তো হবেই এক দিন । সেইজন্য অন্যের ফায়দা করতে যাবে তো আপনার ফায়দা তাতে নিহিত ই আছে । আর অন্য কে কষ্ট দিতে যাবে তো নিজের কষ্ট আছেই ভিতরে । নিজে যা ইচ্ছা তা কর ।

আত্মা প্রাপ্ত করার জন্য যা কিছু করা হয় ও মেইন প্রোডাক্সন, আর তার জন্য বাই-প্রোডাক্সন প্রাপ্ত হয়, যা থেকে সমস্ত সংসারী আবশ্যকতা প্রাপ্ত হয় । আমি নিজের এক রকমের ই প্রোডাক্সন রাখি, 'সংসার সমস্ত পরম শান্তি পায় আর কিছু মোক্ষ পায় ।' আমার এই প্রোডাক্সন আর তার বাই-প্রোডাক্সন আমাকে মিলতেই থাকে । আমার অন্য ধরনের চা-জল আসে তার কি কারণ ? আপনার তুলনায় আমার প্রোডাক্সন উচ্চ কোটির হয় । তেমন ই আপনার প্রোডাক্সন উচ্চ জাতের হবে তো বাই-প্রোডাক্সন ও উচ্চ জাতের আসবে ।

আমাদের কেবল হেতু বদলাতে হবে, আর কিছু করতে হবে না । পাম্পের ইঞ্জিনের এক পাট্টা এই দিকে দিলে জল বের হবে আর অন্য দিকে পাট্টা দাও তো ধান থেকে চাল বের হবে, অর্থাৎ শুধু পাট্টা দেওয়ার পার্থক্য মাত্র । হেতু নিশ্চিত করতে হবে আর সেই হেতু আমাদের লক্ষ্যে থাকতে হবে । ব্যাস, আর কিছু না । লক্ষ্মী লক্ষ্যে থাকতে হবে না ।

প্রশ্নকর্তা : লক্ষ্মীর সদুপযোগ কাকে বলা হয় ?

দাদাশ্রী : লোকের উপযোগের জন্য অথবা ভগবানের হেতু খরচ করে ও সদুপযোগ বলা হয় ।

প্রশ্নকর্তা : লক্ষ্মী টেকে না তো কি করবো ?

দাদাশ্রী : লক্ষ্মী তো টিকবে এমন নয় । কিন্তু তার রাস্তা বদলে দেবে। অন্য রাস্তায় চলে যায় তো তার প্রবাহ বদলে দেবে আর ধর্মের রাস্তায় ঘুরিয়ে

দেবে। যত সুমার্গে গেছে ততটুকু সঠিক। ভগবান আসে তবে লক্ষ্মী টেকে, তাঁকে ছাড়া লক্ষ্মী কিভাবে টিকবে ?

পয়সা ভুল পথে যায় তো কন্ট্রোল (বশ) করে দেবে আর পয়সা সঠিক রাস্তায় যায় তো ডী-কন্ট্রোল (খোলা) করে দেবে।

এই ভাই কোন এক ব্যক্তিকে দান করছে আর সেখানে কোন বুদ্ধিমান বলে যে, 'আরে, একে কেন দিচ্ছ ?' তখন সে বলবে, 'এখন দিতে দিন না, গরীব।' এমন বলে দান দেয় আর সেই গরীব নিয়ে নেয়। কিন্তু সেই বুদ্ধিমান বলেছে তার এতে অন্তরায় হয়। এতে ফের তার দুঃখে কোন দাতা মিলবে না।

* * *

[৭]

দানের প্রবাহ

এখন আমরা তো পশ্চাতাপ থেকে সবকিছু মুছতে পারি আর মনে নিশ্চয় করি যে এমন না বলা উচিৎ। আর বলে তার ক্ষমা চাই, তো মুছে যাবে। কারণ সে চিঠি আমি পোস্টে ফেলি নি, তাতে প্রথমে লেখা বদলে দিই যে প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম দান না করা উচিৎ ও ভুল। কিন্তু এখন আমাদের বিচারে দান করা ভাল, এতে আগের টা মুছে যাবে।

খারাপ সময়ে তো ধর্ম একেলা ই আপনার সাহায্যে দাঁড়িয়ে থাকবে। সেইজন্য লক্ষ্মীকে ধর্মের প্রবাহে যেতে দিন।

পয়সার স্বভাব কেমন ? চঞ্চল, সেইজন্য আসবে আর এক দিন আবার চলে যাবে। সেইজন্য পয়সা লোকের কল্যাণের জন্য খরচ করবে। যখন আপনার খারাপ উদয় আসে তো লোককে দেওয়া ই আপনাকে হেল্প

করবে, সেইজন্য আগে থেকে বুঝতে হবে। পয়সার সদব্যয় তো করা ই উচিৎ কি না ?

দানের চার প্রকার হয়।

এক আহারদান, দ্বিতীয় ঔষধদান, তৃতীয় জ্ঞানদান আর চতুর্থ অভয়দান।

জ্ঞানদানে বই ছাপানো, সঠিক পথে নিয়ে যায় আর লোকের কল্যাণ হয় এমন পুস্তক ছাপানো, ও জ্ঞানদান। জ্ঞানদান করলে ভাল গতি, উচ্চ গতি প্রাপ্ত করে অথবা তো মোক্ষে যায়।

অর্থাৎ ভগবান জ্ঞানদান কে প্রাথমিকতা দিয়েছেন আর যেখানে পয়সার দরকার নেই সেখানে অভয়দানের কথা বলা হয়েছে। যেখানে পয়সার লেন-দেন আছে, সেখানে এই জ্ঞানদানের নির্দেশ আছে আর সাধারণ স্থিতি, নরম স্থিতির লোককে ঔষধদান আর আহারদানের নির্দেশ করেছেন।

আর চতুর্থ অভয়দান। অভয়দান তো কোন জীব মাত্রের ত্রাস না হয় এমন বর্তন (ব্যবহার) রাখবে, ও অভয়দান !

প্রশ্নকর্তা : আজকের জমানায় ধর্মে দুই নম্বরের পয়সা খরচ হয়, তো এতে লোকের পুণ্য উপার্জন হবে কি ?

দাদাশ্রী : অবশ্য হবে তো ! সে ত্যাগ করে না ততটা (দান দেয়) ! নিজের কাছে আসা কে ত্যাগ করেছে না ! কিন্তু তাতে হেতু অনুসারে পুণ্য মিলবে, হেতু লক্ষ্মী ! পয়সা দেয় এ একটাই কথা দেখা হয় না। পয়সার ত্যাগ ও নির্বিবাদ। বাকী পয়সা কোথা থেকে আসে ? হেতু কি ? এই সব প্লাস-মাইনাস হয়ে যা বাকী থাকবে ও তার। তার হেতু কি যে সরকার নিয়ে যাবে তার বদলে এতে দিয়ে দাও না !

প্রশ্নকর্তা : লোকে লক্ষ্মীকে সংগ্রহ করে, এ হিংসা বলা হয় কি না ?

দাদাশ্রী : হিংসা ই বলা হয় । সংগ্রহ করা ও হিংসা । অন্য লোকের কাজে আসে না তো !

প্রশ্নকর্তা : কিছু পাওয়ার অপেক্ষায় যে দান করে, তার ও শাস্ত্রে নিষেধ নেই ? তার নিন্দা করবে না ?

দাদাশ্রী : এমন অপেক্ষা না রাখ তো উত্তম । অপেক্ষা রাখলে তো সেই দান নির্মূল হয়ে যায়, সত্বহীন হয়ে গেছে বলা হয় । আমি তো বলি যে পাঁচ টাকাই দিন, কিন্তু বিনা অপেক্ষায় ।

কেউ ধর্মের নামে লাখ টাকা দান করে আর ফলক লাগায় আর কোন লোক এক ই টাকা ধর্মের নামে দেয়, কিন্তু গুপ্ত রাখে, তো তার মূল্য বেশী, ফের যদিও এক টাকা দিয়েছে । আর এ ফলক লাগিয়েছে তো 'ব্যালেন্স শীট' পুরা হয়ে গেছে । কারণ কি যে ধর্মের নামে দিয়েছে, তার বদলে ফলক লাগিয়েছে । আর যে এক ই টাকা গুপ্ত দিয়েছে তার উসুল করে নি, সেইজন্য তার ব্যালেন্স বাকী আছে ।

প্রশ্নকর্তা : পুণ্যের উদয়ে আবশ্যকতার বেশী লক্ষ্মীর প্রাপ্তি হয় তখন কি করতে হবে ?

দাদাশ্রী : তখন খরচ করে ফেলবে । বাচ্চাদের জন্য বেশী রাখবে না । ওদের পড়া-শোনা করাবে, সব কমপ্লীট্ (পুরা) করে ওদের চাকরিতে লাগিয়ে দিলে অর্থাৎ ফের ও কামাতে শুরু করে, সেইজন্য বেশী রাখবে না । একটু কিছু ব্যাঙ্ক এই সব কোন জায়গায় রেখে দেবে, যে কখনো মুস্কিল আসলে ওদের দিতে পার । ওদের বলবে না যে ভাই আমি রেখে দিয়েছি । অন্যথা মুস্কিল না আসার হয় তবু ও আসবে ।

এক জন লোক আমাকে প্রশ্ন করে যে, 'বাচ্চাদের কিছু দেব কি না ?' আমি বলি, 'বাচ্চাদের দেবে নিশ্চয়, আমাদের বাবা যা আমাদের দিয়েছেন সেই সব দিয়ে দেবে কিন্তু নিজে যা উপার্জন করেছ ও নিজের । সেই সব আমরা যেখানে চাইবো সেখানে ধর্মের নামে খরচ করে দেব ।'

প্রশ্নকর্তা : আমাদের উকিলের নিয়ম ও এটাই বলে যে বাপ-দাদার প্রপার্টী (সম্পত্তি) থাকে ও বাচ্চাদের দিতেই হবে আর নিজের উপার্জনের যা ইচ্ছা করতে পার।

দাদাশ্রী : হ্যাঁ, যা ইচ্ছা করতে পার। নিজের হাতেই করে নেবে! আমাদের মার্গ কি বলে যে স্বয়ং নিজের হয় তো সেই মাল তুমি আলাদা করে ব্যবহারে নেবে, তো ও তোমার সাথে আসবে। কারণ এই জ্ঞান প্রাপ্ত করার পরে এখন এক-দুই অবতার বাকী আছে, সেইজন্য সঙ্গে থাকতে হবে কি না! বাইরে বেড়াতে গেলে সঙ্গে খাবার কিছু নিয়ে যায়। তো সে সব দরকার কি না?

প্রশ্নকর্তা : সামনের জন্মের পুণ্য উপার্জন করার জন্য এই জন্মে কি করা উচিৎ?

দাদাশ্রী : এই জন্মে যে পয়সা আসে, তার এক পঞ্চমাংশ ভাগ ভগবানের ওখানে মন্দিরে দান করবে। এক পঞ্চমাংশ ভাগ লোকের সুখের জন্য খরচ করবে। অর্থাৎ ততটা তো ওখানে ওভারড্রাফট পৌঁছায়! এ তো গত অবতারের ওভারড্রাফট ভোগ করছ। এই জন্মের পুণ্য হয় ও আবার পরে আসবে। আজকের কামাই ভবিষ্যতে কাজে আসবে।

* * *

[৮] লক্ষ্মী আর ধর্ম

মোক্ষমার্গে দুটো জিনিস হয় না। স্ত্রী সম্বন্ধী বিচার আর লক্ষ্মী সম্বন্ধী বিচার! যেখানে স্ত্রী-র বিচার হবে সেখানে ধর্ম তো হবেই না আর লক্ষ্মীর বিচার হবে সেখানে ও ধর্ম হবে না। সেই দুই মায়ার জন্য তো সংসার দাঁড়িয়ে আছে। সেইজন্য সেখানে ধর্ম খোঁজা এ ভুল। তবে বর্তমানে বিনা লক্ষ্মীর কত কেন্দ্র চলছে?

আর তৃতীয় কি? সম্যক দৃষ্টি থাকতে হবে।

সেইজন্য যেখানে লক্ষ্মী আর স্ত্রীর সম্বন্ধ থাকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে না। ভেবে-চিন্তে গুরু বানাবে। লীকেজওয়ালা (বিনা নিষ্ঠার) হয় তো করবে না।

যার সর্ব প্রকারের ক্ষুধা চলে গেছে তার এই সংসারের সমস্ত রহস্যের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ক্ষুধা যায় তবেই না! কত প্রকারের ক্ষুধা, লক্ষ্মীর ক্ষুধা, কীর্তির ক্ষুধা, বিষয়ের ক্ষুধা, শিষ্যের ক্ষুধা, মন্দির বানানোর ক্ষুধা, সমস্ত ক্ষুধা, ক্ষুধা আর ক্ষুধা! সেখানে আমাদের দরিদ্রতা কিভাবে মুছবে?

এক ব্যক্তি আমাকে বলে যে, 'ওতে দোকানদারের দোষ কি গ্রাহকের দোষ?' আমি বলি, 'গ্রাহকের দোষ!' দোকানদার তো যা ইচ্ছা দোকান খুলে বসে যাবে, আমাদের বুঝতে হবে না?

সন্ত পুরুষ তো পয়সা নেন না। দুঃখীত সেইজন্য তো সে আপনার কাছে এসেছে আর উপর থাকে তার শ কেড়ে নেয়! কেউ হিন্দুস্থান কে শেষ করেছে তো এমন সন্তেরা শেষ করেছে। সন্ত তো তাকে বলা হয় যে নিজের সুখ অন্যকে বিলিয়ে দেন, সুখ নেওয়ার জন্য আসে না।

এই সংঘ এত পরিশুদ্ধ যে যেখানে আমি (দাদাজী) তো নিজের ঘরের কাপড়, ধুতি পরি। আমার নিজের কামাই করা টাকা দিয়ে কিনি। তাই ময়লা হলেও ঘুরে-বেড়াই। সংঘের পরতাম তো চারশো- চারশো তে পাওয়া যায় না? আরে, আমি তো নিই না, আর এই (নীরু) বোন ও নেয় না! এই বোন ও আমার সঙ্গে থাকে আর ও কাপড় নিজের ঘরের পরে।

এই জগতে যত স্বচ্ছতা তত জগত আপনার, আপনি মালিক এই জগতের! যত আপনার স্বচ্ছতা!! আমি এই দেহের ছাব্বিশ বছর থেকে মালিক থাকি নি, সেইজন্য আমার স্বচ্ছতা পুরোপুরি হবে। সেইজন্য স্বচ্ছ হয়ে যান, স্বচ্ছ!

স্বচ্ছতা মানে এই জগতের কোন জিনিসের আবশ্যকতাই হয় না, ভিখারীপন ই হয় না!

এখনো পশ্চাতাপ কর তো এই দেহে থেকে সব পাপ ভস্মীভূত করতে পারবে। পশ্চাতাপের ই সামায়িক করুন। কার সামায়িক ? পশ্চাতাপের সামায়িক, কি পশ্চাতাপ। তখন বলে, আমি লোকের থেকে ভুল পয়সা নিয়েছি, সেই সব যার নিয়েছেন তার নাম নিয়ে, তার চেহারা মনে করে, ব্যভিচার আদি করেছেন, দৃষ্টি খারাপ করেছেন সেই সব পাপ ধুতে চান তো এখনো ধুতে পারেন।

লোকের কল্যাণ তো কবে হবে ? আমরা স্বচ্ছ হয়ে যাব তখন, একেবারে পিউর (শুদ্ধ) ? পিউরিটী (শুদ্ধতা)-ই সবাই কে, সমস্ত জগত কে আকর্ষণ করে ! পিউরিটী !! পিউর জিনিস জগত কে আকর্ষণ করে। ইম্পিউর (অশুদ্ধ) জিনিস সংসার কে ফ্রেকচার করে দেয়। সেইজন্য পিউরিটী আনুন !

-জয় সচ্চিদানন্দ

নয় কলম

1. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার অহং কে কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখ না দিই, দুঃখ না দেওয়াই অথবা দুঃখ দেওয়ার প্রতি অনুমোদন না করি, এমন পরম শক্তি দিন।
   আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার অহং কিঞ্চিৎমাত্রও দুঃখ না পায় এমন স্যাদবাদ বাণী, স্যাদবাদ ব্যবহার, আর স্যাদবাদ মনন করার পরম শক্তি দিন

2. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন ধর্মের মান্যতাকে কিঞ্চিৎমাত্রও আঘাত না করি, আঘাত না করাই অথবা আঘাত করার প্রতি অনুমোদন না করি এমন পরম শক্তি দিন।
   আমাকে কোনো ধর্মের মান্যতার প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও আঘাত না পৌঁছায় এমন স্যাদবাদ বাণী, স্যাদবাদ ব্যবহার, আর স্যাদবাদ মনন করার পরম শক্তি দিন।

3. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী উপদেশক, সাধু-সাধ্বী বা আচার্যর অবর্ণবাদ, অপরাধ, অবিনয় না করার পরম শক্তি দিন।

4. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও অভাব, তিরস্কার কখনও না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।

5. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার সাথে কখনো কঠোর ভাষা, তন্তীলী ভাষা না বলার, না বলানোর বা বলার প্রতি অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।
   কেউ কঠোর ভাষা, তন্তীলী ভাষা বললে আমাকে মৃদু ঋজু ভাষা বলার শক্তি দিন।

6. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার প্রতি স্ত্রী, পুরুষ অথবা নপুংসক, যে কোন লিঙ্গধারী হোক না কেন, তার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎমাত্রও বিষয়-বিকার সম্বন্ধী দোষ, ইচ্ছা, চেষ্টা বা বিচার সম্বন্ধী দোষ না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না রার পরম শক্তি দিন।
আমাকে নিরন্তর নির্বিকার থাকার পরম শক্তি দিন।

7. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন প্রকার রসের প্রতি লুব্ধতা না হয় এমন শক্তি দিন। সমরসী আহার নেবার পরম শক্তি দিন।

8. হে দাদা ভগবান! আমাকে কোন দেহধারী জীবাত্মার, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ, জীবন্ত অথবা মৃত কারোর প্রতি কিঞ্চিৎমাত্রও অবর্ণবাদ, অপরাধ, অবিনয় না করার, না করানোর অথবা কর্তাকে অনুমোদন না করার পরম শক্তি দিন।

9. হে দাদা ভগবান! আমাকে জগৎ কল্যাণ করার নিমিত্ত হওয়ার পরম শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন।

(এই সমস্ত তোমাকে দাদা ভগবানের কাছে চাইতে হবে। এ শুধুমাত্র প্রতিদিন যন্ত্রবত পড়ার জিনিস নয়, হৃদয়ে রাখার জিনিস। এটা প্রতিদিন উপযোগপূর্বক ভাবনা করার জিনিস। এইটুকু পাঠে সমস্ত শাস্ত্রের সার এসে যায়।)

* * *

শুদ্ধাত্মার প্রতি প্রার্থনা

(প্রতিদিন একবার বলবে)

হে অন্তর্যামী ভগবান ! আপনি প্রত্যেক জীবমাত্রে বিরাজমান, সেভাবে আমার মধ্যেও বিরাজমান । আপনার স্বরূপেই আমার স্বরূপ । আমার স্বরূপ শুদ্ধাত্মা ।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আমি আপনাকে অভেদ ভাবে অত্যন্ত ভক্তিপূর্বক নমস্কার করছি ।

অজ্ঞানতাবশে আমি যা যা *** দোষ করেছি, সেইসব দোষ আপনার সমক্ষে প্রকাশ করছি । তার হৃদয়পূর্বক খুব পশ্চাতাপ করছি । আর আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি । হে প্রভু ! আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন আর আবার যেন এমন দোষ না করি, এমন আপনি আমাকে শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন ।

হে শুদ্ধাত্মা ভগবান ! আপনি এমন কৃপা করুন যেন আমার ভেদভাব মিটে যায় আর অভেদভাব প্রাপ্ত হয় । আমি আপনাতে অভেদ স্বরূপে তন্ময়াকার থাকি ।

*** যে যে দোষ হয়েছে , সেসব মনে প্রকাশ করবে ।

প্রতিক্রমণ বিধি

প্রত্যক্ষ দাদা ভগবানের সাক্ষীতে, দেহধারী * এর মন-বচন-কায়ার যোগ, ভাবকর্ম-দ্রব্যকর্ম-নোকর্ম থেকে ভিন্ন এমন হে শুদ্ধাত্মা ভগবান, আজকের দিন পর্যন্ত যে যে ** দোষ হয়েছে, তার জন্য ক্ষমা চাইছি, পশ্চাতাপ করছি যে আবার এমন দোষ কখনো করবো না, এমন দৃঢ় নিশ্চয় করছি । আমাকে ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন । আলোচনা-প্রতিক্রমণ-প্রত্যাখান করছি । হে দাদা ভগবান ! আমাকে এমন কোন দোষ না করার জন্য শক্তি দিন, শক্তি দিন, শক্তি দিন ।

* যার প্রতি দোষ হয়েছে সেই ব্যক্তির নাম ।

** যে দোষ হয়েছে তা মনে করবে (তুমি শুদ্ধাত্মা আর যে দোষ করেছে তাকে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে, চন্দুলাল কে দিয়ে প্রতিক্রমণ করাবে ।)

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত বাংলা পুস্তকসমূহ

১. আত্ম-সাক্ষাৎকার
২. এডজাস্ট এভরিহোয়্যার
৩. সংঘাত পরিহার
৪. চিন্তা
৫. ক্রোধ
৬. আমি কে ?
৭. মৃত্যু
৮. ত্রিমন্ত্র
৯. দান
১০. প্রতিক্রমণ
১১. আত্মবোধ
১২. ভাবনা শুধরায় জন্ম-জন্মান্তর
১৩. সেবা-পরোপকার
১৪. ভুগছে যে তার ভুল
১৫. মানব ধর্ম
১৬. যা হয়েছে তাই ন্যায়
১৭. দাদা ভগবান কে ?
১৮. জগত কর্তা কে ?
১৯. কর্মের সিদ্ধান্ত
২০. অন্তঃকরণের স্বরূপ
২১. পয়সার ব্যবহার

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে।

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি,গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা প্রকাশিত ইংরেজি পুস্তকসমূহ

1. Self Realization
২. Tri Mantra
3. Noble Use of Money
4. Pratikraman (Full Version)
5. Truth and Untruth
6. Generation Gap
7. Science of Money
8. Non-Violence
9. Avoid Clashes
10. Warries
12. Who am I
14. Anger
15. Adjust Everywhere
16. Aptavani -1,2,4,5,6,8 and 9
17. Harmony in Marriage
18. The Practice of Huminity
19. Life Without Conflict
20. Death : Before, During and After
21. Spirituality in Speech
22. The Flowless Vision
23. Shri Simandhar Swami
24. The Science of Karma
25. Brahmacharya : Celibacy
26. Fault is of the Sufferer
28. Guru and Disciple
30. The essence of religion
31. Pratikraman

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা গুজরাটি ভাষাতেও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তক ওয়েবসাইট www.dadabhagwan.org- তে উপলব্ধ আছে।

* দাদা ভগবান ফাউন্ডেশন দ্বারা "দাদাবাণী" পত্রিকা হিন্দি,গুজরাটি ও ইংরেজি ভাষায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হয়।

প্রাপ্তিস্থান : ত্রি-মন্দির সংকুল, সীমন্ধর সিটী, আহমেদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জিলা :গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯) ৩৯৮৩০১০০
E-mail :`info@dadabhagwan.org

সম্পর্ক সূত্র
দাদা ভগবান পরিবার

অড়ালজ : ত্রিমন্দির, সীমন্ধর সীটি, আহমদাবাদ-কলোল হাইওয়ে,
পোস্ট : অড়ালজ, জি.-গান্ধীনগর, গুজরাট-৩৮২৪২১
ফোন : (০৭৯)৩৯৮৩০১০০, ৯৩২৮৬৬১১৬৬/৭৭
E-mail : info@dadabhagwan.org

মুম্বাই : ত্রিমন্দির, ঋষিবন, কাঁজুপাড়া, বোরিভলি (E)
ফোন :৯৩২৩৫২৮৯০১

দিল্লী	:	৯৮১০০৯৮৫৬৪	বেঙ্গলুরু	:	৯৫৯০৯৭৯০৯৯
কোলকাতা	:	৯৮৩০০৮০৮২০	হায়দ্রাবাদ	:	৯৮৮৫০৫৮৭৭১
চেন্নাই	:	৭২০০৭৪০০০০	পুনে	:	৭২১৮৪৭৩৪৬৮
জয়পুর	:	৮৮৯০৩৫৭৯৯০	জলন্ধর	:	৯৮১৪০৬৩০৪৩
ভোপাল	:	৬৩৫৪৬০২৩৯৯	চন্ডীগড়	:	৯৭৮০৭৩২২৩৭
ইন্দৌর	:	৬৩৫৪৬০২৪০০	কানপুর	:	৯৪৫২৫২৫৯৮১
রায়পুর	:	৯৩২৯৬৪৪৪৩৩	সাঙ্গলী	:	৯৪২৩৮৭০৭৯৮
পাটনা	:	৭৩৫২৭২৩১৩২	ভুবনেশ্বর	:	৮৭৬৩০৭৩১১১
অমরাবতী	:	৯৪২২৯১৫০৬৪	বারাণসী	:	৯৭৯৫২২৮৫৪১

U. S. A : **DBVI Tel.** +1 877-505-DADA (3232)
Email : info@us.dadabhagwan.org
U.K. : +44 330-111-DADA (3232)
Kenya : +254 722 722 063
UAE : +971 557316937
Dubai :` +971 5013644530
Australia : +61 421127947
New Zealand : + 64 21 0376434
Singapore : +65 81129229

Website : www.dadabhagwan.org

'দাদা'র গনিত

আমি পয়সার হিসাব করেছিলাম। যদি আমরা পয়সা বাড়াতে থাকি তো কোথায় পর্যন্ত পৌঁছাবো ? এই জগতে কারো চিরকাল প্রথম স্থান আসে নি। লোকে বলে 'ফোর্ড-এর নম্বর প্রথম।' কিন্তু চার বছর পরে কোন অন্যের নাম শোনা যায়। অর্থাৎ কারো নম্বর টেকে না। বিনা কারণে এখানে দৌড়াদৌড়ি করে, তার কি অর্থ ? রেসে প্রথম ঘোড়া পুরস্কার পায়, দ্বিতীয়-তৃতীয় কিছু পায় আর চতুর্থ তো দৌড়ে-দৌড়েই মরে যায়, মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে যায়। আমি বলি, 'এই রেসকোর্সে আমি কেন নামবো ?' তখন তো এই লোকেরা তো আমাকে চতুর্থ, পঞ্চম, দ্বাদশ বা একশোতম নম্বর দেবে ! তাহলে ফের, আমি কিসের জন্য দৌড়ে-দৌড়ে মরি ? ফেনা বেরোবে না ? প্রথম আসার জন্য দৌড়াব আর আসব দ্বাদশ, ফের কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করবে না। তোমার কেমন লাগছে ?

-দাদাশ্রী

ISBN 978-93-91375-12-6
9 789391 375126
Printed in India
Price ₹40

dadabhagwan.org